বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

দুর্জয় পশ্চিম

কাজী মায়মুর হোসেন

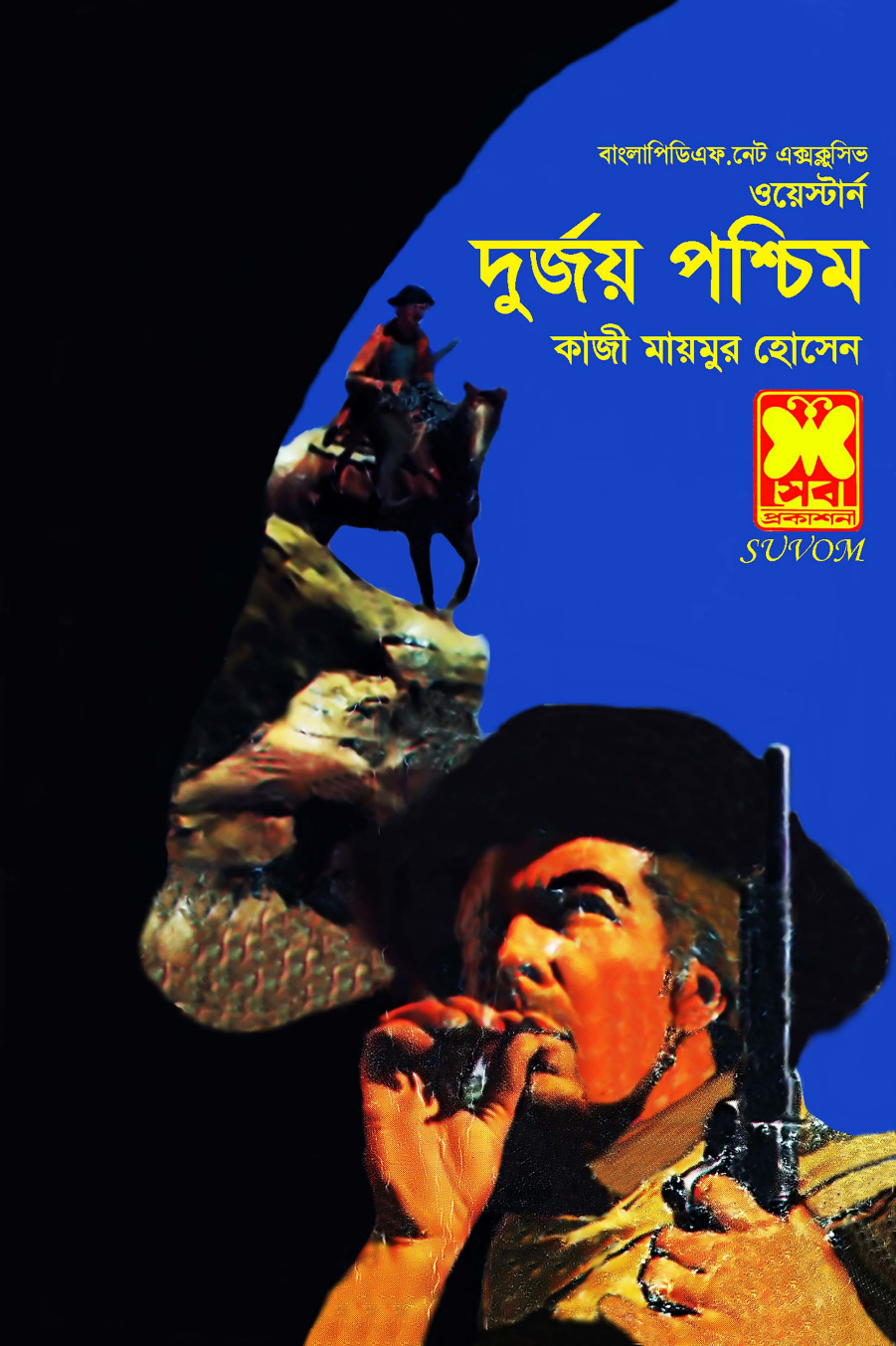

সুবা প্রকাশনা

SUVOM

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

দুর্জয় পশ্চিম

কাজী মায়মুর হোসেন

দু'জনই ওরা খুনী হিসেবে কুখ্যাত।
দেখা হওয়ামাত্র পরস্পরকে খুন করবে ওরা।
দেখা হলো। জটিল এক বাঁধনে জড়িয়ে
গেল ওরা।
ভয়ঙ্কর সেই অ্যাপাচিটোকে ঠকাতে
হবে, উদ্ধার করতে হবে লুটের মাল।
অ্যাপাচিটোর আস্তানায় গিয়ে ঢুকল ওরা,
পরস্পরকে বিশ্বাস না করেই।
মাঝখান থেকে চালাকি করতে গিয়ে
ফেঁসে গেল সার্কাস মালিক ড্যান্ডি
ডারউইন।
অ্যাপাচিটো কষ্ট দিয়ে মানুষ
মারতে আনন্দ পায়। তার
কব্জায় এবার ওরা সবাই।
কি ঘটবে এবার?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

দুর্জয় পশ্চিম

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8169-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DURJOY PASHCHIM
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

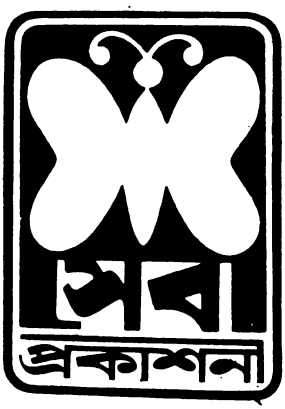

ত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দুর্জয় পশ্চিম

ওয়েস্টার্ন

দুর্জয় পশ্চিম

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

Subom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্‌।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

সদ্যমৃত মার্ভিন মিগলে জীবিতাবস্থায় ছিল হাতির মতো বিশালদেহী এক দানব। ব্যাঙ্ক ডাকাত হিসেবে গত কয়েক বছরে বেশ 'সুনাম' অর্জন করেছিল সে। কেউ জানত না, এমনকি সে নিজেও না, যে তার জীবন ছিনিয়ে নেবে এক ইঞ্চির একশো ভাগের চুয়াল্লিশ ভাগ আকৃতির ছোট্ট একটুকরো সীসে।

এখন সে পড়ে আছে ধূলিময় রাস্তার উপর। অস্ত্র ছোঁয়ার আগেই কখন মরে গেছে, টেরও পায়নি।

বিরক্ত চেহারায় লাশটা অবলীলায় কাঁধে তুলে নিল রে জনসন। ঘোড়ার পিঠে তুলে বেঁধে ফেলল। রওয়ানা হয়ে গেল শেরিফের অফিসের উদ্দেশে। বাউন্টি হান্টার সে। লোকে অন্তত তাই জানে।

ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। মেদহীন পেটা শরীর। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ। পেশল দু'বাহু স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দীর্ঘ। নিষ্ঠুর পুরুষালি চেহারায় রুক্ষতার ছাপ। প্রশস্ত কপাল; চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। খাড়া নাকটা দেখে বোঝা যায় রে জনসন আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

জেসি অ্যাডামস লস এড্রস কাউন্টির শেরিফ। ঢুলু-ঢুলু চোখে আত্মগর্ব মেশানো তৃপ্তি। অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় চোখের নিচে দুটো পোটলা ঝুলছে। চেহারাটা পেটে লাথি খাওয়া বুলডগের

মতো। কিন্তু বুলডগের আর কোন গুণ তার মধ্যে আছে বলে কাউন্টির কারও জানা নেই। সবাই জানে মেয়রের শালা সে; অফিসে বসে বসে ঝিমানোই বেশি পছন্দ করে।

বাউন্টি হান্টারকে বারান্দায় লাশ নামাতে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল লোকটা। লাশের মুখটা দেখেই চমকে উঠল। পোস্টারে এছবি দেখেছে বহুবার। কল্পনা করেছে একদিন পিস্তল ড্রয়ে হারিয়ে দেবে মিগলেকে। এখন লাশটা দেখার পর স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভাবল লোকটার সৌভাগ্য যে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই মরেছে।

দেয়ালে একটা পোস্টার দেখে এগিয়ে গেল জনসন। ঝকঝকে নতুন পোস্টার। অ্যাপাচিটোকে জীবিত বা মৃত ধরতে পারলে পনেরো হাজার ডলার দেয়া হবে।

'সত্যিই কি পনেরো হাজার ডলার, নাকি ছাপায় ভুল আছে?' আলাপ চালানোর জন্যে জানতে চাইল জনসন। 'কে এই অ্যাপাচিটো?'

'টেরিটোরির নিচের অর্ধেক ওর ভয়ে অস্থির। জীবনযাত্রা স্থবির। কি করেছে সেটা কথা নয়, কি করেনি সেটাই এখন মানুষের আলোচনার বিষয়। মাঝপথে সোনা-রূপা ডাকাতি হয়ে যাওয়ায় খনিগুলোতে কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ফ্রেইট আর স্টেজ লাইনগুলো হুমকি দিচ্ছে সঙ্গে ক্যাভালরি এসকর্ট না দিলে চলাচল বন্ধ করে দেবে। এপোসিটোর ওদিকে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। পথে বসেছে সাত-আটটা ব্যাঙ্ক।'

ঠোঁট গোল করে শিস দিল জনসন। 'শুনে তো মনে হচ্ছে কঠিন লোক। আরও কিছু জানা থাকলে বলো।'

'অ্যাপাচিটোর গায়ে অ্যাপাচিদের রক্ত আছে; কোমাঞ্চিদেরও। ফলাফল হয়েছে ভয়ানক। লোকটার সখ শুনলে চমকে উঠবে। মানুষকে কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে মারতে ভালবাসে সে। আজ পর্যন্ত

চারজন বাউন্টি হান্টার তাকে মারতে গিয়ে মরেছে। লাশের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল কাউন্টির খরচে কবর দেয়া হয়েছে।' রে জনসনের ওপর নজর বোলাল শেরিফ। চোখের দৃষ্টি সইতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, 'তুমি পাঁচ নম্বর হতে চাইলে একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি, অ্যাপাচিটোর হাতে মরেছ জানলে সাত ডলার দামের ভাল একটা কফিনে তোমাকে কবর দেয়া হবে।'

'এখন লোকটা কোথায় আস্তানা গেড়েছে জানা আছে তোমার?'

'সিয়েরা মাহোরার কাছে মিসফরচুন মাউন্টিন। যতদূর জানি সেখানেই। কয়েকবার ধাওয়া করা হয়েছে ওকে, কেউ খুঁজে পায়নি ওর হাইড আউট। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যদি ওকে খুঁজে পাও, হয় করুণ মৃত্যু ঘটবে, নাহলে বড়লোক হয়ে যাবে। কি, সাহস আছে চেষ্টা করে দেখার?'

'বড়লোক হতে কে না চায়।' হাসল জনসন। 'আর মৃত্যু ? যে মরেছে তার জন্যে সবসময় করুণই হয়।'

রাজ্য জুড়ে যে অরাজকতা চলছে তাতে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। আইনরক্ষকদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বসতি। খনি থেকে বিভিন্ন 'ওর' তোলা হচ্ছে। নতুন নতুন ফ্রেইট আর স্টেজ লাইন চালু হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন খুলছে একটা করে নতুন ব্যাঙ্ক। বেড়ে যাচ্ছে টাকার প্রচলন। সেই সঙ্গে বাড়ছে আউট-লদের সংখ্যা। জীবনের নিরাপত্তা নেই, গোটা রাজ্য জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে মহা বিশৃঙ্খলা। সুস্থ জীবনযাপনের পক্ষে অসম্ভব একটা পরিস্থিতি। সেকারণেই পশ্চিমকে রাহুমুক্ত করতে কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত করেছেন স্বয়ং গভর্নর। ও তাদেরই একজন। বাউন্টি হান্টিং ওর উদ্দেশ্য নয়। দুর্বিনীত আউট-লদের পারলে জীবিত ধরে আনা, নাহলে মৃত নিয়ে আসাই বিশেষ দলটির

কর্তব্য। বাউন্টি মানি জমা হয় ট্রেজারিতে।

কাগজ-পত্রের জটিলতা সেরে তিন হাজার ডলার সংগ্রহ করতে ওর পাঁচ মিনিট লাগল। ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলল রে.জনসন। টেক্সাসের একটা ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করে দিল টাকাটা।

বাইরে ট্রামপেট বাজছে। সেই সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে একটা ড্রাম। ধুলো ভরা রাস্তায় ওয়্যাগনের ঘড়-ঘড় শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে পাম্প অর্গানের ফ্যাসফেঁসে সুর। বাড়িঘরের দরজা খুলে যাচ্ছে। বোর্ডওয়াকে এরইমধ্যে লোক জমে গেছে।

শেরিফের পাশে এসে দাঁড়াল জনসন।

ক্যানভাস ঢাকা তিনটে ওয়্যাগন আসছে বড় রাস্তা ধরে। ওয়্যাগনগুলোর গায়ে লাল-সোনালী হরফে লেখা 'ড্যানডি ডারউইনের বিশ্ববিখ্যাত সার্কাস'। প্রথম দুটো ওয়্যাগন-বেডের নিচে বেঁধে রাখা হয়েছে দুটো বাথটাব। তৃতীয় ওয়্যাগনে লোহার খাঁচায় ঝিমাচ্ছে একটা স্বাপদ। ছেলেপুলে ওদিকে দৌড়ে যেতেই গুরুগম্ভীর স্বরে ধমক দিল একজন। 'অ্যাই, কাছে এলে কিন্তু এক কামড়ে খেয়ে ফেলবে! এটা হচ্ছে আফ্রিকার সিংহ। তাবৎ সিংহদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর! এলমার ওর নাম। যদি চায় তো খাঁচার শিক ম্যাচের কাঠির মতো ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে ও। এক লহমায় গিলে ফেলতে পারে তোমাদের যে কাউকে।'

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল বাচ্চা ছেলের দল।

সেলুনের সামনে ওয়্যাগনগুলো থামতেই ব্রেকগুলো আটকে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল চটকদার পোশাক পরা হালকা পাতলা একজন লোক। উৎসাহ আর লাফঝাঁপ দেখে বোঝা যায় এই লোকই সার্কাস মালিক ড্যান্ডি ডারউইন। হাতে একগোছা টিকেট। সমানে মুখ চলছে তার। উৎসুক ক্রেতাদের হাতে

বিলাচ্ছে টিকেট। পেশাদার হকারের মতো বলে চলেছে, 'সার্কাস! সার্কাস! হরেক রকম আজব খেলা! দেখতে চাও তো চলে আসো! আজই আসো। আজকের জন্যে বিশেষ ছাড়। প্রতি টিকেট পাঁচ ডলার।

শেরিফের বুকে ব্যাজ দেখে তার সামনে থামল লোকটা। টিকেটের বদলে দুটো পাস বাড়িয়ে দিল। 'তোমার আর তোমার ডেপুটির জন্যে। ফ্রী। কোন পয়সা লাগবে না।' আড়চোখে দেখল ওয়্যাগনের সীটে বসে প্রসংশার দৃষ্টিতে রে জনসনকে দেখছে তার মেয়ে।

'এ আমার ডেপুটি না। সাধারণ এক বাউন্টি হান্টার।' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল জেসি অ্যাডামস।

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাস গছিয়ে দিল ডারউইন শেরিফের হাতে। বাকি টিকেট আর পাস চলে গেল পকেটে। লজ্জিত একটা বানোয়াট হাসি ফুটল মুখে। ডেপুটি ভেবে বসা জনসনকে বলল, 'এহ্‌হে, আজকের পাস শেষ হয়ে গেছে! কালকে তোমাকে দেব একটা।'

হাসল রে জনসন। 'লাগবে না, আমি পয়সা দিয়ে টিকেটই কিনব যদি দেখার সখ হয়।'

অপমানটুকু গায়ে মাখল না, এবার শেরিফের দিকে মনোযোগ দিল ডারউইন। 'তোমাকে দেখেই বুঝেছি সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন উচ্চপদস্থ অফিসার তুমি। যদি সার্কাস দেখতে আসো অত্যন্ত খুশি হব আমরা। আমরা মানে আমি আর আমার বউ। বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকবে তোমার জন্যে। বউ যদি থাকে তাকেও নিয়ে এসো।'

এমন সম্মান বাপের জন্মেও পায়নি শেরিফ। কৃতার্থ হয়ে গেল। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল, 'তোমার অনেক দয়া আমাকে ডেকেছ। ঠিক আছে আসব। এশহরে সার্কাস এলে নদীর

পাড়ে তাঁবু ফেলে। ওখানে তোমাকে খেলা দেখানোর অনুমতি দিলাম। এতোদিনে বুঝি নতুন কিছু দেখা যাবে। আগে যারা শহরে এসেছে তারা দুটো ওয়্যাগন নিয়ে আসত। তুমিই প্রথম যে তিনটে ওয়্যাগন নিয়ে এসেছ।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে ওয়্যাগনগুলোকে নদীর ধারে সমতলের দিকে যেতে দেখল জনসন আর শেরিফ। লোকজনের ভীড় কমতেই একটা সিগার জ্বালল জনসন। অফিসে ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ।

'যাই, এখানে দাঁড়িয়ে ওসব দেখলে চলবে না। অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে অফিসে।'

শেরিফ চলে যেতেই হিচর‍্যাক থেকে ঘোড়াটা নিয়ে নদীর দিকে এগোল জনসন। ঢালের মাথায় উঠে সামনে তাকাল। মহা ব্যস্ত হয়ে সার্কাস দেখানোর আয়োজন করছে ডারউইন আর তার সহকারী। ডারউইনের স্ত্রী আর মেয়ে মালপত্র তুলে দিচ্ছে ওদের হাতে। কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। এইসব ওয়্যাগন শোর কথা আগেও শুনেছে ও, ব্যস্ততার কারণে সময় করে দেখতে যেতে পারেনি কখনো। এবার সুযোগটা ছাড়বে না ঠিক করল। আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মাথায়। কুখ্যাত আউট-লরা হয়তো সার্কাস দেখতে ভীড় জমাবে।

দুই

শহরের কেউ বাদ গেল না, আশি বছরের বুড়ো থেকে তিন বছরের শিশু–সবাই এলো সার্কাস দেখতে। বড় কোন তাঁবু বা স্টেজ নেই। সাদামাঠা আয়োজন। তবু সার্কাস বলে কথা! দর্শকদের সারিতে একটা কাঠের চেয়ার। মেয়র শহরে নেই তাই আসরের মধ্যমণি হয়ে ঘাড় সোজা করে বসে আছে শেরিফ। তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা হাত-পা ছড়িয়ে বসে, অপেক্ষার পালা গুনছে সবাই।

একধারে জঙ্গল। তিনটে ওয়্যাগন পরপর রেখে একটা অর্ধবৃত্ত দেয়াল তৈরি করেছে ডারউইন। তার এপারে দর্শকদের উদ্দেশে দেখানো হবে সার্কাস। টাঙানো হয়েছে ছোট একটা ড্রেসিং তাঁবু। তার ছায়ায় বসে ঝিমুচ্ছে খাঁচা-বন্দী সিংহ। পাশেই ট্রাপিজের খেলা দেখানোর উঁচু পোল। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একটা স্টেজ খাড়া করা হয়েছে। স্টেজের ওপর অর্গান, ব্যাস ড্রাম,আর লম্বা একটা চোঙা। ওটা মুখে লাগিয়ে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলবে ডারউইন। স্টেজটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, তাই রং ওঠা বেগুণী চাদরে ঢাকা একটা টেবিল ফেলা হয়েছে। স্টেজের পাশে ঘাড় নিচু করে ভাবুক দৃষ্টিতে মাটি দেখছে স্যাডলহীন একটা সাদা ঘোড়া।

সিল্কের কোট-প্যান্ট পরে দর্শকদের সামনে ঘোরাঘুরি করছে ড্যান্ডি ডারউইন। টিকেটের বদলে অর্থ সংগ্রহ করছে। একধারে ঘোড়া থামিয়ে দেখছে রে জনসন। তার সামনে চলে এলো

লোকটা। অভ্যেস বশে বাড়িয়ে দিল একটা টিকেট। চেহারার দিকে না তাকিয়ে বলে চলল, 'আমাদের সার্কাসে স্বাগতম! মাত্র পাঁচ ডলার। ভাল না লাগলে টাকা ফেরত।' পয়সা নিতে চোখ তুলে চমকে গেল সে। 'আরে তুমি! আমি ভাবতেই পারিনি তুমি সার্কাস দেখতে আসবে।'

'টিকেটের দাম জানলে আসতাম না।' বিরর্স চেহারায় পাঁচ ডলার বাড়িয়ে দিল রে জনসন। 'দেখো, দু'একটা ভাল খেলা যেন থাকে।'

'কয়েনটা আসল তো?' দাঁতে কামড়ে দেখল ডারউইন। সন্তুষ্ট হয়ে কোটের পকেটে রেখে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে দেখে বোকা লোক মনে হয় না। খেলা শেষ হোক, তারপর দশগুন জিতে নেবার একটা সুযোগ দেব তোমাকে।'

'বেশ, সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম আমি।'

ঘুরতে গিয়েও আবার ফিরে তাকাল ডারউইন। 'তোমার কাছে ম্যাচ আছে?'

'আছে।' ম্যাচ বের করে একটা কাঠি জ্বালল জনসন। আগুনটা বাড়িয়ে দিল সার্কাস মালিকের দিকে।

দু'হাত গোল করে মুখ সামনে এনে সিগারে আগুন ধরিয়ে জনসনের চোখে তাকাল ড্যান্ডি। দু'চোখে খেলা করছে কৌতুক। বলল,'সিগারের জন্যে ধন্যবাদ, বন্ধু। একটু কড়া, তবে জিনিসটা ভাল।' এবার তার হাতে দেখা গেল রূপালী একটা তারা। হাসল ডারউইন। 'মনে করে শেরিফকে ফেরত দিতে হবে। আজকাল কি যে হয়েছে, হাতটা খালি চুলবুল করে।'

অজান্তেই হোলস্টারের কাছে হাত চলে গেল জনসনের। ছুঁয়ে দেখল অস্ত্র আর গানবেল্ট এখনও আছে, মেরে দেয়নি লোকটা। ঠিক করল সতর্ক নজর রাখতে হবে ব্যাটার ওপর। এত পাকা পকেটমার আগে কখনও দেখেনি ও, লোকটা নিজে না বললে

বুঝতই না ও কি ঘটেছে। এর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে সর্বক্ষণ সজাগ থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ড্যান্ডি ডারউইন চলে যাবার পর ভীড়ের ওপর নজর বোলাল রে জনসন। ওর চোখ আটকে গেল সবার পেছনে দাঁড়ানো ফ্রক কোট পরা একজন লম্বা লোকের ওপর। লোকটার চোয়ালের হাড় উঁচু। থুতনিটা সামনে বাড়ানো। আগে কখনও একে দেখেছে বলে ওর মনে পড়ল না। কি যেন আছে লোকটার চেহারায়, সাধারণ থেকে আলাদা করা যায় প্রথম পলকেই। কোন ওয়ান্টেড পোস্টারে দেখেছে চেহারাটা? না, তা নয়। ভ্রূ কুঁচকে গেল জনসনের।

ওই লোকটাও ভীড়ের ওপর নজর বোলাচ্ছে। আগ্রহের মাত্রাটা স্বাভাবিকের চেয়ে যেন বেশি। দুজনের চোখ এক হতেই আগন্তুকের চোখের তারা একটু বড় হলো, যদিও দৃষ্টিতে পরিচয়ের কোন ছাপ ফুটল না।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করায় শক্ত হয়ে গেল জনসনের পেশি। অনাগত বিপদের আভাস পাচ্ছে ও। লোকটা ওকে ছোবল দিতে উদ্যত র‍্যাটল স্নেকের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। অস্ত্রের বাঁট ছুঁয়ে থাকল ওর তর্জনী। প্রয়োজনে মোম মাখানো চামড়ার মোলায়েম খাপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে সিক্সগান। সাধারণ লোক যারা ওকে চেনে তাদের বেশির ভাগই বাউন্টিহান্টার হিসেবেই ওকে চেনে, কাজেই অসতর্ক হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

স্টেজের ওপরে মেগাফোন মুখে তুলে দলের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ডারউইন। চুড়ো করে বাঁধা সোনালী চুল মহিলাটি তার বউ। একই চেহারার পাতলাসাতলা সংস্করণটি তার মেয়ে।

বোকা বোকা চেহারার বিরাটকায় ট্রামপেট প্লেয়ারটির নাম হাঙ্ক ট্রেইসি। অদ্ভুত মিষ্টি একটা সুর বাজাচ্ছে সে।

স্টেজের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রঙবেরঙের পোশাক পরা, মুখে সাদা পাউডার মাখা লোলো– সার্কাসের ক্লাউন।

ডারউইনের ভাষ্য অনুযায়ী সিংহটি আফ্রিকার ত্রাস, নাম ভয়ানক এলমার। যে ঘোড়ীটির নাম কিনা ইচ্ছে করলেই রাখতে পারত বিউটি কুইন সেই দুধ সাদা ঘোড়াটিকে ডাকা হচ্ছে মিল্কি।

সার্কাসের বাজনা বেজে উঠতেই এলমারের লেজ ধরে টানাটানি শুরু করল ক্লাউন। থেকে থেকে দৌড়ে গিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে মিল্কির স্যাডলে। আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে বারবার। তেমন ভাল অভিনয় নয়, তবু পশ্চিমের লোক এটুকু মজাও কোথাও পায় না, কাজেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। খেলা দেখার ফাঁকে দর্শকদের ওপর চোখ বোলাল রে জনসন। এত লোকের ভীড়ে গোলমাল বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবু সিক্সগানের বাঁট ছুঁয়ে থাকল ওর আঙুল।

বাজনা থেমে গেছে। চাবুক চালানোয় মায়রা দুনিয়ার সেরা, বউকে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করিয়ে দিল ড্যান্ডি। মহিলা এখন মহাব্যস্ত। বিশফুট লম্বা চাবুকটা জীবন ফিরে পেয়েছে। বাতাসে ফুটছে ফটাফট। লিমা ডারউইনের অর্গানের সঙ্গে চাবুকটাও তাল দিয়ে চলেছে নিখুঁত ভাবে। মুগ্ধ হয়ে গেল জনসন। নিবিষ্ট হয়ে শুনল। প্রায় ভুলেই গেল লম্বা আগন্তুকের কথা। সংবিৎ ফিরে পেল বাজনা থেমে যাবার পর। দেখল লাফ-ঝাঁপরত বাচ্চা আর গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকা লোকজনের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

এদিকে চলছে খেলা। ঠোঁটে সিগার, কোমরে সিক্সগান আর দুহাতে চারকোনা একটুকরো কাগজ নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান্ডি ডারউইন। পরপর কয়েকটা আঘাতে কাগজটা ফালি ফালি হয়ে গেল। তারপর চাবুকটা হিসিয়ে উঠতেই লোকটার মুখ থেকে উড়ে গেল জনসনের কাছ থেকে মেরে দেয়া সিগার। এরপরের আঘাতে খাপমুক্ত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অস্ত্র। এবার বেল্টের বাকলের কাছে এসে চাবুকের ডগাটা ঘুরে যেতেই

পড়িমরি করে দৌড় দিল ড্যান্ডি ডারউইন। আজকের আন্ডারপ্যান্টটা বেশি রঙচঙা; দর্শকদের সামনে ক্লাউন সাজার কোন ইচ্ছে নেই তার। কাঠের গুঁড়ির তৈরি স্টেজের ফাঁকে আটকে রাখা হয়েছে ছয়টা ম্যাচের কাঠি। খেলা শেষের আগে শেষ চমক হিসেবে ছয়বার চাবুক মেরে কাঠিগুলো জ্বেলে দিল ড্যান্ডির বউ।

ঘোড়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগোল রে জনসন। পথের ওপর দুই ছোকরা এক মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করছে; তাদের পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়ল। ফ্রক কোটের বোতাম খুলে ফেলেছে আগন্তুক। হাত চলে গেছে কোটের ভেতরে। ভঙ্গি দেখে বুঝে ফেলল জনসন যে ক্রস বেলি ড্র করবে লোকটা। এবার ওর মনের আবছা সন্দেহটা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হলো। এলোক সেই ক্রিস্টোফার সার্ডিন! দক্ষিণ-পশ্চিমের কুখ্যাত বাউন্টি হান্টার।

একেও স্পেশাল স্কোয়াডে রাখতে চেয়েছিলেন গভর্নর। পরে ভেবে চিন্তে বাদ দিয়েছেন। অন্তত ও তাই জানে। অবশ্য ধারণাটা কতখানি ঠিক তা ও জানে না। একজন এজেন্ট আরেকজনের পরিচয় জানে না। তবে এর নাকি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের পকেট ভারী করা। পুরস্কারের অর্থ পঞ্চাশ হোক বা পাঁচ হাজার ডলার, সমান মনোযোগে কর্তব্য পালন করে সে। টাকার বিনিময়ে অস্ত্র ভাড়া খাটায়। শোনা যায় মুহূর্তে দল পাল্টে ফেলে বেশি অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখলে। বিবেকহীন পাষণ্ড বলে পরিচিত সে। একমাত্র দুর্বলতা টাকা। শোনা যায় টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কাজ নেই। ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে কেন লোকটা? প্রতিযোগী কমাতে চায়? সার্ডিন জানে না যে রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছে ও। লোকটার ধারণায় ও নিজেও একজন সাধারণ খুনী– অর্থের লোভে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। ক্রিস্টোফার সার্ডিন চাইছে শত্রু কমুক।

লোকজন সন্ধেয় আগুনের পাশে বসে ক্রিস্টোফার সার্ডিনের

গল্প করে। কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে লোকটাকে ঘিরে। কোমরে দশ ইঞ্চি ব্যারেলের একটা সিক্সগান ঝোলায় সে। ব্যবহার করে নিজ হাতে তৈরি রাইফেল আর বন্দুক। অব্যর্থ নিশানা। কখনও তার গুলি ফস্কেছে বলে জানা যায়নি। আজ পর্যন্ত তার মুখোমুখি হয়ে জানে বাঁচেনি কেউ। রে জনসন বেশির ভাগ গল্পই শুনেছে। অতিরঞ্জিত মনে করে বাদ দিয়েছে বেশির ভাগ। যেটুকু বিশ্বাস করেছে তা-ও একজনকে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে আত্মবিশ্বাস আছে জনসনের, জানে পশ্চিমের অন্যান্য ফাস্টগানের তুলনায় ধীর নয় ও।

দুজন ওরা আগে কখনও মুখোমুখি হয়নি, তবে প্রতিজ্ঞা করেছে সামনাসামনি হলে একজন আরেকজনকে খুন করবে। পিছিয়ে যাওয়ার লোক নয় রে জনসন। ওকে ঠকিয়ে বেশ কয়েকবার বাউন্টি মানি চুরি করেছে লোকটা। প্রতিবারই লোকটার সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। স্পষ্ট মনে আছে ওর কবে শুরু হয়েছিল শত্রুতা।

আজই বোঝা যাবে কে বেশি দ্রুত।

তিন

খুন, ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর স্টেজ লুটের অভিযোগে আউট-ল বুলি হ্যামন্ডকে খোঁজা হচ্ছে। তার মাথার ওপর দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। গত একমাস ধৈর্য ধরে লোকটাকে ট্র্যাক করেছে রে জনসন। প্রতিদিন দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। আর বেশি সামনে

নেই লোকটা। আজ বা কাল দেখা হয়ে যাবে। আগামী দুদিনের মধ্যেই টেক্সাসের ব্যাঙ্কে বাউন্টি মানি জমা করতে পারবে বলে আশা করছে ও।

খাড়া একটা টিলার ওপর থেকে চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে নিচের দিকে তাকাল রে জনসন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। চমৎকার আস্তানা বেছেছে। টিলার গোড়ায়, বড় বড় বোল্ডারের পেছনে একটা গুহা। রাইফেলটা পাথরে ঠেস দিয়ে আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। পিস্তলটা রেখেছে ডানহাতের কাছে। দরকার হলে মুহূর্তের মধ্যে আত্মরক্ষা করবে। শুকনো কাঠ। ধোঁয়া নেই বললেই চলে। যেটুকু যা আছে উপরে ওঠার আগেই পাহাড়ী বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমতল থেকে লোকটাকে দেখা যাবে না। গুহামুখের ওপরে চাতালের মতো সামনে বেড়ে আছে একটা চ্যাপ্টা পাথর। বোঝা যাচ্ছে গত কয়েক বছর কেন তাকে ধাওয়া করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খচখচ করছে জনসনের মনের ভেতরটা। হ্যামন্ডকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছুতেই পুরোপুরি সন্তুষ্টি আসছে না। গত দু'সপ্তাহ হলো টের পাচ্ছে ও কেউ ওকে অনুসরণ করছে। জঘন্য একটা অনুভূতি। লোকটাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওর। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে মনে হয়েছে কাঁচা ট্র্যাকার, অথচ ও ভাল করেই জানে যে ও তা নয়। দুবার লোকটাকে ও দূর থেকে দেখতে পেয়েছে। তবে দূরত্ব এতই বেশি ছিল যে চিনতে পারেনি। অচেনা অনুসরণকারী দুবারই আবছা একটা আকৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছে। কয়েকবার ব্যাকট্র্যাক করেছে ও। নাল পরানো ঘোড়ার অসংখ্য ট্র্যাক দেখেছে, তবে অগোছাল চিহ্ন দেখে অনুসরণ করতে পারেনি।

এক সকালে লোকটার ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়েছিল ও। মাটিতে ছিল তাজা ক্ষুর-চিহ্ন। আগুনটা নেভেনি তখনও। একটু

আগে ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে লোকটা। অদ্ভুত গা শিরশিরে একটা অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরেছিল। বুঝতে পারছিল কাছাকাছি কোথাও থেকে ওকে দেখছে লোকটা। ওর ব্যর্থতায় হাসছে টিটকারির হাসি।

কয়েকদিন পর অনুভূতিটা সয়ে গেছে। ক্ষতি যখন হচ্ছে না, মেনে নিয়েছে। ঠিক করেছে হ্যামন্ডের গতি করে তারপর জানতে চেষ্টা করবে কে ওর পেছনে লেগেছে।

রিজের উল্টোপাশটা সময় নিয়ে পরীক্ষা করল জনসন। ওর ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে, এছাড়া প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই। শিরশির করছে ওর পিঠের কাছটা। কাছেই কোথাও আছে ওই লোক। নজর রাখছে ওর ওপর। কে হতে পারে লোকটা? আবার আউট-লর দিকে মনোযোগ ফেরাল জনসন। বসে আছে লোকটা। এখন শুধু ঘোড়াটা সংগ্রহ করে নিচে পৌঁছনো। তারপর সম্ভব হলে লোকটাকে জীবিত অবস্থায় ধরে শহরে নিয়ে যাওয়া।

ধীরেসুস্থে টিলা থেকে নেমে চড়াই বেয়ে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল জনসন। থমকে গেল স্যাডলে উঠতে গিয়ে। সিঞ্চ স্ট্র্যাপের নিচে ভাঁজ করা একটা কাগজ। কাগজটা খুলল জনসন। ভেতরে একটা দশ ডলারের নোট। কাগজে কিছু লেখা নেই, তবে বক্তব্যটা সুস্পষ্ট। লেখা আছে ব্যাঙ্ক নোটের সাদা অংশে। 'বুলিকে আমার হয়ে খুঁজে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে কাউকে যদি পাও, জেনো ধারেকাছেই আছি আমি, তোমার সঙ্গে পুরস্কারের টাকা ভাগাভাগি করার জন্যে। তোমার প্রাপ্যটা দিয়ে গেলাম—ক্রিস্টোফার সার্ডিন।' রহস্যময় আগন্তুক ঠাট্টা করেছে। টাকাটা উপহাস। এই কদিনের পরিশ্রমের সম্মানী। হতভম্ব জনসন সংবিৎ ফিরে পাবার আগেই নিচে গুলির শব্দ হলো।

তাড়াহুড়ো করে টিলা থেকে নেমে এলো জনসন। মুখ কালো হয়ে গেল। আগুনের ওপর ঝলসাচ্ছে মাংস। একটু পুড়ে যাওয়ায়

পোড়া পোড়া গন্ধ ছাড়ছে। কফিপটে বলকাচ্ছে কফি। পাথরে লেগে আছে একথোকা রক্ত। গায়েব হয়ে গেছে আউট-ল। ক্রিস্টোফার সার্ডিন বাজি মেরে নিয়ে চলে গেছে।

পরবর্তী তিন মাসে আরও দুবার ওকে ঠকিয়ে পাঁচ হাজার ডলার মেরে দিয়েছে লোকটা। দুবারই সাদা কাগজ আর দশ ডলার করে উপহার পেয়েছে জনসন। টাকা ও নিজে ভোগ করত না, কাজেই রাগটা বঞ্চিত হয়েছে বলে নয়; রাগটা হয়েছে ঠকে যাওয়ায়। ও নিজে সার্ডিনকে ঠকাতে পেরেছে মাত্র একবার। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় নিজেকে অযোগ্য মনে হয়েছে ওর। বুঝে গেছে লোকটা শো ডাউনে ওকে বাধ্য করার জন্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রাগিয়ে তুলছে। চাইছে ও নিজে তাকে খুঁজে নিয়ে মুখোমুখি হোক। চায় বাউন্টি হান্টারের জগতে একচ্ছত্র সম্রাট হতে। লড়তে আপত্তি নেই জনসনের, সে-ও তাই চায়। কিন্তু ভাগ্য ওদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে গররাজি।

দুজনই ওরা দুজনের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছে। জেনেছে পরস্পরের স্বভাব। ভয়ঙ্করত্বের দিক থেকে সার্ডিনকে পশ্চিমে বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও জনসন জানে একেবারে ফেলনা নয় ও, গানফাইটে যদি হেরেও যায় স্বর্গ বা নরক যেখানেই ঠাঁই হোক না কেন একা যাবে না ও। সেজন্যেই বলেছে একজন ডেপুটিকে, 'সার্ডিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় একটা কথা আমার হয়ে বলে দিয়ো, যেদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে সেদিন ওর লাশ নিজ হাতে কবরে পুঁতব আমি।'

জবাবে হেসেছে ডেপুটি, চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, 'মজার কথা কি জানো, এই একই কথা বলে গেছে সার্ডিন মাত্র সপ্তাহ খানেক হলো।'

এখন এই মুহূর্তে যখন সার্কাস হচ্ছে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে ওরা পনেরো ফুট দূরেও নয়।

দুজনেরই হাত অস্ত্রের বাঁটের ওপর। মাঝখানে হেঁটেফিরে বেড়াচ্ছে শিশুর দল।

চার

নতুন খেলা শুরু হয়েছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচটা প্লেট শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে ডারউইন। জাগলিঙের দক্ষতা দেখাচ্ছে। হাসছে নিজেরই দক্ষতায়। চার নম্বর প্লেটটা সবে ছুঁড়েছে এমন সময় তার মনোযোগ সরে গেল অন্যদিকে। পাঁচ নম্বর প্লেট আর ধরা হলো না, স্টেজে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল সেটা। সেদিকে খেয়াল নেই তার, তাকিয়ে আছে সামনে। সম্মান হারা জাগলারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দর্শকরাও তাকাল। দক্ষিণের নিচু রিজের ওপর উঠে এসেছে পাঁচজন অশ্বারোহী।

রিজের ওপরই থেমে দাঁড়াল তারা। তাকিয়ে আছে সার্কাসের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে একটা হুইস্কির বোতল। কাঁচের গায়ে ঝিলিক মারছে সূর্যের আলো। কেন যেন সবার কাছেই অশুভ ঠেকল ওদের উপস্থিতি।

হঠাৎ করেই অশ্বারোহীদের মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল গোটা দলটা। চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। হ্যাট দিয়ে ঘোড়ার পেটে বাড়ি দিয়ে গতি বাড়াচ্ছে আরও। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সার্কাস দেখতে আসা নারী পুরুষ। পরক্ষণেই লোকগুলোকে পথ করে দিতে হুলস্থুল পড়ে গেল তাদের মাঝে। অথর্বের মতো চেয়ারে বসে থাকল শেরিফ। নাকের

সামনে আঙুল নাচিয়ে নিজের গোঁফকে বলল, 'খবরদার, থামো তোমরা! আইনের শপথ, ঘোড়ার তলায় পড়ে কেউ আহত হলে জেলে পুরব আমি সবকটাকে!'

লোকগুলো সমান গতিতে ছুটে আসছে দেখে আর অপেক্ষা করল না শেরিফ। বিরাট এক লাফে সরে গেল অশ্বারোহীদের যাত্রাপথ থেকে। চেয়ারটা গড়িয়ে পড়ল তার পায়ে। ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো গালাগালির তুফান। দর্শকরা আগেই সরে জায়গা করে দিয়েছে আগুয়ান লোকগুলোকে। একেবারে সার্কাসের তাঁবুর সামনে এসে রাশ টেনে আচমকা ঘোড়া থামাল লোকগুলো। ছোট ছোট পাথরের টুকরো আর ধুলো উড়ে গিয়ে পড়ল পলায়নরত দর্শকদের গায়ে। ঘোড়া থেকে নেমে টলমল পায়ে স্টেজের দিকে চলল অনাকাঙ্খিত আগন্তুকরা। হাতে হাতে ঘুরছে আধখালি হুইস্কির বোতল।

একই জায়গায় পাথরের মতো অনড় দাঁড়িয়ে লোকগুলোর ওপর চোখ বোলাল জনসন। কাউহ্যান্ড নয়, গানহ্যান্ড এরা; বোঝা যাচ্ছে অস্ত্র ঝোলানোর কায়দা দেখে। পেটে মদ পড়তেই একেকজন নিজেদের মস্ত বড় পিস্তলবাজ মনে করছে। মুখিয়ে আছে লড়াইয়ের আশায়।

'অ্যাই পালাবার চেষ্টা করবে না কেউ!' চড়া গলায় ধমক দিল একজন। 'পালাতে চাইলে পিঠে গুলি করব।'

ওদের সবার সামনে চৌকো চেহারার এক লোক। চোখে কালো কাপড়ের একটা পট্টি পরে আছে সে। শার্টের দুটো বোতাম খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। চট করে মনে পড়ে গেল জনসনের, ওয়ান্টেড পোস্টারে ছবি দেখেছে ও লোকটার– কানা এলভিস। বাউন্টি মানি দু' হাজার ডলার। তার পেছনে দাঁড়ানো লোকটার নাম প্যানহ্যান্ডেল। জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে পাঁচশো ডলার। বাকিরা এখনও অপরাধ জগতে

পোক্ত হয়ে ওঠেনি, ফলে কারও নামে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি।

সার্ডিনের দিকে তাকাল জনসন। এলভিস আর প্যানহ্যান্ডেলের দিকে চেয়ে আছে লোকটা। সন্দেহ নেই বাউন্টি মানির জন্যে আজকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওদের। কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না এটা নিশ্চিত।

এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে শেরিফ। গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দু'হাত তুলে সবাইকে শান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাল সে। আউট-লদের নেতার উদ্দেশে বলল, 'দেখো, আমি এই শহরে খুনোখুনি বরদাস্ত করব না। লড়তে হলে অন্য কোথাও গিয়ে করো যা খুশি। এখানে ওসব চলবে না।'

শীতল চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে শেরিফকে দেখল এলভিস। 'তুমি বললেই তো চলবে না, চাঁদ! খুনোখুনি হবে কিনা সেটা আমরা বুঝব। মারা পড়ার প্রথম সুযোগটা তোমার কপালেই জুটবে, যদি মুখটা বন্ধ না করো। আমরা সার্কাস দেখতে এসেছি সার্কাস দেখে চলে যাব। যদি মনমতো না হয়, তাহলে তোমাকে ঝুলিয়ে দিয়ে আনন্দ করে যাব।'

পাঁচটা টিকেট! পঁচিশ ডলার! টিকেট বেচার চিন্তাটা অতি কষ্টে দমিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ল ডারউইন। বিরাট একটা দুর্বলতা আছে তার টাকার প্রতি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হলো নিজের জীবন। এমুহূর্তে সেটাই রক্ষার চেষ্টা করছে সে। স্টেজে উঠে মুখে চোঙা তুলে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাল ড্যান্ডি।

শেষ চেষ্টা করল শেরিফ। 'দেখো তোমরা কিন্তু আইন ভাঙছ। এর ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি কিন্তু।'

সিক্সগানে চাপড় মারল এলভিস। খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল। 'ভুল ভাবছ, শেরিফ, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে পিস্তল আছে, ততোক্ষণ আমাদের খুশি মতো চলতে হবে সবাইকে। একটু

বেচাল দেখলে নরকে পাঠিয়ে দেব। ভাল কথা, তোমার গানবেল্ট আর অস্ত্র জমা দাও, ভদ্র হয়ে চললে যাবার আগে তোমাকে ওটা ফেরত দিয়ে যাব।'

অলস হলেও কাপুরুষ নয় শেরিফ। ভীড়ের মধ্যে গোলাগুলি হলে সাধারণ মানুষ আহত হবে। সবদিক চিন্তা করে গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দিল সে। সামনে বেড়ে শেরিফের প্যান্টের ফাঁকে আঙুল গুঁজে টান দিল এলভিস। পটাপট ছিঁড়ে গেল বোতাম। কপাল ভাল শেরিফের, প্যান্ট খুলে গোড়ালির কাছে চলে আসার আগেই খামচে ধরে ফেলল, আঁকড়ে ধরে থাকল কোমরের কাছে।

প্যানহ্যান্ডেল বলল, 'এই এতক্ষণে একটা কাজ পেয়েছ শেরিফ।'

শেরিফকে আবার বসানো হলো চেয়ারে। থম মেরে অপমানিত চেহারায় বসে থাকল সে। আবার শুরু হলো সার্কাস। বোতলে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ভীড়ের ওপর লাল লাল শিরা উপশিরা ওঠা চোখটা বোলাল এলভিস। একবারের জন্যেও পিস্তলের কাছ থেকে হাত সরল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিল তার সঙ্গীরা।

স্টেজের সামনে স্যাডল ছাড়া ঘোড়াটায় চড়ে ঝুঁকি পূর্ণ খেলা দেখাচ্ছে ক্লাউন, বোবো। খেলা দেখানো শেষে ঘোড়া বেঁধে ড্রেসিং তাঁবুর ভেতরে চলে গেল সে। সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই এবার বেরিয়ে এলো মায়রা। তাকে দেখা মাত্রই অশ্লীল ইঙ্গিত আর কুৎসিত কথার তোড় ছোটাল আউট-লরা। বিপদের আশঙ্কা টের পেয়ে লোকগুলোর দিকে চেপে আসতে লাগল জনসন। খেয়াল করে দেখল সার্ডিনও একই কাজ করছে। আড়াআড়ি ভাবে একটু পেছনে সুবিধেজনক অবস্থানে আছে সার্ডিন। ও যখন আউট-লদের মোকাবিলা করবে তখন পেছন থেকে লোকটা ওকে

গুলি করতে পারে। শিরশির করে উঠল জনসনের পিঠের কাছটা।

দর্শকরা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল মায়রার ট্রাপিজের অবিশ্বাস্য দক্ষতা দেখে। দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে, দৌড়ুচ্ছে, কখনও কখনও ডিগবাজি দিচ্ছে সাবলীল ভাবে। ছন্দে একটু ভুল নেই, নেচে বেড়াচ্ছে দড়ির ওপর। তারপর হঠাৎ করেই পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে দুলে উঠল তার শরীর। এবার বিশ ফুট উঁচু থেকে দড়াম করে পড়বে মায়রা। মহিলা আর বাচ্চারা মর্মান্তিক দৃশ্যটা দেখতে চায় না বলে চোখ বন্ধ করল।

পিঠের সঙ্গে প্রায় অদৃশ্য একটা তার আটকানো আছে মায়রার। ফলে ডানা মেলে দেয়া চিলের মতো ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলো সে নিচে। প্রবল করতালির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানানো হলো। আউট-লরাও বাদ গেল না। তাদের লোভাতুর ঘৃণ্য দৃষ্টি ঘুরে এলো মায়রার শরীরের ওপর।

ভীড়ের সামনে এসে দাঁড়াল জনসন। ওর আর সার্ডিনের মাঝে লোকজনের একটা দেয়াল তৈরি হলো। এবার সে নিশ্চিন্তে মনোযোগ দিল আউট-লদের দিকে। ঝামেলার বিন্দু মাত্র আভাস পেলেই হাতে উঠে আসবে অস্ত্র।

ওদিকে স্টেজে উঠে চোঙা মুখে লাগিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে ড্যান্ডি ডারউইনঃ 'এবার শুরু হচ্ছে আসল খেলা! এ খেলা শেখার জন্যে অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এই খেলার কৌশল। এবার কফিনে ভরে তারপর মানুষ গায়েব করে দেব আমি!'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাঁবু থেকে ভেলভেটে মোড়া একটা কফিন ধরাধরি করে নিয়ে এলো মায়রা আর বিশালদেহী লোকটা। কফিনের ডালা খুলে দেখানো হলো সন্দেহ প্রবণ দর্শকদের। খালি। কেউ নেই ভেতরে। কফিনের ভেতরে ঢুকতে মেয়েকে সাহায্য করল মায়রা। ডালা বন্ধ করে আটকে দিল ফিতে

দিয়ে। তারপর ইশারা করল স্বামীর দিকে।

এদিকে বিরাট এক পিস্তলে বারুদ ভরায় ব্যস্ত ডারউইন। বেশির ভাগ দর্শকদের দৃষ্টি তার দিকে দেখে সন্তুষ্টির হাসি গোপন করল সে। গুলি ভরা শেষে কফিন তাক করে ট্রিগার টেনে দিল। মহিলারা আঁতকে উঠল লোকটার কাণ্ড দেখে। কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবুক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে দর্শকদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করল ড্যান্ডি। তারপর ফিতে খুলে কফিনের ডালা তুলে দিল। হাঙ্ক নামের বিশালদেহী লোকটা কফিন উঁচিয়ে ডালাটা খুলে দেখাল, ভেতরে কেউ নেই।

দর্শকদের বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগেই দূরে একটা ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেল। দুধসাদা একটা ঘোড়ায় চেপে জঙ্গল পাশ কাটিয়ে এসে হাজির হলো লিমা ডারউইন! চোঙাটা আবার মুখে তুলে নিল ড্যান্ডি। বলতে লাগলঃ'দেখতেই পাচ্ছেন কফিন থেকে বেরিয়ে এসেছে আমার মেয়ে লিমা। এক্ষুণি এসে পড়বে ও আপনাদের মাঝে। দয়া করে ওকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান।'

মেয়েটা স্টেজের সামনে ঘোড়া থেকে নামতেই তুমুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল সবাই। সার্ডিন আর রে জনসনও বাদ গেল না। সার্ডিনের ডানহাত আস্ত্রের কাছে, বাঁ হাতে উরুতে চাপড় মারছে লোকটা।

মেয়েটা জনসনের কাছ থেকে দশফুট দূরেও নয়। মরাল গ্রীবার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে নিজেকে শোনাল জনসন, 'ও, আচ্ছা, এই তাহলে ব্যাপার!'

পাঁচ

পশ্চিমে বেশির ভাগ লোকই সিঙ্গল অ্যাকশন সিক্সগান ব্যবহার করে। হাতের চেটোতে হ্যামার ওঠায় আর বিদ্যুদ্বেগে গুলি ছোঁড়ে। তবে এই কৌশল ব্যবহারকারীদের প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করবে যে দ্রুত গুলি ছুঁড়তে গিয়ে নিশানা ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রে জনসনও একই ভাবে অস্ত্র ছোঁড়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে একবারও গুলি মিস করতে দেখা যায়নি। এবার ওর বিদ্যে কাজে লাগাবার সময় হয়েছে।

মেয়েটা ঘোড়া থেকে নামতেই কুৎসিত কু-প্রস্তাব দিয়ে তাকে অপমানিত করল দুর্বৃত্তের দল। জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে ড্রেসিং তাঁবুতে ঢুকে গেল মেয়েটা। শেরিফ বসে আছে অনড়। কিছুই করার নেই তার। অস্ত্র আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে। খেলাটাকে খেলা হিসেবে নেয়নি এলভিস। তার ধারণা তাকে ঠকিয়ে দেয়া হয়েছে অন্যায় ভাবে।

'এসো আমরা মেয়েগুলোকে ভাগাভাগি করে নিই,' শেষ চুমুকে বোতলটা খালি করে জড়ানো স্বরে বলল আউট-লদের কানা নেতা। গুঞ্জন তুলে সায় জানাল বাকিরা। টলতে টলতে এগোল তাঁবুর দিকে। তারা নিশ্চিত যে বাধা দেবে না কেউ। 'চাবুকওয়ালী আমার,' বলল নেতা। 'আমি এলভিস বলছি, কেউ ওর দিকে হাত বাড়ালে তার হৃৎপিণ্ড কাঁচা খেয়ে ফেলব আমি!'

রক্ত শূন্য হয়ে গেল ড্যান্ডির চেহারা। কোনমতে স্টেজ থেকে

নামল সে লোকগুলোকে বাধা দেয়ার জন্যে। চতুর লোক সে, কিন্তু সাহসী নয়। আজ আর কারও পরিবারের ওপর এরকম আঘাত এলে মুখ বুজে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেত। কিন্তু এখন সংঘাত এড়ানোর কোন উপায় দেখল না। দর্শকদের ওপর থেকে একবার ঘুরে এলো তার অসহায় দৃষ্টি। চেহারাই বলে দিল প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তার পরিবারের ইজ্জত বাঁচাতে রাজি নয় কেউ, সাহায্য করবে না একজনও। সে নিজে হলে যা করত ওরাও তাই করছে, স্রেফ দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। যা করার তাকে একাই করতে হবে। পশ্চিমে অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না কেউ।

তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল ড্যান্ডি আর বিশালদেহী হাঙ্ক ট্রেইসি। দুজনেই নিরস্ত্র। জানে বাধা দিতে পারবে না, তবু শেষ চেষ্টা করল। মনে আশা দর্শকদের মাঝ থেকে কেউ হয়তো দয়া পরবশত হয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

'খবরদার! আর এক পা আগে বাড়বে না কেউ!' হুঙ্কার ছাড়ল শেরিফ।

মাঠে মারা গেল তার হাঁক ডাক। ড্যান্ডি চেঁচাল, 'ওরা আমার বউ আর মেয়ে। ওদের কিছু হলে কেউ ছাড়বে না তোমাদের বলে দিচ্ছি!'

জবাবে সার্কাস মালিকের মাথায় সজোরে সিক্সগান নামিয়ে আনল আউট-ল নেতা। কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ড্যান্ডি। দর্শকরা স্তব্ধ। পাঁচজন সশস্ত্র তস্করের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ইচ্ছে বা সাহস কোনটাই নেই কারও। ঘটনা খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে এতোক্ষণে পা বাড়াল রে জনসন। লড়াইটা ওর নয়, সেধে অংশ নিচ্ছে ও। এমুহূর্তে বাউন্টি মানি বা সার্ডিনের কথা ভুলেই গেছে; মনের মধ্যে একটা চিন্তাই শুধু কাজ করছেঃ মহিলাদের সম্মান বাঁচাতে হবে। চোখের কোনে দেখল সার্ডিনও অবস্থান পাল্টেছে, সম্ভবত এক ঢিলে দুই পাখি মারার

কথা চিন্তা করছে লোকটা। এরকম সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। দৃঢ় পায়ে সরে গিয়ে সার্ডিন আর ওর মাঝে দর্শকদের একটা দেয়াল তৈরি করল জনসন। নীরব চারপাশ থমথম করছে অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কায়। অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল জনসনের গলা। 'এলভিস, প্যানহ্যান্ডেল, আর এক পা যদি তাঁবুর দিকে এগিয়েছ তাহলে লাশ ফেলে দেব।' বাধা আসবে ভাবতেই পারেনি এলভিস। চট করে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। বিস্ফারিত হয়ে গেল লাল লাল শিরা ওঠা একমাত্র চোখটা রে জনসনকে চিনতে পেরে। কালো ডার্বি হ্যাট, কালো শার্ট আর কালো জিনস পরা লোকটাকে সামনে থেকে না দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না কোন আউট-লর। ইদানীং কালে প্রায় কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে নিষ্ঠুর নির্মম, অথচ কর্তব্যপরায়ন লোকটি। বিপক্ষকে হকচকিয়ে দিয়ে অমোঘ নিয়তির মতো আঘাত হানে সে। আজ পর্যন্ত সে মানুষ শিকারে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা যায়নি।

'এলোক রে জনসন!' সঙ্গীদের উদ্দেশে গলা চড়াল এলভিস। 'আমার তরফ থেকে পাঁচশো ডলার যে আগে ওকে ফুটো করতে পারবে।'

কথা শেষ হবার আগেই সিক্সগানে ছোবল মারল তার হাত। অস্ত্রটা খাপ মুক্ত করতে পারল না। কপালে জনসনের গুলি নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাকিরা নড়ে উঠতেই কোমরের কাছ থেকে একের পর এক গুলি করে গেল জনসন। বামহাতের চেটো হ্যামারের ওপর এত দ্রুত ওঠা নামা করল যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। পরবর্তী চারটা গুলির শব্দ প্রায় একটা আওয়াজের মতোই শোনাল। ঢলে পড়ল চার আউট-লর মৃতদেহ। একজনও হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করতে পারেনি।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল জনসন। গোলাগুলির প্রথম

আভাসেই মাটিতে শুয়ে পড়েছে দর্শকরা। এখন একজন দুজন করে উঠে বসছে। বিরক্ত চেহারায় সিক্সগান লোড করল ও। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে পঞ্চম গুলিটা এসেছে দশ ইঞ্চি ব্যারেলের একটা পিস্তল থেকে। চলে গেছে সার্ডিন। লোকটার ছায়াও দেখল না জনসন কোথাও।

কপালে বেগুনি একটা ক্ষত চিহ্ন ছাড়া ড্যান্ডি ডারউইনের আর কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু একটু দমে গেছে লোকটা। কথার তোড় কমেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে এখনও ধকল পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। গায়ের ধুলো ঝেড়ে জনসনের কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। প্রশংসার দৃষ্টিতে সুঠামদেহী লোকটাকে দেখে তারপর বলল, 'শুয়ে থাকলেও চোখটা খোলা রেখেছিলাম আমি, মিস্টার! অবিশ্বাস্য তোমার দক্ষতা। আমার ধারণা বাপের জন্মেও এরকম শুটিং কেউ কখনও দেখেনি।'

জবাবে মৃদু হাসল জনসন। ওর হাতে বিয়ারের গ্লাস শূন্য হয়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি ভরে দিল মায়রা ডারউইন।

বিকেলের খেলা সাঙ্গ হয়েছে। শহরে ফিরে গেছে সার্কাস দেখতে আসা লোকজন। একটা ওয়্যাগনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাশগুলো। জনসনকে বাউন্টি মানি বুঝিয়ে দিয়েছে শেরিফ। স্টেজের সামনে একটা পাইন কাঠের টেবিল ফেলা হয়েছে। সেখানে বসে আলোচনা করছে ওরা দুজন–ডারউইন আর জনসন। 'লিমা,' হুইস্কির গ্লাস খালি হতেই গলা উঁচিয়ে ডাক দিল ডারউইন। 'আর খানিকটা দিয়ে যা তো, মা।'

'বাবা, তুমি জানো এসব বেশি খেলে তোমার হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।' গ্লাসে তরল ঢেলে অনুযোগ করল মেয়েটা।

'তোমার বোন কোথায়?' আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ল রে জনসন। 'কি যেন নাম ওর?'

'লরা,' বলে ফেলেই মুখে হাত চাপা দিল লিমা। ভ্রূ কুঁচকে বাবার দিকে তাকাল। 'তুমি ওকে বলে দিয়েছ বাবা, নাহলে আমরা ওর সঙ্গে অভিনয় করে মজা পেতাম।'

মাথা নাড়ল সার্কাস মালিক। 'মোটেও বলিনি, জিজ্ঞেস করে দেখো, নিজেদের দোষেই ধরা পড়েছ তোমরা।'

'কথাটা ঠিক,' সায় দিল জনসন। 'তোমার গলায় একটা আঁচিল আছে, যেটা তোমার বোনের নেই। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল তোমাদের। তাছাড়া লরার কানের লতিতে ক্লাউন সাজার সেই মেকআপ রয়ে গিয়েছিল, ভুলে মোছেনি। কাজেই দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হয়নি আমার।'

'বেরিয়ে আয় লরা,' ডাক দিল লিমা। 'এলোক সবই জানে, লুকিয়ে থাকার আর প্রয়োজন নেই।' জনসনের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। 'শুধু পিস্তল নয়, তোমার নজরও চলে দ্রুত।'

লরা এসে দাঁড়াল লিমার পাশে। হুবহু এক চেহারা। উচ্চতা সমান। ওজনও। দুজনকে দেখে একজনকে আরেকজনের প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। এতটা আশা করেনি জনসন। তার চেহারায় বিস্ময় দেখে ড্যান্ডি হাসল।

'আমিও মাঝে মাঝে ধোঁকায় পড়ে যাই। ঠকিয়ে মজা পায় ওরা।'

সাপার শেষে বাসন কোশন ধুতে দুই মেয়েকে নিয়ে লেগে পড়ল মায়রা ডারউইন। নিউঅর্লিন্সের স্বল্পভাষী লোক হাঙ্ক ট্রেইসি। খাওয়া শেষে নীরবে চলে গেল তৃতীয় ওয়্যাগনে। তার নাকি সিংহের সঙ্গে গল্প করতেই বেশি ভাল লাগে। রে জনসনের সঙ্গে গল্প করতে করতে হুইস্কির বোতল আধখালি করে ফেলল ড্যান্ডি, কিন্তু জনসনকে ছোঁয়াতে পারল না এক ফোঁটা। শেষ দিকে জড়িয়ে এলো তার গলা।

'ওই বদমাশের বাচ্চাগুলো ঝামেলা না বাধালে এতক্ষণে আরও অন্তত দুশো ডলার কামিয়ে ফেলতাম আমি।'

'আমার তো ধারণা ছিল কফিনের খেলাটাই শেষ খেলা।'

'তা ঠিক।' মাথা দোলাল ড্যান্ডি। যথেষ্ট গিলেছে, ফলে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'তবে আসল খেলা··· মানে টাকার খেলা আরম্ভ হওয়ার আগেই তো লোকগুলো এসে সব ভন্ডুল করে দিল। তিন কার্ড আর কোন বাটির তলায় বাদাম আছে চাইলে এদুটো খেলা দেখিয়েই আজকের তিনগুণ রোজগার করতে পারতাম আমি।'

'তারমানে তুমি আসলে জুয়াড়ী? সার্কাসটা সাইড বিজনেস?'

ভ্রূ নাচাল ডারউইন। দুচোখে খেলা করছে কৌতুক। 'দেখো, সাধারণ মাপের জুয়াড়ী বলে আমাকে অপমান করতে এসো না। জুয়াড়ীরা ঝুঁকি নেয়। আমি নিই না। আমার জয় সবসময় নিশ্চিত।'

'যেমন?'

'তুমি ভাল মতো খেয়াল রেখো।' আঙুলের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে ড্যান্ডির হাতে উঠে এলো তিনটে কার্ড। টেবিলের ওপর কার্ডগুলো ফেলল সে। স্পেডের বিবি, ডায়মন্ডের রাজা আর হার্টসের টেক্কা। জনসনের চোখে তাকাল আধমাতাল সার্কাস মালিক। 'কি, পারো খেলতে?'

'পারি।'

'তবু আমি শিখিয়ে দেব। তারপর দেখবে কেউ আর হারাতে পারছে না তোমাকে।'

সন্ধে নেমেছে। আগুনের সামনে বসে কথা বলছে লরা তার মায়ের সঙ্গে। বাতাসে ভাসছে ভাজা গরুর মাংসের গন্ধ।

'তাহলে এবার আমাকে যেতে হয়।' উঠে দাঁড়াল জনসন। 'সাপারের জন্যে ধন্যবাদ।'

মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল

ডারউইন। তারপর মুখ তুলল। 'তোমাকে যখন থেকে যেতে বলি তখন একটা পরিকল্পনা ছিল আমার মাথায়। এখন যতই ভাবছি ব্যাপারটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। তবু বলে দেখব ঠিক করেছি।'

'বলো, শুনতে আপত্তি নেই আমার।'

'আমি ভাবছিলাম পিস্তলে তোমার দক্ষতাকে সার্কাসে কাজে লাগানো যায় কিনা। তুমি রাজি থাকলে নতুন কিছু খেলা আবিষ্কার করে টিকেট বিক্রি বাড়ানো যেতে পারে।'

'আমি শুনছি।' ভ্রূ কুঁচকে ফাঁকা দৃষ্টিতে বহুদূরে চেয়ে আছে জনসন।

'তোমার পরিচয় করিয়ে দেব আমি দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচেয়ে চালু হাত বলে।'

'তারমানে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা যে কোন আউট-লর সঙ্গে যখন তখন লড়তে হবে আমাকে। উঠতি বয়সী ছেলে ছোকরারাও বাদ যাবে না।'

'ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি,' বলল ড্যান্ডি। 'রাজি হওয়া না হওয়া তোমার সিদ্ধান্ত।'

'তোমার সার্কাস কি মিসফরচুন মাউন্টিনের দিকে যাবে?'

'হ্যাঁ। ওখানের হ্যাঙভিল শহরেই আমরা বছরের সবচেয়ে বড় সার্কাসটা করি।'

'তোমার সঙ্গে গেলে কি কি সুবিধা পাব বলে ফেলো। যদি শর্ত পছন্দ হয় তো যাব আমি তোমাদের সঙ্গে।'

ছয়

লস এড্রস ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যানামিটা শহরের দিকে চলল সার্কাস পার্টি। প্রথম ওয়্যাগনটা চালাচ্ছে ড্যান্ডি নিজে। মাঝখানেরটায় মায়ের পাশে বসে আছে লিমা। ভেতরে লুকিয়ে আছে লরা। আর তৃতীয় ওয়্যাগনটাকে চালিয়ে আনছে হাঙ্ক ট্রেইসি। সর্বক্ষণ কথা বলছে বুড়ো সিংহের সঙ্গে। যখন বলছে না তখন মনোভাব প্রকাশ করছে ট্রামপেটের মিষ্টি মনকাড়া সুরে। ঘোড়ায় করে তাদের পাশে পাশে চলেছে রে জনসন। ডারউইনের সঙ্গে আলোচনা করে আগেই ঠিক করে নিয়েছে কি ধরনের শো চালাতে হবে তাকে। কাজটায় মাত্রা ছাড়া ঝুঁকি আছে, ফলে ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। এতদিন সে নিজে আউট-লদের পেছনে ঘুরত। এখন থেকে নাম কামাবার আশায়-আউট-লরাই ওর পিছু নেবে।

দুপুরে থামতেই মায়রা ডারউইন বলল, 'তোমাদের এসব বিপজ্জনক খেলা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।' জনসনের দিকে তাকাল সে। 'তুমি আত্মহত্যা করতে চাও তাতে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু আমাদের স্টেজে তোমার নোংরা রক্ত পড়বে এ আমি হতে দেব না।'

'ছিহ্,' মৃদু তিরস্কার করল ড্যান্ডি তার বউকে। 'তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ জনসন কতটা দ্রুত। তারপরও এরকম আশংকা করলে ওর অপমান হবে। আমি বলে দিচ্ছি সারা

টেরিটোরির লোক এসে ভেঙে পড়বে ওর খেলা দেখতে। এখন থেকে তিনগুণ লাভ করব আমরা।'

মুখ বাঁকাল মায়রা। 'ওকে কবর দেয়ার সময়ও টেরিটোরির অনেকে আসবে দেখে নিয়ো, বলে দিলাম আমি।'

হাঁ করেও চুপ রয়ে গেল সার্কাস মালিক। কথাটা মিথ্যে নয়। মৃদু হাসল জনসন। 'এক সময় না এক সময় সবাইকেই মরতে হয়।'

'ড্যান্ডি ডারউইন,' গম্ভীর হয়ে উঠল মায়রার কণ্ঠস্বর। 'তুমি ভাল মতোই জানো আমি চাই না জনসন আমাদের সঙ্গে খেলা দেখাক।'

আলগোছে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল জনসন। কোন দম্পতির ঝগড়ার মাঝে পড়ে যাওয়ার তুলনায় পিস্তল হাতে যে কারও মোকাবিলা করা অনেক স্বস্তি দায়ক। সিক্সগান দুটো পরিষ্কারে মন দিল ও।

বিকেলে শুরু হলো শো। একটু হতাশই হলো জনসন। ওয়ান্টেড পোস্টার আছে এমন কেউ দর্শকদের ভীড়ে নেই। এখনও ওর নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেনি। ধৈর্য ধরতে হবে আরও। একবার প্রচার পেলে দেখতে হবে না, সেধে এসে জালে ধরা দেবে দুঃসাহসী আউট-লরা। অন্তত সার্ডিনকে দেখতে পাবে বলে ভেবেছিল জনসন। নেই লোকটা। ওর সঙ্গে ডুয়েল লড়ার কথাটা ভুলে গেছে? তা কি করে হয়। ভুলো মনের লোক হলে এই পেশায় এতোদিন টিকে থাকতে পারত না। বারবার সুযোগ পেয়েও ওকে ছেড়ে দিয়েছে সার্ডিন। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে লোকটার। অথবা এমনও হতে পারে যতটা নিষ্ঠুর নির্মম খুনী বলা হয় ততোটা হয়তো নয় সার্ডিন। কারণ যাই হোক মনে স্বস্তি নেই জনসনের। কোন গানহ্যান্ড না থাকলেও নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসা মাতাল কাউহ্যান্ডদের উপস্থিতি আছে ভীড়ে। বেশির

ভাগের এখনও দাড়ি গজায়নি, মনোভাব না পাল্টালে গজাবেও না; মারা পড়বে বড়াই করতে গিয়ে।

ড্যান্ডির সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে নিজের শোটা শেষে রেখেছে জনসন। বুঝিয়েছে প্রথমেই কোন গোলমাল বেধে গেলে দর্শকরা টাকা ফেরত চাইবে। অকাট্য যুক্তি, কাজেই মেনে নিয়েছে ডারউইন। ঠিক হয়েছে কফিনের খেলাটা শেষ হওয়ার পর নিজের দক্ষতা দেখাবে রে জনসন। তখন কোন অঘটন ঘটে গেলে পয়সা ফেরত চাইতে পারবে না কেউ।

'তুমি প্রায় আমার মতোই চালাক,' চিন্তিত চেহারায় বলেছে ডারউইন। 'তোমাকে যখন লাভের অর্ধেক দেব বললাম চট করে রাজি হয়ে গেলে তুমি। আমি ভাবলাম বোকা লোক তুমি। এখন বুঝতে পারছি আসল বোকাটা কে। আমার সার্কাস আউট-লদের টেনে আনবে আর রিওয়ার্ড মানি একা মেরে দেবে তুমি। এটা ঠিক নয়। এমনকি যে গুলি খরচ করে তুমি টাকা কামাবে সেগুলো পর্যন্ত আমার টাকায় কেনা!'

'তো?'

'স্বাভাবিক ভাবেই রিওয়ার্ড মানির অর্ধেক আমার প্রাপ্য।'

'দুঃখিত। আমি রাজি নই।'

'সার্কাসটা আমার...' আরও কিছু বলতে গিয়ে জনসনের গম্ভীর নিস্পৃহ চেহারা দেখে থেমে গেল ড্যান্ডি। বুঝে ফেলেছে এব্যাপারে আর কোন কথা চলবে না। 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ!' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সে, 'ভুলে যাও কি বলেছি।'

'অনেক আগেই ভুলে গেছি।'

স্টেজে জনসনকে পরিচয় করিয়ে দিল ডারউইনঃ 'পশ্চিমের দ্রুততম পিস্তলবাজ।' স্টেজের ওপরে টেবিলে সাজানো আছে ছয়টা সিক্সগান আর একটা রাইফেল। সামনে ফাঁকা জায়গা। কেউ

যাতে ভেতরে ঢুকে গুলি না খায় সেজন্যে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। শেষ মাথায় অনেকগুলো টার্গেট, ওগুলোতে গুলি লাগিয়ে জনসনকে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে হবে।

তুমুল করতালির মাধ্যমে শেষ হলো কফিনের খেলা। এবার জনসনের পালা। দৃঢ় পায়ে স্টেজে এসে উঠল সে। ট্রিগার গার্ডে আঙুল ঢুকিয়ে চাকতির মতো ঘুরাতে লাগল একটা সিক্সগান। ঘুরন্ত অবস্থায় বারবার এহাত ওহাত করল সে অস্ত্রটা। পেছন থেকে ছুঁড়ে দিয়ে সামনে লুফে নিল, আবার সামনে থেকে ছুঁড়ে পেছনে ধরে ফেলল অবলীলায়। তারপর বিরতি না নিয়ে গুলি শুরু করল। একেকটা অস্ত্র খালি হলেই বিদ্যুৎদ্বেগে তুলে নিচ্ছে আরেকটা। বিশ গজ দূরে ওর টার্গেট। বুলস আই কেটে নিয়ে কাগজের গায়ে সেটে দেয়া হয়েছে লোহার চাকতি। একটা গুলিও ফস্কাল না। প্রতিবার লৌহ খণ্ডে আঘাত করল তপ্ত সীসে।

এবার একমুঠো চিপস নিয়ে দাঁড়াল লিমা। একটা একটা করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। এবারও লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হলো না জনসন। দুটো পিস্তল একই সঙ্গে ব্যবহার করল সে। গুলি শেষে দেখা গেল বারোটা চিপস মাঝ আকাশেই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। প্রচণ্ড করতালি দিয়ে জনসনকে অভিনন্দিত করল দর্শকরা।

গুলি ভরা একটা পিস্তল বাকি থাকতে রাইফেল তুলে নিল সে। অনেকখানি দূরে কাঠের একটা ফ্রেম দাঁড় করানো আছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাতে আটকে রাখা আছে সাতটা খালি বোতল। সাবধানে নিশানা ঠিক করে ট্রিগারে চাপ দিল জনসন। দড়ি ছিঁড়ে খসে পড়তে লাগল একটা করে বোতল। মাটিতে পড়ার আগেই রাইফেল রেখে পিস্তল তুলে নিল সে। এক গুলিতে চৌচির হয়ে গেল বোতলটা। পরপর আরও পাঁচবার ঘটল একই ঘটনা। সাত নম্বর বোতলটা বাতাসে দোল খেতে লাগল মৃদু মৃদু।

রাইফেলের এক গুলিতে কেটে গেল দড়ির শেষ অংশ। এবার

হোলস্টার থেকে সিক্সগান ড্র করল জনসন। মাটিতে পড়ার আগেই ফেটে চৌচির হয়ে গেল বোতল।

উচ্ছ্বসিত দর্শকদের উদ্দেশে শুধু একবার নড করে স্টেজ থেকে নেমে গেল সে। সার্কাসে ওর শুরুটা সুন্দর হয়েছে। এখন শুধু নাম ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। তারপর নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে একের পর এক আসবে আউট-লর দল।

চোঙা মুখে লাগিয়ে ড্যান্ডি চেঁচাচ্ছে শুনতে পেল ও। 'আমাদের আজকের খেলা শেষ। কিন্তু যাদের জুয়ার অভ্যেস আছে তারা থাকতে পারো। আসল খেলাই শুরু হবে এখন। দশগুণ জিতে নেয়ার একটা সুযোগ দেব আমি জুয়া খেলায়। রাজি আছো তোমাদের কেউ?'

হাত তুলে সাড়া দিল কয়েকজন।

ড্রেসিং তাঁবুর সামনে টেবিল ফেলল হাঙ্ক ট্রেইসি। টেবিলের ওপর রাখা হলো কয়েক পেটি তাশ।

ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে তৃতীয় ওয়্যাগনটার কাছে চলে এলো জনসন। বেডরোল খুলতেই ওর চোখে পড়ল একটুকরো কাগজ। কাগজটা সাদা। কিছুই লেখা নেই। তবে কাগজটা কে রেখে গেছে তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই ওর। সার্কাস চলাকালীন সময়ে এসেছিল ক্রিস্টোফার সার্ডিন। নিজের উপস্থিতির চিহ্ন রেখে গেছে। লোকটার ঠাট্টা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল জনসনের। মনে পড়ে গেল কিভাবে লোকটা ওকে বারবার ঠকিয়ে বাউন্টি মানি নিয়ে গেছে। ভুলেই গেছে ও নিজেও যে লোকটাকে ঠকিয়েছে।

সাত

হঠাৎ দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেল জনসন। তারপরই দৌড়ে ওর কাছে এসে থামল যমজ দুবোনের একজন। 'বাবাকে বাঁচাও!' হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। 'ওরা বাবাকে মেরে ফেলবে!'

ড্রেসিং তাঁবুটাকে পাশ কাটিয়ে স্টেজে উঠে এলো জনসন। দাড়িওয়ালা একটা লোকের ওপর নজর পড়ল ওর। এলোকটাকে খেলা দেখাবার সময় দেখেছে সে। এক পলকে চিনে নিয়েছে চারিত্রিক ধরন। এলোক নিজেকে দুনিয়ার সেরা চালাক মনে করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এমুহূর্তে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। রাগ দেখে মনে হচ্ছে ড্যান্ডির জুয়াচুরি ধরে ফেলেছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল জনসনের। সেক্ষেত্রে কিছু করার থাকবে না ওর। কোন চোরের পক্ষ নেয়া আর নিজেকে চোর সাব্যস্ত করা একই কথা। কিন্তু লোকটা দেখা যাচ্ছে রেগে গেছে হেরে গিয়ে। তার বোধহয় ধারণা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে চালু জুয়াড়ী সে। এখন সিক্সগানের কাছে হাত নিয়ে ডারউইনকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে লোকটা। এসপার ওসপার করে ছাড়বে। রিওয়ার্ড পোস্টারে লোকটার ছবি দেখেনি জনসন।

এদিকে টেবিল থেকে কিছুতেই হাত ওঠাতে রাজি নয় ড্যান্ডি। লোকজনের গালি-ঠাট্টা-তামাশা হজম করছে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে অথচ নির্বিকার চেহারায়। জনসনকে দেখে একটু সাহস ফিরে পেল। হড়বড় করে লোকটাকে বলল, 'দেখো, বন্ধু,

খেলাটায় কোন কারচুপি ছিল না। তারপরও যদি তুমি চাও তো টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। আমাকে পকেটে হাত ঢোকানোর অনুমতি দাও, এক্ষুণি খুশি মনে দিয়ে দিচ্ছি তোমার দশ ডলার।'

'দশ ডলার চাই না আমার হারামজাদা ঠগ কোথাকার,' গর্জে উঠল লোকটা। 'খেলা ঠিক মতো চললে আমি একশো ডলার জিততাম। পুরো টাকাটা দিতে হবে তোমাকে। না যদি দাও এক গুলিতে তোমার মগজ ফুটো করে দেব।'

ডারউইনের পাশে এসে দাঁড়াল জনসন। শীতল স্বরে বলল, 'আমার ধারণা কাজটা তুমি পারবে না।'

'ও, তুমিই তাহলে সেই বোতল ফুটো করা পিস্তলবাজ।' তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল লোকটার চেহারায়। 'দেখা যাক সত্যিকার গানম্যানের বিরুদ্ধে কেমন করো তুমি!'

'সবাই সরে একটু জায়গা করে দাও দেখি,' শান্ত গলায় বলল জনসন।

লাইন অভ ফায়ার থেকে লোকজন সরে যেতেই মুখ খুলল লোকটা। 'তুমি বোধহয় জানো না কার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছ তুমি। আমিই সেই ব্যাট মারডক যে হুইপ পার্ডিকে হারিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি ব্যাট মারডক হও আর র‍্যাট মারডক হও তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছ, আমি তা গ্রহণ করেছি। এরপর আর কথা থাকতে পারে না। আমার ধারণা হুইপ পার্ডিকে পেছন থেকে গুলি করেছ তুমি। ওকে আমি চিনতাম। চালু হাত ছিল ওর।'

লোকটা পিস্তল বের করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল জনসন। তারপর ড্র করল। একগুলিতে লোকটার হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্রটা। ঘাসের ওপর ছেঁচড়ে অনেক দূর চলে গেল ওটা। ভাঙা তর্জনীর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল লোকটা। দ্বিতীয়

গুলিতে উড়ে গেল তার হোলস্টার। গম্ভীর স্বরে বলল জনসন, 'এবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। নারী, শিশু আর বোকাদের খুন করি না আমি। দূর হও এখান থেকে। পরেরবার দেখলে জানে মেরে ফেলব।'

অস্ত্রটা তুলতে লোকটা ঝুঁকতেই আবার গুলি করল জনসন। লোহার গায়ে সীসে আঘাত করার শব্দ হলো। ঘুরতে ঘুরতে পনেরো ফুট দূরে গিয়ে থামল পিস্তলটা। জনসন বলল, 'ওটা নিয়ে চলে যাও, আর কখনও যাতে তোমার ওই চেহারা দেখতে না হয়।'

লোকটা শেষ বারের মতো ডারউইনকে অগ্নিদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে মিলিয়ে গেল ভীড়ের মাঝে। টেবিল ঘুরে এপারে চলে এলো ড্যান্ডি। বুকে জড়িয়ে ধরল জনসনকে। পিঠ চাপড়ে বলল, 'আমার আপন ভাইও আমার জন্যে এতোটা করত না। কি করে তোমার ঋণ শোধ করব বুঝতে পারছি না। এই এক সপ্তাহে এই নিয়ে দুবার আমার প্রাণ বাঁচালে তুমি।'

'ঠকানোর চেষ্টা বাদ দিয়ো, তাহলেই চলবে,' গম্ভীর চেহারায় বলল জনসন।

সেরাতে ওয়্যাগনের ধারে লণ্ঠনের আলোয় সাপার সারল ওরা। মেয়েরা ঘরোয়া কাজ করতে চলে যেতেই হুইস্কির একটা বোতল নিয়ে হাজির হলো ড্যান্ডি। দুটো গ্লাসে সমান ঢেলে একটা বাড়িয়ে দিল জনসনের দিকে। হাঙ্ক ট্রেইসি অনুপস্থিত, তবে তার ট্রামপেটের মৃদু সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে তৃতীয় ওয়্যাগন থেকে। কোথায় যেন বিষাদ আছে সুরে। মন ছুঁয়ে যায়।

কাজের কথায় এলো ডারউইন। 'লোকটাকে আজ তোমার মেরে ফেলা উচিত ছিল। সারা জীবন রাগ পুষে রাখবে লোকটা। সুযোগ পেলেই আড়াল থেকে এক গুলিতে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দেবে। বিরাট একটা ভুল করলে তুমি,জনসন।'

'সুযোগটা দিলাম ওকে।' হাসল জনসন। 'এখন মরে গেলে কে পয়সাও পাব না। কে জানে একদিন হয়তো নাম করা আউট-হয়ে যাবে লোকটা। ওকে তখন মারা লাভজনক হবে।'

শিউরে উঠল সার্কাস মালিক কথাটার অর্থ বুঝতে পেরে। ঠক করে ফেলল পারত পক্ষে এই লোককে ঠকাবার কথা ভুলেও মাথায় আনবে না। গিরগিটির রক্তও এই লোকের চেয়ে উষ্ণ।

রাতে স্যাডলটাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল জনসন। আকাশের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল। হাজার হাজার তারা জোনাকির মতো মিটমিট করছে যেন কালো চাদরের গায়ে। মৃদুমন্দ বইছে বাতাস। সেই বাতাসে ভেসে আসছে হাঙ্ক ট্রেইসির ট্রামপেটের সুর। করুণ বিষাদ মাখা একটা সুর বাজাচ্ছে লোকটা। শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল রে জনসন। জানল না মাইল খানেক দূরে এই একই সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিস্টোফার সার্ডিন।

আট

দক্ষিণ এবং পশ্চিম; পিয়োনিনো, লা কুইনটাস, ক্রেবস্ নচ, বার্নিং রক আর তার ওপারের মিসফরচুন মাউন্টিন সংলগ্ন হ্যাঙভিল–সবখানে খেলা দেখাল ওরা। সবখানেই জনসনকে উঠতি গানম্যানদের মোকাবিলা করতে হলো। শুধু ক্রেব নচে এক হাজার ডলার বাউন্টি সংগ্রহ করল সে, এছাড়া বাকিদের, যাদের মাথার ওপর বাউন্টি মানি নেই, তাদের জানে না মেরে স্রেফ শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিল। বেল্ট ছিঁড়ে প্যান্ট খসে যেতেই লড়াইয়ের সাধ মিটে

গেল বেশির ভাগের।

তবে বার্নিং রকে অঘটন ঘটল। মাত্র স্টেজে উঠেছে ড্যান্ডি, এমন সময় এলো ওরা। সাতজন। প্রত্যেকের চেহারায় অপরাধের ছাপ পড়ে গেছে। দাগী আসামী তাতে কোন সন্দেহ নেই। শেরিফ আর মার্শালদের অফিসে প্রত্যেকের পোস্টার দেখেছে জনসন। ছয়জনের বাউন্টি মানি দুই থেকে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত, কিন্তু জনসনের নজর কাড়ল সপ্তম লোকটা। বোঁচা নাক তার। গায়ের রং বাদামী। ছোট ছোট চোখ। সন্দেহ নেই যে গায়ে ইন্ডিয়ান রক্ত আছে। এক নজরেই লোকটাকে চিনে ফেলল জনসন। ওর শো দেখতে হাজির হয়েছে স্বয়ং পনেরো হাজার ডলারের কুখ্যাত অ্যাপাচিটো।

সিক্সগানের কাছে হাত চলে গেল জনসনের। জিতে গেলে বাউন্টি মানি পাবে সন্দেহ নেই। বেশ কয়েক দিন হলো সার্ডিনের দেখা নেই। সার্ডিন ছাড়া আর কেউ ভুলেও অ্যাপাচিটোকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পাবে না এটা নিশ্চিত।

অবাক হতে হলো জনসনকে। ঘোড়াগুলো বেঁধে টিকেট কেটে সার্কাস দেখতে মাটিতে বসে পড়ল আউট-লরা। তাদের হাবভাব যেমনই হোক সতর্কতায় ঢিল দিল না জনসন। ও বুঝে গেছে শুধু সার্কাস দেখার জন্যে মারা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসেনি আউট-লরা। তাদের আসার মূল উদ্দেশ্য সে নিজে। লস এড্রস শহরে যাদের ও মেরেছিল তাদের মধ্যে অন্তত দুজন ছিল অ্যাপাচিটোর দলের লোক। প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই এসেছে ওরা আজ।

পুরোটা সার্কাস শান্ত ভাবে দেখল অ্যাপাচিটো। কফিন থেকে গায়েব হয়ে গেল লিমা ডারউইন। ঘোড়ায় চেপে হাজির হলো লরা। দর্শকদের তুমুল করতালির মধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে চলে গেল ড্রেসিং টেন্টের ভেতরে। এরপর সুদীর্ঘ একটা স্তুতি শেষে

আলখেল্লা পরা জনসনকে স্টেজে আসতে আহ্বান জানাল ড্যান্ডি ডারউইন।

গান প্লের প্রায় পুরোটা সময় আউট-লদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে হলো জনসনকে। মোটেও চিন্তিত বোধ করল না জনসন। ও জানে দ্রুত কাউকে মেরে ফেলায় রুচি নেই আউট-ল চিফের। লোকটা ওকে পেছন থেকে গুলি করবে না। মারতে চাইবে তিলে তিলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট দিয়ে।

সারা খেলায় মাত্র একটা পরিবর্তন আনল রে জনসন। সপ্তম বোতলটা পিস্তলের বদলে রাইফেলের গুলিতে চুরমার করে দিয়ে বাউ করল দর্শকদের উদ্দেশ্যে। ততোক্ষণে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে অ্যাপাচিটো। তিন জন তিন জন দুপাশে, মাঝখানে অ্যাপাচিটো। প্রত্যেকের হাত হোলস্টারের কাছে।

লোকগুলোকে এড়ানোর ভঙ্গিতে স্টেজ থেকে নেমে পড়ার ভান করল জনসন।

'অ্যাই দাঁড়াও!' পেছন থেকে চড়া গলায় ডাক দিল এক আউট-ল। 'আমাদের কথা শেষ হওয়ার আগে একপা আগে বাড়লে খুন করে ফেলব।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল জনসন। চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই, আছে সামান্য কৌতূহল। একটা সিগার ধরাল সে ধীরে সুস্থে। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে অ্যাপাচিটোর দিকে তাকাল। 'কি বলার আছে বলে ফেলো, জরুরী কাজ আছে আমার।'

জনসনের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাপাচিটো। বাকিরা চেপে এলো দুদিক থেকে। 'আচ্ছা, তুমিই তাহলে সেই রে জনসন যার নাম শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। এতোদিন মনে করতাম তোমার শুটিঙের কথা বাড়িয়ে বলে গল্পবাজ বুড়োরা। আজকে নিশ্চিত হলাম, এক ফোঁটা মিথ্যে বলেনি কেউ।'

ঠাট্টা করে বাউ করল জনসন।

'এবার বলে ফেলো কি বলার আছে।'

'কয়েকদিন আগে তুমি আমার পাঁচজন লোককে লস এড্রস শহরের কাছে গুলি করে মেরেছ। জরুরী একটা কাজে ওখানে ওদের পাঠিয়েছিলাম। আমার কাজে কেউ গাফিলতি করলে আমি ভীষণ রেগে যাই। তোমার জন্যে আমার কাজটা হয়নি, কাজেই তোমার ওপর আমি রেগে আছি । এব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

'ওরকম অযোগ্য লোকদের দলে রেখো না, এটা ছাড়া বলার মতো আর কিছু তো আপাতত খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমিও একমত।' মাথা দোলাল অ্যাপাচিটো। 'ওদের যা প্রাপ্য তাই ওরা পেয়েছে। তুমি না মারলে হয়তো আমার হাতেই মরত ওরা।'

'কথা শেষ হয়েছে তোমার?' স্টেজ থেকে নামার জন্যে পা বাড়াল জনসন।

'এক পা নড়েছ কি গুলি করে ফেলে দেব।' হুমকি দিল এক আউট-ল। নিশ্চুপ দেখে যাচ্ছে অ্যাপাচিটো।

'আমি কি ভুল শুনেছি?' অ্যাপাচিটোর দিকে তাকাল জনসন। 'তুমি না এই মাত্র বললে লোকগুলোর কোন গুরুত্ব ছিল না তোমার দলে? তাহলে লোকগুলো মরেছে তাতে এত রাগের কি আছে!'

'তুমি কি বোকা নাকি মিস্টার?' গরগর করে উঠল অ্যাপাচিটো। 'লোকে যদি জানে আমার দলের পাঁচজনকে মেরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন লোক তাহলে আমার সুনামের কি অবস্থা হবে? এরপর তো যে কেউ হামলা করবে। সাহস পেয়ে যাবে। ভাববে আমরা সাধারণ মাপের চোর বাটপার। সে সুযোগ সৃষ্টি হতে দেয়া যায় না। তোমাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যাতে

লোকে বোঝে আমাদের সঙ্গে লাগতে গেলে তার পরিণতি কিরকম ভয়ানক হয়।'

'আমি শুনেছি শত্রুদের তুমি কষ্ট দিয়ে মারতে পছন্দ করো।' হাসল জনসন। চোখ ছুঁলো না সে হাসি। 'কথা বলে মানুষ মারার নতুন কোন কায়দা আবিষ্কার করেছ নাকি?'

অ্যাপাচিটোর বাদামী চেহারা রাগে কালো হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'পিস্তলের মতো কথাতেও দেখছি তুমি যথেষ্ট চালু। কিন্তু মিস্টার জনসন, এখন যখন তোমার সবগুলো অস্ত্র খালি তখন কি করে নিজেকে বাঁচাও তুমি দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। এতোক্ষণ বসে বসে তোমার গুলি গুনেছি আমরা। আমাদের গণনায় ভুল না হয়ে থাকলে তোমার অস্ত্রে একটাও গুলি নেই। ফাঁদে পড়ে গেছ তুমি, জনসন।' হাতের ঝাপটায় সঙ্গীদের ইশারা করল সে। 'ওকে নিয়ে চলো। কেউ যদি বাধা দিতে চায় স্রেফ খুন করে ফেলবে। সে-লোক আইনের ব্যাজ পরা থাকলেও কিছু যায় আসে না।'

অস্ত্র তাক করার বদলে জনসনকে জাপ্টে ধরতে গিয়ে মস্ত ভুল করে ফেলল আউট-লরা। ঝটকা দিয়ে সরে গেল জনসন। এক ছোবলে হোলস্টার থেকে উঠে এলো ·৪৪ সিক্সগান। এটা সে শোয়ের সময় ব্যবহার করেনি। আলখেল্লার তলায় ছিল। 'তুমি এটার কথা মাথায় রাখোনি, অ্যাপাচিটো,' ঠাণ্ডা স্বরে হুঁশিয়ারীর ভঙ্গিতে বলল জনসন। পরক্ষণেই বা হাঁতের তালু হ্যামারের ওপর ঘষা খেতে শুরু করল অবিশ্বাস্য গতিতে। পরপর ছয়টা গুলির শব্দ হলো। ছয়টা বাউন্টি মানি পাওনা হলো জনসনের।

'এবার গুনতে ভুল হয়নি আমার,' বলল একটু হকচকিয়ে যাওয়া অ্যাপাচিটো। 'তোমার অস্ত্র খালি, কিন্তু আমারটা নয়। এমন জায়গায় আমি তোমাকে ফুটো করব যাতে মরতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। তোমাকে মরতে দেখার সৌভাগ্য যদি আমার নাও

হয় মনে অন্তত একটা তৃপ্তি থাকবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানব ঠিক কতটা কষ্ট পেয়ে মরেছ তুমি।'

সড়াৎ করে একটা শব্দে চমকে উঠল জনসন আর অ্যাপাচিটো। মায়রা ডারউইন চাবুক চালিয়েছে। অ্যাপাচিটোর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সিক্সগান। আরেকটু হলে অ্যাপাচিটোর কব্জি নিয়ে যেত সঙ্গে করে।

'পরেরবার,' বলল মায়রা, 'তোমার সামনের পাটির দাঁত খসিয়ে নেব।'

অ্যাপাচিটোর রাগের হুঙ্কার মাঝপথে আতঙ্কিত চিৎকারে পরিণত হলো। দু'বোনের একজন– কোনজন জানা গেল না– সিংহের খাঁচা খুলে দিয়েছে। গরগর করে সন্তুষ্টির গর্জন ছেড়ে হেলেদুলে বাইরে বেরিয়ে এলো বৃদ্ধ সিংহ। অ্যাপাচিটোর ঘোড়াটাকে খেলার সঙ্গী হিসেবে তার পছন্দ হয়েছে বোঝা গেল ধেয়ে যেতে দেখে।

তীক্ষ্ণ এক আর্তচিৎকারে চারপাশ কাঁপিয়ে তুলে ঘোড়ার দিকে দৌড় দিল অ্যাপাচিটো। এক লাফে স্যাডলে উঠে ছুটতে শুরু করল প্রাণ হাতে নিয়ে। পেছন পেছন ছুটছে এলমার। বাতাসে উড়ছে তার জটা পাকানো কেশর। আউট-লকে গুলি করতে গিয়েও করল না জনসন পেছন থেকে মারা হয়ে যাবে বলে। ওর চোখের সামনে বাতাসের বেগে দিগন্তে মিলিয়ে গেল অ্যাপাচিটো। লেজ নাচাতে নাচাতে পেছনে পেছনে গেল এলমার।

'কাজটা ভাল করেছ ওকে মেরে না ফেলে।' তাঁবুর প্রান্ত ঘুরে বেরিয়ে এলো ক্রিস্টোফার সার্ডিন।

'কেন?'

'সারা জীবন পস্তাতে হতো ওকে মেরে ফেললে।'

'মানে?'

'মানে জানতে হলে তোমাকে আমার সঙ্গে নির্জনে কথা

বলতে হবে।' জনসনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল সার্ডিন। 'কি, সাহস আছে?'

জবাবে অস্ত্রে গুলি ভরে নিল জনসন। এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না সে লোকটাকে। বলল, 'তুমি শুনেছি বলেছ একা পাওয়া মাত্র আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে?'

হাসল সার্ডিন। 'ওসব অতীতের কথা ভুলে যাও। তুমিও এই একই কথা বলেছিলে। আমরা এখন ব্যবসা নিয়ে আলাপ করব।'

'কিসের ব্যবসা?'

'লাখ লাখ ডলারের ব্যবসা। টাকা শুধু পড়ে আছে, তুলে নেয়ার অপেক্ষা।'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা ভাবছ নাকি!'

'আরে না। আমাকে দেখে কি অতটা বোকা মনে হয়?'

'কিছুটা তো মনে হয়ই!' হাসল জনসন।

নয়

মেগাফোনে চেঁচিয়ে দর্শকদের মনোযোগ নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে ড্যান্ডি ডারউইন। 'একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।' সার্ডিনকে দাঁড় করিয়ে ড্রেসিং টেন্টের দিকে হাঁটা দিল জনসন। মায়রা আর জমজ বোনদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'শোধবোধ,' বলল মায়রা। 'তুমিও ড্যান্ডিকে বাঁচিয়েছিলে।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে সিংহটাকে তোমাদের হারাতে

হলো।'

'এলমার? ওর জন্যে দুশ্চিন্তা করছ?' হেসে উঠল লরা। 'খাবার সময় হলে আপনিই ফিরে আসবে ও। বেচারার বেশির ভাগ দাঁত পড়ে গেছে, বয়সের ভারে নখও ভেঙে গেছে, মাংস কিমা করে না দিলে খেতে পারে না। একটা খরগোস ধরে খাবে সেই উপায়ও নেই ওর।'

'ভাগ্যিস সেটা অ্যাপাচিটো জানে না!' হাসল জনসন। ফিরে এলো সার্ডিনের কাছে। দুজনে মিলে লাশগুলো ওয়্যাগনের আড়ালে সরিয়ে রাখল। তারপর নির্জনে বসল একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর। পাইপ ধরাল সার্ডিন, জনসন ধরাল বেঁটে মোটা একটা সিগার। কথা শুরু করল সার্ডিন, 'আমার ধারণা রিওয়ার্ড পোস্টারে যা আছে তার বেশি কিছু তুমি অ্যাপাচিটো সম্বন্ধে জানো না।'

'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। তোমার তুলনায় অনেক বেশি। পুরনো খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস আছে আমার। সেখান থেকে জেনেছি। আজকে তুমি অ্যাপাচিটোকে মেরে ফেললে পনেরো হাজার ডলার পেতে। আর হারাতে কত তা জানো? জানো না? অন্তত লাখ দেড়েক ডলার।'

সিগারের ধোঁয়া ছাড়ল জনসন। 'বলে যাও। আমি শুনছি।'

'আজকে তুমি ওদের ছয়জনকে শেষ করেছ। আরও আছে চোদ্দজন। বিশ্বাস না হলে শেরিফদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারো।'

'বিশ্বাস করলাম। তারপর?'

'আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে ওরা। প্রত্যেকের মাথার ওপর দাম ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে চল্লিশ হাজারের কম নয়। অ্যাপাচিটো মরলে সবাই ছড়িয়ে যাবে, তখন ওদেরকে এক জন এক জন করে খুঁজে বের করতে বাকি জীবন লেগে যাবে।

আরেকটা কাজ করতে পারে ওরা। লুকিয়ে থেকে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। নয়টা পাসি গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। কেউ জানে না মিসফরচুন মাউন্টিনের কোথায় ওদের হাইডআউট। একমাত্র উপায় অ্যাপাচিটোকে অনুসরণ করে ওখানে পৌঁছানো।'

'তাহলে এখানে বসে আমার কান না পচিয়ে অ্যাপাচিটোকে ধাওয়া করলে না কেন তুমি? এলমারের তাড়া খেয়ে যেভাবে ছুটল আমার তো মনে হয় না পেছন ফেরার অবকাশ পেয়েছে সে।'

'কারণ মিসফরচুন মাউন্টিন দুদিনের পথ। মাঝখানে অ্যাপাচিটোর অন্তত ডজন খানেক হাইডআউট আছে। ওগুলোর ব্যাপারে আমি উৎসাহী নই।'

'কেন?'

ভ্রূ কুঁচকালো সার্ডিন। 'তুমি দেখছি কিছুই জানো না! ওদের আসল হাইডআউট খুঁজে দিতে পারলে পুরস্কার দশ হাজার ডলার। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমি উৎসাহী নই।'

'হাইডআউট খুঁজে দেয়ায় দশহাজার থাকলে আমার তা জানা নেই কেন?'

'কারণ পুরনো খবরের কাগজ তুমি পড়ো না। অনেকদিন আগে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হয়নি। বিজ্ঞাপনও করেনি আর, কারণ সম্ভবত সবাই ধরেই নিয়েছে কেউ ওর আস্তানা খুঁজে পাবে না। বেশ কয়েক বছর আগে শর্টকাট হয় বলে বড় র‍্যাঞ্চাররা ক্রেযি উওম্যান পাস দিয়ে ক্যাটল ড্রাইভ করছিল। এখন সব বন্ধ। পাসের কাছে কোথাও একটা আস্তানা আছে অ্যাপাচিটোর। সব গরু ডাকাতি করে নিয়ে যায় সে। ক্যাটলমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনই পুরস্কারটা ঘোষণা করেছিল। কোন কাজ হয়নি তাতে। তারা এখন ঘুরপথে গরু নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই জানে ক্রেযি উওম্যান পাস ব্যবহার করতে

পারলে ওদের লাভের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

'কথা শুনে তো মনে হচ্ছে সব উত্তর তোমারই জানা আছে। তাহলে আমাকে তোমার প্রয়োজন কি?' চুরুটের ছাই ঝাড়ল জনসন।

'অধৈর্য হয়ো না, আস্তে-ধীরে বলছি যাতে পুরোটা হজম করতে পারো।' বড় করে দম নিয়ে আবার শুরু করল সার্ডিন। 'ওদের আসল ডাকাতি হলো সোনা ভরা একটা ওয়্যাগন। এক স্কোয়াড ক্যাভালরিকে শেষ করে ওটা দখল করে লুকিয়ে রেখেছে ওরা।'

'তো?'

'ওই মাইনের সোনাতে বিশেষ একটা খনিজ মিশেল আছে, যার ফলে মার্কেটে বেচতে গেলে ওরা ধরা পড়ে যাবে। অ্যাপাচিটোর সামনে এখন দুটো উপায় আছে। এক, দেশের বাইরে ওয়্যাগন ভরা সোনা পাচার করা, যেটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত সোনা লুকিয়ে রাখা। এদিকে খনির কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে লুটের মাল উদ্ধার করতে পারলে বাজার দামের বিশ ভাগ পুরস্কার দিয়ে দেবে।'

মৃদু শিস দিল জনসন। 'এসবের মধ্যে আমার ভূমিকাটা কোথায়?'

'তুমিই তো টোপ, বন্ধু। অ্যাপাচিটো কষ্ট দিয়ে মারতে চায় তোমাকে। সে নিজে তোমাকে তার হাইডআউটে নিয়ে যাবার চেষ্টার ত্রুটি করবে না।'

'আমি আবার কবে তোমার মতো শকুনের বন্ধু হলাম?'

'যে আমাকে টাকা কামাবার ব্যাপারে এত সাহায্য করবে তাকে বন্ধু বলা ছাড়া উপায় কি?'

'সবার সঙ্গেই তোমার খুব দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে যায় মনে হচ্ছে?'

'তা হয়। আমি তোমার মতো আবেগ দিয়ে না চলে মগজ

খাটিয়ে চলি। চিন্তা করে দেখো, তুমি আউট-লদের আমার হয়ে খুঁজে বের করতে আর আমি সংগ্রহ করতাম টাকা। তারপর তোমার প্রয়োজন ফুরাল, আমি স্থির করলাম তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু তারপরই তুমি লস এড্রসে পাঁচজনকে খতম করে অ্যাপাচিটোর শত্রু হয়ে গেলে। কাজেই তোমাকে এখন আমার দরকার। কাজটা আমরা করতে পারলে কত পাব জানো? একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

'কাজটা শেষ হলে টাকা ভাগাভাগি নাকি ডুয়েল?'

'তখনকারটা তখন দেখা যাবে।'

'পার্সেন্টেজ কত?'

'সবকিছু যেহেতু আমার প্ল্যান মোতাবেক চলবে কাজেই তোমাকে দেব পঁচিশ পার্সেন্ট।'

উঠে দাঁড়াল জনসন। 'তাহলে বিদায়, বন্ধু। অত কমে আমি রাজি নই।'

'ঠিক আছে , একটু বসো, কথা শুনে যাও।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সার্ডিন। জনসন বসার পর বলল, 'যদিও তুমি অ্যাপাচিটোর চেয়ে বড় ডাকাত, তবু উপায় নেই বলেই আলোচনাটা চালিয়ে যেতে আমি বাধ্য হচ্ছি। ঠিক আছে আধাআধি ভাগ হবে টাকা। তারমানে এখন থেকে পরস্পরকে বিশ্বাস করব আমরা, ঠিক আছে?'

হাসল জনসন। ভাল মতোই জানে ওদের মাঝের বিশ্বাস মাছের মায়ের মমতার মতোই হবে। একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে। আমি রাজি। অ্যাপাচিটো কখন আসবে তার আসার সঙ্কেত তোমাকে কিভাবে দেব?'

'চিন্তার কিছু নেই, সব সময় আমি গান রেঞ্জেই থাকব। লস এড্রসে গোলাগুলির পর থেকে একবারের জন্যেও তোমাকে চোখের আড়াল করিনি আমি।'

'ওখানে প্যানহ্যান্ডেলকে মারার জন্যে আমার কাছে দশ ডলার পাওনা হয়েছে তোমার।'

বিস্মিত দেখাল ক্রিস্টোফার সার্ডিনকে। মাথা নাড়ল সে। 'আমি তো প্যান হ্যান্ডেলকে গুলি করিনি!'

'তাহলে আর কে,' চিন্তিত চেহারায় বলল জনসন। 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমিও তাকে মারোনি, আমিও না। আর কেউ পেছন থেকে খেলছে নাতো। মাত্র পাঁচটাই গুলি করেছি আমি।'

'সার্কাসের কেউ...'

'অসম্ভব। ওদের কেউ হলে টের পেতাম আমি। তাছাড়া কফিনের খেলা দেখাবার ডুয়েল পিস্তলটা ছাড়া ওরা সবাই নিরস্ত্র।'

'তাহলে আর কেউ খেলতে চাইছে।' ভ্রূ কুঁচকে গেল সার্ডিনের। 'তাই যদি হয় সামনে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে আমাদের।'

'তোমাকে,' শুধরে দিল জনসন। 'সে-লোক হয়তো বেশি টাকা অফার করবে আমাকে।'

কঠোর হয়ে গেল সার্ডিনের চেহারা। 'ভুলেও দল পাল্টাবার কথা মাথায় এনো না বন্ধু, আমার সঙ্গে চালাকি করলে পার পাবে না।'

হাসল জনসন। 'তুমিও দ্বিতীয়বার এই সুরে কথা বলার আগে ভেবে নিয়ো কার সঙ্গে কথা বলছ। এর পরেরবার, বন্ধু, হুমকি দিলে ফাঁকা হুমকি হিসেবে সেটাকে ধরব না আমি। পরিণতি, যে কোন একজনের মৃত্যু।'

'কথাটা মনে থাকবে আমার।' হ্যান্ডশেক করে ড্রেসিং তাঁবুটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ক্রিস্টোফার সার্ডিন। লোকটাকে আর দেখা গেল না। জনসন জানে কোথাও না কোথাও থেকে তাকে ঠিকই চোখে চোখে রাখবে লোকটা।

দশ

দুই পাহাড়ের মাঝের ধুলোময় রুক্ষ উপত্যকায় রোদে পোড়া হ্যাঙভিল শহর। পেছনে মাথা তুলে দানবের মতো কয়েকটা চুড়ো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিসফরচুন পর্বতমালা।

শহরের নামটা হ্যাঙভিল হয়েছে মূলত শহরের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো বিরাট কটনউড গাছটার কারণে। গাছটার সবচেয়ে নীচের শাখাটা পাঁচজন মানুষকে ঝুলিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত। সৎ অফিসার বলে খ্যাত জন লেইটারের সময় গাছের ওই শাখাটা প্রায় সবসময়েই পূর্ণ থাকত। শেষ দিকে এমন হলো যে নিজেকে গানম্যান মনে করে তেমন লোকও হ্যাঙভিলকে এড়িয়ে পার হয়ে যেত। বাসিন্দারাও কোমরে পিস্তল ঝোলানো বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত একদিন পেছনে তাকাতে ভুলে গেল শেরিফ জন লেইটার। তার ডেপুটি গিবসন অফিসে বসল ঠিকই, কিন্তু হ্যাঙভিলের সুনাম বজায় রাখতে পারল না। ঘুষ খায় লোকটা, তাছাড়া গুজব আছে আউট-লদের সঙ্গেও তার ভাল দহরম মহরম। লেইটার মরেছে খবর ছড়িয়ে যেতেই আবার এসে হাজির হতে শুরু করল বাজে লোকের দল। শর্ত একটাই রেখেছে শেরিফ, স্থানীয় কারও ওপর আউট-লদের জুলুম করা চলবে না। বাইরের কেউ হলে সেই দায় দায়িত্ব তার নয়। কটনউড গাছটা এখন পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গাছটার বয়স কত কেউ জানে না। একসময় ওটার পাশ দিয়ে

বয়ে যেত চওড়া একটা নদী, এখন সামান্য একটা পাহাড়ী স্রোত শুধু আছে। দু'তীরে চর পড়েছে। সেখানে কোথাও কোথাও ঘন হয়ে জন্মেছে গাঢ় সবুজ উইলো গাছ। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে একটা দুটো কটনউড।

জায়গাটা চোখে পড়তেই সার্কাসের জন্যে নির্বাচন করে ফেলল ড্যান্ডি ডারউইন। এতে করে যদিও ওয়্যাগন উপরে রেখে নদীর তীরে মালামাল হাতে করে বয়ে নিয়ে আসতে হবে তবু তার এই জায়গাটাই পছন্দ। উইলো গাছগুলো লরার লুকিয়ে অপেক্ষা করার জন্যে খুবই উপযোগী বলে মত প্রকাশ করল ডারউইন। নদীর ঢাল দর্শকদের বসার জন্যে চমৎকার এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারল না কেউ।

সবাই কাজে লেগে পড়েছে দেখে শহরে ঢুঁ মারতে গেল জনসন। হ্যাঙভিলের যে বদনাম শুনেছে তাতে করে বাউন্টি মানি সংগ্রহের জোর সম্ভাবনা আছে এতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই।

সাধারণ শহর হ্যাঙভিল। বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে চোখে পড়বে। বাড়ি-ঘরগুলো পশ্চিমের আর সব শহরের মতোই কাঠের বা অ্যাডোবির। রাস্তার দুধারে ফলস ফ্রন্ট দেয়া দোকানপাট, হোটেল আর সেলুন। আইনরক্ষকের কোন অফিস চট করে চোখে পড়ে না। দুই সেলুনের মাঝখানে কোনরকমে টিকে আছে ছোট্ট অফিসটা।

শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া বেঁধে নামল রে জনসন। শেরিফের যেরকম নামডাক তাতে বুঝে গেছে খাতির মিলবে না ওখানে আউট-ল না হলে। তবুও শেরিফের অফিসে প্রবেশ করল রে।

অফিসের দেয়ালে আধ ডজন পুরনো পোস্টার ঝুলছে দেখল সে। ওর অবাক লাগল দেখে যে সবচেয়ে নতুন পোস্টারটাও একবছরের পুরনো। প্রথম পাঁচজনের অনেক আগেই বুটহিলের

কফিনে জায়গা হয়ে গেছে। একজনের টাকাটা সংগ্রহ করেছে ও নিজে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শেরিফ তার আউট-ল বন্ধুদের না চটানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

শেরিফ গিবসন পোয়াতি গাভীর মতো মোটাতাজা এক লোক। দাড়ি না কামানো চেহারাটা হোঁৎকা। রে জনসনকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই তার শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখ জোড়া বড় হয়ে উঠল। জনসনের জানা হয়ে গেল ওকে চিনে ফেলেছে লোকটা।

লোকটাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করল জনসন। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল দেয়ালে সাঁটানো ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো। এগুলোও হয় পুরনো নাহলে এমন সব আউট-লদের যারা ধারে কাছে ডাকাতি করে না। দেখা শেষে ভ্রূ কুঁচকে রাখা শেরিফের দিকে ফিরল সে। বলল, 'এগুলো তো দেখছি সব পুরনো পোস্টার। নতুনগুলো রেখেছ কোথায়?'

'রাখিনি।'

'কেন জানতে পারি?' শীতল শোনাল রে জনসনের গলা।

'কারণ ওগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলি।'

'পুড়িয়ে ফেলো? কেন? সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ এরকম একটা কাজ করতে যাবে কেন? একটু বুঝিয়ে বলো তো শুনি। আজকাল আমার মাথাটা ঠিক মতো কাজ করছে না।'

টেবিলের ওপর দুথাবা মেলে দিল শেরিফ। চেহারায় ফুটে উঠল স্পষ্ট বিদ্বেষ। 'রিওয়ার্ড পোস্টার লাগাই না কারণ তোমাদের মতো বাউন্টি হান্টাররা পুরস্কারের লোভে আসে আর খুন করে সাধারণ মানুষদের, যাদের তারা চেনেও না। এখন হ্যাঙভিলে দুমাসেও একটা খুন হয় না।'

কথাটা ডাহা মিথ্যে জানে জনসন। তবে এব্যাপারে আর কোন কথা বলার উৎসাহ দেখাল না। শেরিফের কথা শেষও হয়নি তার

আগেই বাইরে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। হ২০২ পড়ে গেল চারদিকে। সেলুনের মধ্যে ডুয়েল লড়ছে কারা যেন।

'তোমার হ্যাঙভিলে প্রশান্তির মাত্রা দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম,' ঝড়ের বেগে শেরিফের অফিস থেকে বেরনোর আগে বলল জনসন। এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল সেলুনে। ভেতরের অবস্থা লন্ডভন্ড। দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র একটা টর্নেডো বয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে সরতে গিয়ে চেয়ার টেবিল উল্টে ফেলেছে কাস্টোমাররা। মেঝেতে গড়াচ্ছে মদের গ্লাস। কাউন্টারে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা হুইস্কির বোতল,মদ গড়িয়ে পড়ছে ধুলোময় মেঝেতে।

গোটা সেলুনে মাত্র দুজনকে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজন আর কাস্টোমার নেই। উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে লোকটা। পিঠের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে সাদা বালি। দ্বিতীয় জন অস্ত্র রিলোড করতে ব্যস্ত। শেরিফকে ঢুকতে দেখে বলল, 'হাই, শেরিফ!'

'থেমেছে সব?' কাউন্টারের পেছন থেকে একটা উদ্বিগ্ন গলা পাওয়া গেল।

'বেরিয়ে আসতে পারো।' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল বিজয়ী গানম্যান।

'কি ঘটেছে, র‍্যালি?' জানতে চাইল শেরিফ।

'পেটে বেশি মদ পড়েছিল, ড্র করে বসে।' এক কথায় সারল গানম্যান।

'ঘটনা কি তাই?' বার কীপের কাছে জানতে চাইল শেরিফ।

পুর্ণিমার চাঁদের মতো গোল মুখওয়ালা লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। কাউন্টারের পেছনে মাথা জাগাল আরও কয়েকজন। তারাও সায় দিল। জনসন লক্ষ করল সবাই যেন একটু দ্রুত সায় দিয়ে ফেলেছে। খুনীর দিকে কেমন যেন ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে

লোকগুলো।

'ঠিক আছে র‍্যালি,' হাত নেড়ে বলল গিবসন। 'তোমার কোন দোষ ছিল না তা জানা গেল। আমি আন্ডারটেকারকে খবর দিতে যাচ্ছি যাতে লাশ নিয়ে যায়।' রে জনসনের দিকে ফিরল সে। দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে।

রাস্তায় বেরিয়েই শেরিফকে দাঁড় করাল জনসন। বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের কথা যে ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো পোড়াবার আগে তুমি একবার করে চোখ বোলাও না। সেলুনে যে লোকটাকে তুমি র‍্যালি বলে ডাকলে সে একজন কুখ্যাত আউট-ল। বাউন্টি মানি ডেড অর অ্যালাইভ তিন হাজার ডলার।' ঘুরে দাঁড়াল জনসন। 'তোমার সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

পেছন থেকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকল শেরিফ। একবার হাতটা চলে গেল অস্ত্রের কাছে। তারপর সিদ্ধান্ত বদলে ধুপধাপ পা ফেলে রওয়ানা হলো আন্ডারটেকারের দোকান ঘরের দিকে।

রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেল রে জনসন। আপাতত বাউন্টি মানি জোগাড়ের ব্যাপারে ওর কোন উৎসাহ নেই। শহরটা ঘুরে দেখতে চাইছে। কিছুদূর হাঁটতেই চার কোনা একটা অ্যাডোবি বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো সে। বাড়ির জানালাগুলো মোটা গ্রিল দিয়ে আটকানো, এছাড়া বোঝার কোন উপায় নেই যে ওটা আসলে ব্যাঙ্ক। অবশ্য বিল্ডিঙের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা আছে ফার্স্ট ব্যাঙ্ক অভ হ্যাঙভিল।

ব্যবসা ভাল করছে বোঝা যায় কারণ বাড়িটার আরেকদিকে একটা ওপেনিং খোলা হচ্ছে। কাজ প্রায় শেষের পথে। আরেকটা ঘর বানানো হয়ে গেছে, ওক গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এখন শুধু দরজা লাগানো বাকি। সেটাও যে সে দরজা নয়, স্টীলের তৈরি দুর্গের দরজার মতো। আপাতত ফাঁকা জায়গাটার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে অস্ত্র সজ্জিত দুজন গার্ড।

ভাল করে দেখার জন্যে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল রে জনসন।

'অ্যাই যে তুমি,' ওর উদ্দেশে বলল শটগানওয়ালা গার্ড, 'সরো, সরে যাও এখান থেকে। এখানে কাউকে দাঁড়াতে নিষেধ করা আছে।'

'আমি সরকারী বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছি,' জবাবে বলল জনসন।

ওর পেছনে বুট পরা ভারী পায়ের আওয়াজ হলো। জনসন পেছন ফেরার আগেই ওর হাত মুচড়ে ধরল কে যেন। ঘাড় ফিরিয়ে ও দেখল লোকটা শেরিফ গিবসন। পাশেই তার ডেপুটি। প্রয়োজনে গায়ের জোর খাটানোর জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

'লোকটা তোমাদের বিরক্ত করছিল, হ্যাক?' জানতে চাইল শেরিফ। গলার আওয়াজে বুঝিয়ে দিল লোকটা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে সে খুশি হবে।

'হ্যাঁ, শেরিফ।'

'আর জ্বালাবে না। সার্কিট জাজ আসার আগের অন্তত কয়েকদিন।' শেরিফের কুতকুতে চোখে সন্তুষ্টি দেখতে পেল জনসন।

'চার্জটা কি, শেরিফ?' জানতে চাইল সে।

'একটা না। কয়েকটা। প্রথমটা হচ্ছে একজন আইন রক্ষকের নির্দেশ অমান্য করে শহরে রয়ে যাওয়া। তারপর আছে ব্যাঙ্কের সামনে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি, ব্যাঙ্ক নির্মিত বোর্ডওয়াকে অযথা গায়ের জোরে দাঁড়িয়ে থাকা, গার্ডের নির্দেশ অমান্য করা– ইত্যাদি।'

'কবে আসবে সার্কিট জাজ?'

দাঁত বের করে হাসল গিবসন। 'আগামী দুমাসের মধ্যে তো বটেই।'

এগারো

পেছন থেকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ওকে শেরিফের অফিসের দিকে নিয়ে চলা হলো। জনসন জানে চেষ্টা করলে ও লোক দুজনের হাত থেকে এক ঝটকায় নিজেকে ছুটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তা সে করল না। কোন গান প্লে হোক তা চায় না। শেরিফ মেরে বাজে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে সায় দিল না ওর মন।

শেরিফের অফিসের পেছনে দুটো সেল নিয়ে হ্যাঙভিল শহরের জেলখানা। দুটো সেলই এখন খালি। একটাতে জনসনকে ঢোকানোর আগে ডেপুটি বলল, 'তুমি ওর পিস্তল কেড়ে নিতে ভুলে গেছ, গিবসন।'

'না, ভুলিনি, ম্যাক্স,' জবাবে বলল শেরিফ। 'হাত ছেড়ে দেয়ার আগে ওটা আমি কেড়ে নিতাম।'

দুজনই জনসনকে সেলের ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেলের দরজাটা তিনজনের পক্ষে একটু কম চওড়া। জনসনকে ঢোকাতে হলে শেরিফ অথবা ডেপুটিকে আগে সেলে ঢুকতে হবে। দুজনই চেষ্টাটা এক সঙ্গে করায় সুযোগটা পেয়ে গেল জনসন। দ্রুত পিছু হটল সে। গায়ের জোরে সামনে নিয়ে এলো দুহাত। বেকায়দায় পড়ে সামনে বাড়তে বাধ্য হলো শেরিফ আর ডেপুটি। মাথা ঠুকে গেল জোরে। পরক্ষণে ঠেলা খেয়ে চলে গেল সেলের ভেতর। নিজেদের তারা সামলে নেয়ার আগেই সেলের দরজায় তালা মেরে দিল জনসন। বিরাট লোহার চাবিটা

নিয়ে চটজলদি বেরিয়ে এলো বাইরে। ওর পেছনে কাঠের দরজায় ঠক করে বিঁধল শেরিফের ছোঁড়া গুলি। পুরু দরজার কারণে বাইরে থেকে দুর্বল শোনাল আওয়াজটা।

হাসতে হাসতে বোর্ডওয়াকের ফুটো দিয়ে চাবিটা ফেলে দিয়ে ঘোড়া সংগ্রহ করে ফিরতি পথ ধরল জনসন। শহরের শেষ মাথায় ওর সঙ্গে দেখা হলো সার্ডিনের। প্রচণ্ড রেগে আছে লোকটা। জনসনকে দেখতেই বলল, 'নির্বোধ, গাধা কোথাকার! শহরে কি মতলবে গেছিলে!'

'পরখ করে আসতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন।'

'চাপা মেরো না। তুমি ভাল করেই জানো জন লেইটার মরার পর থেকে ওখানে কি ঘটছে। আমি দেখলাম শেরিফ তোমাকে বন্দী করে জেলে ঢোকাল। এদিকে কি করে ছুটিয়ে আনব তা ভেবে আমার মাথা গরম। তারপর দেখলাম বেরিয়ে এসে সেলের চাবিটা তুমি ফেলে দিলে। শেরিফ ছুটবার পর কি হবে ভেবে দেখেছ কিছু?'

'দেখো,সার্ডিন, চুক্তির সময় কথা ছিল না কখন কোথায় যাব বলে যেতে হবে আমাকে। মুরগির মতো বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি তোমার ছানা নই। আমি নিজের দিকে ভালই খেয়াল রাখতে পারি। আর শেরিফ যদি ছোটে তো ছুটবে। তখনকারটা তখন দেখা যাবে। হয়তো দুই গুলিতেই সমস্যা মিটে যাবে।'

দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ দৃষ্টির লড়াই হলো। তারপর কেউ হারবে না বুঝতেই সার্কাসের দিকে রওয়ানা দিল দুজন। পথে আর একটা কথাও হলো না।

ফিরে গিয়ে ওরা দেখল বিকেলের শোয়ের জন্যে তাঁবু আর যন্ত্রপাতি জায়গা মতো বসানো হয়ে গেছে। খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো স্টেজের এধার ওধার পায়চারি করছে ড্যান্ডি ডারউইন।

ওদের দেখে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়াল ভ্রূ কুটি করে।

'এতোক্ষণ ছিলে কোথায় তুমি? পাঁচঘণ্টা ধরে খালি ভাবছি আমাকে ফেলে চলে গেছ তুমি।'

'কেন, হঠাৎ এত চিন্তার কি আছে?'

জবাবে উত্তর দিকটা দেখাল ড্যান্ডি। হর্স রেঞ্জের বিরাট বিরাট পাহাড়গুলো ঝুঁকে আছে এদিকে। ওগুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় কালো মেঘে ঢেকে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে এখনই বৃষ্টি নামবে।

'পাহাড়ী বৃষ্টি,' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল জনসন। 'প্রায়ই হয় এদিকটায়। এতে এত চিন্তিত হওয়ার কি আছে আমি বুঝতে পারছি না। তোমার অবশ্য চরে শো করা উচিত হবে না।'

'সার্কাসে আমার টাকা খাটছে তাই আমি বুঝতে পারছি।' অর্ধেক কথা না শুনেই জবাবে ঝগড়াটে বিড়ালের মতো ফোঁত করে উঠল ড্যান্ডি। 'ধরো আজকের সার্কাস ভন্ডুল হয়ে গেল। তোমার কি, তুমি তো একদিনের মজুরী খোয়াবে। আমার যাবে সারাদিনের রোজগার।'

'বৃষ্টি হয় না বছরের এসময়টা,' আশ্বাস দিয়ে বলল সার্ডিন। সার্কাস মালিকের চোখে প্রশ্ন দেখে বলল, 'আমি জনসনের বন্ধু।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না জনসন লোকটাকে অপ্রস্তুত করতে চাইল না বলে। তাকাল ড্যান্ডির দিকে। 'টাকার কথা যখন উঠলই, আমার মনে হয় আগাম হিসেবে কিছু দেয়ার সময় হয়ে গেছে তোমার। বেশ কয়েকদিন হলো আমার কারণে দর্শক সংখ্যা বেড়েছে তোমার সার্কাসে।'

আকাশের দিকে চোখ তুলে হাহাকার করে উঠল ড্যান্ডি। 'হে ঈশ্বর, তুমি বলে দাও যে লোক আমার সার্কাসের কারণে এত টাকা রোজগার করছে সে কোন মুখে আবার আমার কাছে টাকা চায়।' আড় চোখে জনসনের চেহারা দেখে হতাশ হলো সে। নাহ্,

লোকটার পাষাণ হৃদয় একফোঁটা গলেনি। ওয়্যাগনের ওপাশ থেকে ঘুরে এলো সে। একহাতে টাকার এনভেলপ আরেক হাতে এক প্যাকেট প্লেয়িং কার্ড। বলল, 'আমি জানি পিস্তলে তোমার হাত ভাল, কিন্তু কার্ড খেলায় কতটা সাহসী দেখতে মন চাইল তাই তাশের প্যাকেটটা নিয়ে এলাম। চলবে নাকি একহাত? জিতলে দ্বিগুণ টাকা, হারলে ফক্কা।'

'বেশ,' রাজি হয়ে গেল জনসন। 'শর্ত হচ্ছে আমি শাফল করব, কাটব এবং ডিল করব।' বাধা দিতে গিয়েও কৌতূহল বশত চুপ করে গেল সার্ডিন।

'আমি রাজি।' খুশি খুশি দেখাল ড্যান্ডিকে।

কার্ডের প্যাকেটটা বামহাতে নিল জনসন। ডানহাত ঝুলে থাকল অস্ত্রের কাছে। মাত্র একহাতে বিদ্যুদ্বেগে শাফল আর বার কয়েক কাট করল সে। দেখল বিস্ময়ে বড় গেছে ড্যান্ডির চোখ জোড়া। কয়েকবার শাফলের পর দুটো কার্ড চিৎ করে ফেলল জনসন। ড্যান্ডিরটা ক্লাবসের থ্রী, আর ওর নিজেরটা ডায়মন্ডের গোলাম।

'বাহ্,' আলগা হাসি দিল জনসন। 'কপালটা দেখি আমাকে সাহায্য করতে লেগেছে!'

'কপালের খ্যাঁতা কিলাই!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল ড্যান্ডি। 'কার্ডদুটোতে আমি নিজে দাগ দিয়ে রেখেছিলাম।'একটু শান্ত হওয়ার পর বলল, 'জীবনে প্রথম এক হাতে শাফল আর কাটা বাটা দেখলাম। শিখেছ কোথায়? আমি তো মনে করেছিলাম তুমি কার্ড খেলার কিছুই বোঝ না!'

'একবার দুহাতে শাফল করতে গিয়ে এক ফাস্ট গানম্যানকে মরতে দেখেছিলাম, অভ্যেসটা তার পর করে নিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাম হাতে শাফল করতে পারার আগে পর্যন্ত কার্ড ছোঁব না।' বার কয়েক শাফল শেষে তাকাল জনসন। 'এবার কি

রিডাবল?'

'জাহান্নামে যাও!' সরে দাঁড়াল সার্কাস মালিক। 'আমি যাচ্ছি তোমার জিতে যাওয়া টাকা নিয়ে আসতে। এরপর ভুলেও আর আমার সামনে কার্ড খেলার নাম নেবে না।'

'আমি বুঝি না এতোদিন ধরা না পড়ে কি করে টিকে আছো তুমি।'

জবাবে হাঁটতে হাঁটতে মাথায় টোকা দিল সার্কাস মালিক।

সে ফেরার আগেই কম্বল বিছিয়ে অস্ত্র পরিষ্কার করতে লেগে গেল জনসন। সার্ডিন চলে গেছে কোথায় যেন। কম্বলের ওপর এক তোড়া নোট রেখে দিল ড্যান্ডি। গজগজ করতে লাগল। 'জুয়াচুরি করে ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝোলার চেয়েও নিজের দাগ দেয়া কার্ডে হেরে যাওয়া অনেক দুঃখের। আমি বুঝে গেছি আজকে বৃষ্টি হবে। আজকে তেমনই একটা দিন যেদিন সবকিছু আমার বিপক্ষে যাবে।' পাহাড়ের দিকে তাকাল সে। 'বিশ্বাস না হয় একবার তাকিয়ে দেখো।'

তাকাল জনসন। সত্যিই নেমে এসেছে মেঘের স্তর। পাহাড়টা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই তীব্র হলদেটে-সাদা আলোর ঝিলিক তুলে বিদ্যুত চমকে উঠছে। 'এসো এব্যাপারেও তোমার সঙ্গে বাজি হয়ে যাক, এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে ফেরত পাবে তোমার টাকা।'

'আজকে ধরব বাজি! তাও আবার আমি!' মাথা নাড়ল ডারউইন।

দুপুরের খাওয়া সেরেই চিন্তিত চেহারায় ভ্রূ কুঁচকে আবার পায়চারি করতে লাগল ড্যান্ডি। আরও বড় আর ঘন হয়েছে মেঘের স্তর। পাহাড়টাকে ঢেকে দানবের মতো মাথা উঁচিয়ে এদিকেই যেন আসছে। একবার ড্যান্ডি বাজি ধরতে এলো। এবার সে বৃষ্টির পক্ষে। রাজি হলো না জনসন।

সাবধানের মার নেই ভেবে খাওয়া শেষে স্যাডল আর ব্রিডল ঢালের ওপর পার্ক করা ওয়্যাগনের কাছে রেখে এলো সে। ওর ঘোড়াটাকে আগেই এখানে এনে রেখেছে হাঙ্ক ট্রেইসি। গুলির একনাগাড় শব্দে আর ততোটা ভয় পাবে না প্রাণীগুলো। যে ঘোড়াটা চেপে লিমার বদলে লরা এসে দর্শকদের চমকে দেবে সেটাও ওরটার পাশে বাঁধা। একটু পরে দর্শক সমাগম আরম্ভ হলে ওটাকে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হবে।

ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ওয়্যাগন থেকে নামতে গেল ড্যান্ডি। মুখে মদের গন্ধ। চোরের মতো হাসল। 'মায়রাকে বলে দিয়ো না, কেমন। এমনিতেই কান ঝালাপালা। বৃষ্টি দেখে আর না খেয়ে পারলাম না।' ঘুষ সাধল সে। 'চলবে নাকি তোমারও দু'এক পেগ? হাতের জঙ ছুটতে সাহায্য করবে।'

'হয়তো। পরে। আজকে আমি বিশেষ অতিথি আশা করছি, চাই না সে কোন অন্যায় সুযোগ নিক।'

'কেউ না কেউ নেবেই, শুয়োরের বাচ্চা!' শেষ ওয়্যাগন থেকে সিক্সগান তাক করে নেমে-এলো চার্লি। সেই শহর থেকে অনুসরণ করে এসেছে। 'একবার তোমার হাতটা নাড়াও, ঠিক নাভিতে গুলি করব।'

মাঝখান থেকে ভাঙা গলায় কথা বলে উঠল ড্যান্ডি ডারউইন। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! এক মিনিট! এক মিনিট! আমি আগে সরে যাই তারপর কোরো তোমরা যা খুশি।' ঘুরে যাওয়ার ভঙ্গিতে শরীরে মোচড় মারল সে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঘুরল আউট-লর সিক্সগান।

'পেছনে গুলি খেতে না চাইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।' হুমকি দিল সে।'

'লোকটা মিথ্যে বলছে না,' সাবধান করল জনসন।

'ঠিক ধরেছ, মিথ্যা বলছি না।' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিল চার্লি। 'ভেবেছ শেরিফকে লেলিয়ে দেবে? বাউন্টির কথা সে

আগেই জানত। তুমি যাওয়ার পরই এসে আমাকে সে সতর্ক করে গেছে যে একজন বাউন্টিহান্টার লেগেছে আমার পেছনে।'

'আমিও জানতাম লোকটা তাই করবে,' বলল জনসন। 'এছাড়া তোমাকে শহর থেকে বের করে আনার আর কোন উপায় দেখছিলাম না।'

'বেরিয়েছি আমি। কি করবি কর্।' ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল আউট-লর।

'তুমি নিজে যখন বলছ,' কথাটা বলা শেষেই বাঁ আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ডাবল ব্যারেল ছোট্ট ডেরিঞ্জারটা দিয়ে আউট-লর কপাল ফুটো করে দিল জনসন। ধড়াস করে পড়ল লাশ।

ওয়্যাগন ঘুরে বেরিয়ে এলো সার্ডিন। জনসনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অস্ত্র গুঁজে রাখল খাপে। মেজাজ খারাপ করা চেহারায় জানতে চাইল, 'আমি ওখানে ছিলাম জানলে কি করে?'

'তোমার ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম।'

'তাই যদি হয় গর্দভ, তাহলে নিজে ঝুঁকি নিতে গেলে কেন?'

হাসল জনসন। 'এত কষ্টে রোজগার করা টাকা তোমার হাতে তুলে দেব ভাবলে কি করে, পার্টনার—গাধা নাকি তুমি!'

একবার দুই বাউন্টিহান্টার আবার পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকাচ্ছে ড্যান্ডি ডারউইন। জীবনে এই প্রথম বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বড় বড় কয়েকটা ঢোক গিলল।

শ্রাগ করল সার্ডিন। 'পনেরো শো ডলার একেবারে কিছু না পাওয়ার পেয়ে ভাল।'

'মানে?' কড়া গলায় জানতে চাইল জনসন।

'মানে তুমি আর আমি তো পার্টনার তাই না?'

জবাবে কিছু একটা জনসন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হ্যাঙভিল শহরের দিক থেকে হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে এলো। ফাঁসিতে ঝোলানোর সেই কটনউড গাছের পাশ দিয়ে তীরের মতো ছুটে

বেরিয়ে এলো হালকা একটা বাকবোর্ড। ঘোড়ার পিঠে পাগলের মতো চাবুক চালাচ্ছে ড্রাইভার লোকটা। হুঁস নেই যে জমিটা এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ। আরও গতি চাই তার। বাকবোর্ড এতো লাফাচ্ছে যে ওটার ওপর রাখা চারকোনা একটা বাক্স প্রায় ছিটকে বেরিয়ে যাবার মতো দশা হচ্ছে। বাকবোর্ডের পাশে ঘোড়া ছোটাচ্ছে একজন চিকন-চাকন লোক। বাতাসে উড়ছে তার লম্বা চুল।

'কার যেন দোজখে যাবার তাড়া পড়েছে,' বলল সার্ডিন।

'নিশ্চয়ই শয়তানের ধাওয়া খেয়ে ছুটছে,' বলল জনসন। পরক্ষণে সার্ডিনকে দেখে নিয়ে বলল, 'তা কি করে হয়, তুমি তো এখানে! ঘাড় ভেঙে মরবে তো লোকটা। কে চালাচ্ছে এভাবে?'

সার্কাসের ওয়্যাগনগুলো আর শ খানেক গজ দূরে থাকতে উঁচু একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেল বাকবোর্ডের চাকা। কয়েকটা ডিগবাজি খেলো বাকবোর্ড। ধুলোর ঝড় উঠল। ঝড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো ড্রাইভারের উড়ন্ত দেহটা। হাতে এখনও ঘোড়ার রাশ ধরে আছে। ফুট দশেক উড়ে গিয়ে মাটিতে আশ্রয় নিল দেহটা। পড়ে থাকল স্থির হয়ে। দম ফিরে পেয়ে নড়ে উঠল প্রায় মিনিট দুয়েক পরে। থেমে দাঁড়িয়েছে অশ্বারোহী। আবার ধুলোর ঝড় উঠল। লোকটা ফিরে গেল ভাঙা ওয়্যাগনের কাছে।

জনসন, সার্ডিন আর ড্যান্ডি দৌড়ে গিয়ে বাকবোর্ডের কাছে পৌঁছনোর আগেই ঘোড়া থেকে নেমে লোকটা ড্রাইভারকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। দেখা গেল মারাত্মক কোন জখম হয়নি লোকটা কপালগুণে।

অতি ভদ্রতা দেখাল ড্যান্ডি। 'কি করতে পারি আমরা তোমাদের জন্যে?'

জবাবে মাথা নাড়ল লম্বাচুলো লোকটা হতাশ চেহারায়।

'আমার ধারণা আর কারোরই কিছু করার নেই আমাদের জন্যে। শেষ হয়ে গেছি আমি। সেই সঙ্গে হ্যাঙভিল শহরের অর্ধেক মানুষ।' হঠাৎ করে সার্কাস মালিককে চিনতে পারল লোকটা। 'আরে, তুমি ড্যান্ডি ডারউইন না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আগে কখনও পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে···

'হয়নি।' এক কথায় জানিয়ে দিল লোকটা। নিজের পরিচয় দিল, 'আমি ডেভিড মার্করী– ফার্স্ট ব্যাঙ্ক অভ হ্যাঙভিলের প্রেসিডেন্ট। আমার আরেকটা পরিচয় সার্কাস পাগলা বলে। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে সার্কাস এসেছে আর আমি দেখিনি এমন কখনও ঘটেনি। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি তোমারটাই সেরা। দেখেছিলাম সেই ক্রেবস নচে।'

'আমিও এই একই কথা বলি,' নির্লজ্জের মতো বলল ডারউইন। 'আমার সার্কাসটাই দুনিয়ার সেরা।'

'কথাটা মিথ্যে নয়।' ভদ্রতায় কম গেল না প্রেসিডেন্ট। তারপর ফিরল জনসনের দিকে। 'আর স্যার, তোমার মতো প্রতিভা আমি জীবনে দেখিনি। আবারও তোমার খেলা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিশেষ জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় আজ আর সম্ভব হবে না।'

'কোনভাবেই সম্ভব নয়, মিস্টার মার্করী?' কদাচ ভদ্রতা দেখায় ড্যান্ডি। আজ দেখাল। 'আমার অতিথি হিসেবে নাহয় দেখুন আজকে।'

মাথা নাড়ল ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট। তারপর গম্ভীর চেহারায় খবরটা পাড়ল। 'কি ঘটছে তোমরা তাহলে কিছু জানো না? কি করে জানবে এতো দূরে এসে কেউ খবরটা দিলে তো। আমার যাত্রাপথে পড়ে গেছে নইলে আমিও থামতাম না। আজকে এখানে কোন সার্কাস হবে না।'

'আমি জানতাম,' বলল ড্যান্ডি। 'বৃষ্টি এসে সব গুবলেট করে

দেবে।'

'না বৃষ্টি না।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্করী। 'অ্যাপাচিটো আসছে দলবল নিয়ে। দুটো উদ্দেশ্য তার। এক, আমার ব্যাঙ্কটা লুট করবে; আর দ্বিতীয়, কে যেন তাকে খেপিয়ে দিয়েছে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে, অত্যাচার করে মেরে ফেলবে। কারও সাধ্য নেই তাকে ঠেকায়। পালাচ্ছে শহরের সবাই।'

চোখাচোখি হলো সার্ডিন আর জনসনের। মৃদু শিস দিল ড্যান্ডি। পরক্ষণেই চৌকোনা বাক্সের ভেতর কি আছে বুঝতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল তার দুচোখ। বাক্সটা দেখাল সে আঙুল তুলে। 'ওটাতে ব্যাঙ্কের টাকা!'

একটু দ্বিধার পর মাথা ঝাঁকাল মার্করী। বাকবোর্ডটার চাকা ভেঙে গেছে। একটা ওয়্যাগন ধার করবে তার উপায় নেই। ধীরগতির ওয়্যাগন অ্যাপাচিটোর দলকে ফাঁকি দিয়ে ইউ. এস.এস ক্যাভালরি পোস্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

'কত আছে?' সরাসরি কাজের কথায় এলো জনসন।

'আধ মিলিয়ন ডলার। এল পেসোর ব্যাঙ্কে আমরা সোনা রাখি। তার বিনিময়ে পাঠানো টাকা। নতুন নোট। এখনও নম্বর টুকে রাখা হয়নি।'

সার্ডিন আর জনসনের চোখাচোখি হলো। বাক্সের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ড্যান্ডি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে অ্যাপাচিটোর দল!

বারো

ব্যাপারটা একেবারেই কাকতালীয় ভাবে ঘটে গেল। প্রিসলি নামের এক র‍্যাঞ্চার হ্যাঙভিলের দক্ষিণে গরু চরায়। সে বেরল সিংহ শিকারে। পাহাড়ী সিংহটা বেশ কয়েকদিন ধরেই ওর গরু মেরে সাফ করছিল।

দুপুরে সে মিসফরচুন মাউন্টিনের কাছে ফুটহিলগুলোর মাঝে উপস্থিত হলো। ঘোড়াটাকে পেছনের ঘাস জমিতে রেখে পায়ে হাঁটতে লাগল সে। অনুসরণ করল পাহাড়ী সিংহের পায়ের ছাপ। পাথুরে জায়গাগুলোতে এগোল আন্দাজের ওপর ভর করে। একবার একটা ঝর্না দেখে সেটার ফুট বিশেক উঁচু পাড় ধরে সামনে বাড়ল সে। জন্তুটার পিপাসা লাগলে পানি খেতে থামবে। পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে। রাইফেল কক করে রেখেছে সে। একবার দেখা পেলেই শেষ করে দেবে ওটাকে।

তাকের শেষ মাথায় একটা গুহা দেখল সে। এই মুহূর্তে খালি, কিন্তু বোঁটকা গন্ধে বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগেও বড় কোন বিড়াল ছিল গুহাটায়। ক্রল করে গুহার ভেতরে ঢুকল প্রিসলি। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে দেখল সিংহের পায়ের পরিষ্কার ছাপ। ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে।

গুহা থেকে বেরতে গিয়ে থমকে গেল প্রিসলি। বাইরে ঘোড়াব খুরের শব্দ। একটা নয়, অনেকগুলো। নাক ঝাড়ছে। পরিশ্রমে দম নিচ্ছে ফোঁশ ফোঁশ করে। তারপর শুনতে পেল সে লোকজনের

কথার আওয়াজ। গুহা থেকে সাবধানে মুখ বের করে চমকে গেল প্রিসলি।

ঝর্নার ধারে জনা পনেরো অশ্বারোহী ভীড় করেছে। পানি খাওয়াচ্ছে পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে। এই প্রথম সামনে থেকে দেখলেও বাদামী চামড়ার অ্যাপাচিটোকে চিনতে ভুল হলো না প্রিসলির। দলে বিশ জনের বেশি দেখে বুঝতে পারল নতুন লোক নিয়েছে আউট-ল চীফ।

মাথার ওপর গুপ্তচর বসে আছে জানে না অ্যাপাচিটো। হ্যাঙভিলে কিভাবে ব্যাঙ্ক ডকাতি করবে তার বিস্তারিত প্ল্যান দলের সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকটা। ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা শেষ হলে এবার সে রে জনসনকে মারার ব্যাপারে কথা বলতে লাগল। একেকবার একেক ভাবে মারতে চায়। কোন ভাবে মরলে লোকটা বেশি কষ্ট পাবে এখনও অ্যাপাচিটো বুঝে উঠতে পারেনি।

একটু পরই আলাপের বিষয়বস্তু পাল্টে গেল। এখানেই খাওয়া বিশ্রাম সেরে নিয়ে যাত্রা করবে, নাকি পথে ঘোড়ার ওপর ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে খাওয়া সারবে সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। অ্যাপাচিটোর মতটাই ধোপে টিকল শেষ পর্যন্ত। এখানেই ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়াবার ব্যবস্থা করে হাত-মুখ ধুতে নেমে পড়ল লোকগুলো। চুলোয় আগুন জ্বলে উঠল।

লোকগুলো ব্যস্ত হতেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ফিরতি পথ ধরল র‍্যাঞ্চার। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে আর দেরি করল না। তীরের মতো ছুটল হ্যাঙভিল লক্ষ্য করে। ব্যাঙ্কে পৌঁছে প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করে বলল কি শুনে এসেছে। শেষে বলল, 'ওদের আসতে আর বড়জোর ঘণ্টাখানেক!'

ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন কাস্টোমার প্রিসলির কথা শুনে ফেলল। শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল কথাগুলো। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গেল। যেন শহর ছাড়লেই

অ্যাপাচিটোর দল আর তাদের নাগাল পাবে না। আগেরবার অ্যাপাচিটো যখন এসেছিল সেই স্মৃতি কেউ ভোলেনি। খবর ছড়ানোর পর মাত্র কয়েক মিনিট লাগল শহর খালি হয়ে যেতে। ঘোড়ায় হোক বাকবোর্ডে হোক, বা ওয়্যাগনে– নিজেদের মূল্যবান যা কিছু আছে নিয়ে শহর ছেড়ে কাছের শহরগুলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল সবাই। বেশির ভাগই যাচ্ছে উত্তর বা পুবে। কেউ যাচ্ছে বার্নিং রক শহরে কেউ যাচ্ছে বিজোতে।

ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টকে তড়িঘড়ি কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো। অবশ্য তার আগেই ব্যাঙ্কের তিন ক্লার্ক কাউকে কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর আবিষ্কার করা হলো যে ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়ানো নিজেদের বিরাট কিছু ভেবে বসা গার্ড দুজনও পালিয়েছে। ওরাও জানে মানুষ খুন করে আনন্দ পায় অ্যাপাচিটো। আর ভয়ঙ্কর লোকটার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না তার দল। প্রত্যেকটা হাড় বদমাশ– মানুষ নামের কলঙ্ক।

প্রথমেই মার্করীর চিন্তায় এলো আধ মিলিয়ন নতুন নোটের কথা। টাকাগুলো কিছুতেই অ্যাপাচিটোর হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। পাঁচ ফুট বাই দুই ফুট কফিন আকৃতির একটা বাক্সে আছে টাকাগুলো। অ্যাপাচিটো ডাকাতি করে চলে যাবার পর ব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ওগুলো হাতছাড়া করা চলবে না।

বিশ্বস্ত এক কর্মচারীকে বাকবোর্ড আনতে পাঠাল মার্করী। কপাল ভাল হলে অ্যাপাচিটো আসার আগেই ক্যাভালরি পোস্টে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা টাকাসহ। একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে চিন্তা নেই।

দিনের লেনদেনের হাজার হাজার ডলার নিয়ে হলো মুশকিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টাকা পয়সা কোথায় রাখবে কি করবে ভাবতে গিয়ে মার্করীর মাথা গরম হওয়ার জোগাড় হলো। শেষে সে সিদ্ধান্তে এলো দুহাতে কাচিয়ে যা পাওয়া যায় সব নিয়ে

ব্যাঙ্কের মজবুত সেফের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবে। যেকজন কর্মচারী অবিবাহিত, এখনও পালায়নি, তাদের কাজে লাগিয়ে দিল মার্করী। প্রত্যেকের চোখ বারবার ঘুরে আসতে লাগল দেয়ালে ঠেস দেয়া গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকের ওপর। কান খাড়া সবার– ঘোড়ার খুরের দূরাগত আওয়াজ শোনার জন্যে।

'পড়ে গেলে তোলার দরকার নেই,' কর্মচারীদের তাড়া দিয়ে বলল মার্করী। 'সেফটা নাম করা কোম্পানির, ওরা হয়তো ভাঙতে পারবে না। ওটাতে ঢোকাও যা পারো।'

বেশির ভাগ টাকাই সেফে ভরা হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের সামনে বাকবোর্ড থামার আওয়াজ পেল সে। পেয়েই আর দেরি করল না, বন্ধ করে দিল সেফের দরজা। তালা মেরে বেরিয়ে এলো বাইরে। ব্যাঙ্কের দরজা অভ্যেস বশে বন্ধ করতে গিয়ে তার মনে পড়ল আজ আর সে প্রয়োজন নেই।

নিজের ঘোড়ায় চেপে বসল মার্করী। উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল বাকবোর্ডের পাশে। ফাঁসি দেয়ার কটনউড গাছটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ছুটে চলল বাকবোর্ড। দক্ষিণে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে ধুলোর মেঘ। আসছে অ্যাপাচিটো! লোকটা যাতে আগে সেফ খোলার পেছনে সময় নষ্ট করে, মনে মনে প্রার্থনা করল মার্করী। ঈশ্বর ধারেকাছে ছিলেন না, শুনলেন না তিনি তার কথা। সার্কাসের ওয়্যাগনগুলোর কাছে এসে পাথরের গুঁতোয় ভেঙে গেল বাকবোর্ডের চাকা।

আউট-লরা ঘোড়ায় চড়ে বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে এগোল যেন তাদের বাবার রাস্তা। রাইফেল কক করে রেখেছে প্রত্যেকে। সবার চোখ এদিক ওদিক ঘুরছে হামলাকারীর দেখা পাবার আশায়। সবার সামনে আসছে অ্যাপাচিটো আর তার ডানহাত লোকো। ভালুকের মতো বিশালদেহী লোক সে। আধা শ্বেতাঙ্গ আধা

নিগ্রো। গায়ের চামড়া চিনে বাদামের মতো। নিষ্ঠুরতায় শোনা যায় অ্যাপাচিটোর সমকক্ষ। কোমরে একটা ·৪৫ ঝোলায় সে। আজ পর্যন্ত ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে ফিরতে পারেনি কেউ।

ভ্রূ কুঁচকে ফাঁকা রাস্তা আর নীরব বাড়িগুলো দেখল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'লক্ষণ আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না, অ্যাপাচিটো। বড় বেশি চুপচাপ। মনে হচ্ছে শহর ফাঁকা করে চলে গেছে সবাই।'

'তুমি খামোকা চিন্তা করো, অ্যামিগো,' জবাবে বলল আউট-ল চীফ। একটু ঝুঁকে চাপড়ে দিল সাগরেদের হাঁটু। 'তুমি তো জানো বিছানার তলায় লুকিয়েছে সবাই। অ্যাপাচিটোর দলের সামনে কেউ পড়তে চায় না।'

'সেক্ষেত্রে বলতে হবে সবার ঘোড়াগুলোও বিছানার তলায় লুকিয়েছে,' শুকনো গলায় বলল লোকো। বসের মতো আত্মগর্বে অন্ধ নয় সে। খালি হিচরেইল দেখিয়ে বলল, 'একটা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ? আমি একটা বাগি বা ওয়্যাগন দেখিনি এখন পর্যন্ত। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা!' মাথা নাড়ল অ্যাপাচিটো। কিন্তু সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠল কুঁতকুঁতে দুচোখে। বলল, 'ঘোড়াগুলো সম্ভবত ওরা লুকিয়ে রেখেছে যাতে আমরা নিয়ে যেতে না পারি। এটাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক,' একমত হলো লোকো, 'যদি কেউ আগেই আমাদের আসার কথা ওদের জানিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে কেউ জানাবে কি করে?'

হাঁটুতে চাপড় মারল অ্যাপাচিটো। পরমুহূর্তে হাতের তালুতে ঘুসি। 'সত্যি তো! ঠিকই বলেছ!' পেছন ফিরে দলের দিকে চেয়ে লোকোকে সে বলল, 'যদি এই হারামজাদাদের একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তাহলে…'

'তা করবে কি করে, অ্যাপাচিটো?' বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল লোকো। 'তুমি সিংহের তাড়া খেয়ে ফিরে আসার পর ক্যাম্পের গেট খোলার আগে আমরা কেউ আর বাইরে বেরইনি। আর যখন বেরই বেরনোর পর সবসময় একসাথে ছিলাম।'

'কি ঘটেছে এখনি বোঝা যাবে,' বলল অ্যার্পাচিটো। 'এই যে ব্যাঙ্ক।'

স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল আউট-লরা। মিলিটারিদের মতো লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল। সবকিছু প্ল্যান করাই আছে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খল ভাব নেই। ব্যাঙ্কের দুধারে অবস্থান নিল তারা। ভেতর থেকে আক্রমণ এলে ঠেকাবার জন্যে রাইফেল হাতে তৈরি। দুজন করে একেকটা ক্রোবার নিয়ে ব্যাঙ্কের দুদিকে চলে গেল দরজা ভাঙার জন্যে।

অ্যাপাচিটোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের সদর দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো লোকো। দুজনের দু গুলিতে খুলে গেল দরজা। 'বন্ধ ছিল!' বলল লোকো। 'তারমানে কেউ সতর্ক করে দিয়েছে। নাহলে দিনের বেলা বন্ধ থাকত না।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। কাউকে দেখতে না পেয়ে কিছুটা বিস্মিত। আউট-লদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ডলার! মেঝেতে ডলার পড়ে আছে!' সে আর কয়েকজন মিলে কুড়িয়ে পকেটে ভরতে লাগল।

দৌড়ে ব্যাঙ্কের কাউন্টারের ওপাশে চলে গেল অ্যাপাচিটো আর লোকো। দেখল ড্রয়ার থেকে সেফ পর্যন্ত মেঝেতে পড়ে আছে টাকা আর খুচরো কয়েন। 'ওদের আগেই সতর্ক করা হয়েছে,' বলল গম্ভীর অ্যাপাচিটো। 'তবে সেটা বেশিক্ষণ আগের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। টাকাপয়সা ঠিক মতো সেফে ভরার সময় পায়নি দেখা যাচ্ছে।'

সেফটার বিরাট চেহারা দেখে মাথা নাড়ল লোকো। 'জানি না

পারব কিনা, অ্যাপাচিটো, ডিনামাইট দিয়ে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এত বড় সেফ আগে কখনও খুলিনি আমরা।'

বাইরে গিয়ে স্যাডল ব্যাগ থেকে ডিনামাইট নিয়ে এলো লোকো। ক্যাপ আর ফিউজ লাগিয়ে রাখল সেফের পাশে। আগুন দেয়ার আগেই একজন আউট-ল বলল, 'চীফ, এই লোকটা বলছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কি একটা নাকি তথ্য আছে বেচার মতো।' রাইফেল ধরে আছে সে নোংরা পোশাক পরা ভিখিরির মতো লোকটার পিঠে।

'আমার কাছে কোন অস্ত্র সেই, চীফ,' অ্যাপাচিটোকে এগোতে দেখে বলল লোকটা। 'আমি গরীব মানুষ। অস্ত্র কেনার সাধ্য নেই। চুরি যে করব একটা তাও পারব না আমি এতই কাপুরুষ। কিন্তু চীফ,' চকচকে চোখে অ্যাপাচিটোর দিকে তাকাল সে, 'আমার কাছে মূল্যবান একটা তথ্য আছে। ওটা জানার জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে রাজি হবে তুমি। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'কি বলার আছে বলে ফেলো।'

'তুমি বলোনি যে টাকা দেবে। কত টাকা তাও বলোনি।'

'তথ্য মূল্যবান হলে দাম দেব সোনায়। আর না হলে,' হোলস্টারে চাপড় মারল অ্যাপাচিটো, 'দাম দেব সীসায়। বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি মুখ খোলো।'

'ঠিক আছে, চীফ।' রাজি হয়ে গেল লোকটা। 'তুমি আসলে এখানে সময় নষ্ট করছ।' সেফটা দেখাল সে। 'ওটার মধ্যে প্রায় কিছুই নেই। আমি জানি টাকা আসলে কোথায় আছে।'

'ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট তো তোমার বাপ হয় যে যাওয়ার আগে বলে গেছে। সীসার বদলে সোনা চাইলে যা জানো তাড়াতাড়ি করে বলে ফেলো।'

'জ্বী, স্যার, চীফ,' মাথা নোয়াল লোকটা। 'এক ঘণ্টা আগে

এক লোক এসে বলেছে তোমরা আসছ। তারপরই নাকি কাকে খুন করতে যাবে। তোমরা তখন পাহাড়ে কফি খাচ্ছিলে। লোকটার মুখে একথা শুনেই শহরের লোক সব পালিয়েছে।'

'টাকার কথায় আসো,' তাড়া দিল অ্যাপাচিটো।

'ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট তখন একটা বাকবোর্ডে করে পালিয়েছে। টাকা নিয়ে সে কোথায় গেছে তা একমাত্র আমিই বলতে পারি।'

'পারো তো বলে ফেলো। আমার সময়ের দাম আছে।'

'কত চীফ?' সরাসরি অ্যাপাচিটোর চোখের দিকে তাকিয়েও দৃষ্টি নামিয়ে নিল লোকটা।

'খবর উপযুক্ত হলে এখানে যা আছে প্রায় তার সব।'

বাউ করল লোকটা। 'প্রেসিডেন্ট আধ মিলিয়ন ডলার ভরা একটা বাক্স নিয়ে ক্যাভালরির কাছে যাচ্ছে।'

নড়ল না অ্যাপাচিটো। 'তুমি জানলে কি করে?'

'সবাই জানে। একটা ওয়েলস ফারগো কোচে করে টাকাটা আজই এসেছে এল পেসোর একটা ব্যাঙ্ক থেকে।'

'কোনদিকে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট?'

'পশ্চিম-উত্তর।'

'লোকো,' ঘুরে দাঁড়াল অ্যাপাচিটো, 'কয়েকজন বাদে বাকি সবাইকে আমার পেছনে আসতে বলো। এখানে যা পড়ে আছে তা থাক, ওরা সংগ্রহ করে রাখবে। আগে আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কথা বলব।'

'আর আমার পাওনা?' উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল খবরটা যে দিয়েছে সে লোকটা।

জবাবে ড্র করল অ্যাপাচিটো অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। লোকটার কপালে গুলি করে বলল, 'এই যে নাও তোমারটা। দামটা সীসায় দিলাম।'

'কাজটা কেন করলে, অ্যাপাচিটো?' খানিকটা অবাক হয়ে

জানতে চাইল লোকো।

'কারণ, লোকো, এই লোক যে কারও কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এক ডলার বেশি পেলে আমাদের খবর সে আর কাউকে বেচবে। যে লোক বিক্রি হয়ে যায় তার চেয়ে নীচ লোক আর একটাই হয়– যে লোক সহজেই বিক্রি হয়ে যেতে পারে।'

তেরো

একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে চারপাশে তাকাল মার্করী। ভরসা পাবার মতো কিছু দেখল না। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বাকবোর্ডের চাকা। আপন মনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আর কোন আশা নেই। এবার মহা আরামে এসে ধরবে আমাদের অ্যাপাচিটো।'

'তোমরা কোন পথে এসেছ ওরা জানবে কি করে?' জানতে চাইল ড্যান্ডি।

'জানবে। ইনফর্মার আছে লোকটার সবখানে। এখন একমাত্র উপায় করা যেত যদি বাক্সটা লুকিয়ে ফেলা যেত। ব্যাঙ্ক তাহলে বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করত।'

'কত?' ড্যান্ডির চোখ দেখে মনে হলো এখুনি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

'পঁচিশ হাজার ডলার।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বাধা দিল সার্ডিন। তাকাল ড্যান্ডির দিকে। 'বুঝতে পারছি তোমার মাথায় এখন কি চলছে। একবার যদি

অ্যাপাচিটো টের পায় যে তুমি ওটা লুকিয়েছ তাহলে তোমার বউ বাচ্চার ওপর অত্যাচার করে খবরটা বের করতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না ওর। আমি ওর কীর্তিকলাপ আগেও দেখেছি।'

'হাতে সময় থাকলে একটা না একটা ব্যবস্থা করা যেত,' বলল রে জনসন।

হ্যাঙভিল শহরের দিক থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। জবাবে গর্জন ছাড়ল এলমার। ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে সিংহটা।

'হাতে সময়টা নেই,' শুকনো গলায় বলল মার্করী। মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বাকবোর্ডের ড্রাইভার হব্। সামান্য কাটাছেঁড়া ছাড়া আর কোথাও জখম হয়নি লোকটা।

আঙুলে তুড়ি বাজাল সার্ডিন। তাকাল মার্করীর দিকে। বলল, 'এক কাজ করো। বাগির একটা ঘোড়া লীড করে তোমার ঘোড়াটা ছোটাতে থাকো যত দ্রুত পারো। অ্যাপাচিটোর শরীরে ইন্ডিয়ান রক্ত আছে। নিঃসন্দেহে ও তোমাকে অনুসরণ করবে। মনে করবে দ্বিতীয় ঘোড়াটায় আছে আধ মিলিয়ন। এই যে বাড়তি সময়টা আমরা পাচ্ছি এর মধ্যে একটা বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। ঝর্নার ধারে ঝোপের আড়ালে কোথাও বাক্সটা আমরা লুকিয়ে রাখতে পারব। তারপর পাহাড়ে গিয়ে তুমি ওদের বোকা বানিয়ে ফিরে এসে হয়তো ওটার দায়িত্ব বুঝে নিতে পারবে।'

'ড্যান্ডি ডারউইনের কফিন,' হঠাৎ করে বলল জনসন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'ওটাতে ভরে টাকাগুলো গায়েব করে দেয়া যায় না?'

'যায়...কিন্তু...' সম্ভাবনাটা বিচার করে থতমত খেয়ে গেল ড্যান্ডি।

'ওরা আসছে!' সাবধান করার ভঙ্গিতে কম্পিত কণ্ঠে বলল হব্। বাকবোর্ড থেকে ঘোড়াটা ছোটানোর কাজে ব্যস্ত সে। কাজটা সারা হতেই ঘোড়াটা লীড করে ছুটল মার্করী ক্যাভালরি পোস্ট

বরাবর।

ড্যান্ডি চেঁচাল। 'বাক্সটা নিয়ে আসো, আমি কফিন তৈরি করছি।'

হব্, সার্ডিন আর জনসন মিলে নদীর পাড়ে ভেঙে পড়া বাকবোর্ড থেকে বাক্স আনতে ছুটল। ট্রাঙ্কের মতো বাক্সটা। ঢাল বেয়ে তিন জনে বয়ে আনতে খুব একটা অসুবিধা হলো না।

'ড্যান্ডিকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়?' জানতে চাইল সার্ডিন।

'একটা ফুটো পয়সা দিয়ে।' এক কথায় জবাব দিল জনসন। 'কিন্তু আপাতত লোকটাকে বিশ্বাস না করে কোন উপায়ও নেই।'

লিমা আর লরা মিলে তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঁচু করে দিল। মায়রা আর হাঙ্কের সাহায্য নিয়ে কফিনটা বের করল ড্যান্ডি। নামিয়ে রাখল এক কালে যেখান দিয়ে বয়ে যেত খরস্রোতা নদী।

'ভাঙা বাগির কাছে ওরা পৌঁছে গেছে,' হতাশ হয়ে বলল হব্।

'তাড়াতাড়ি করো,' বলল ড্যান্ডি উৎকণ্ঠিত স্বরে। 'সাবধানে কফিনে ভরবে। আমি চাই না আমার কফিনের বারোটা বাজুক। তলী ছুটে গেলেই সর্বনাশ।' কফিনে বাক্সটা রাখা হতেই সে বলল, 'এবার তোমরা ঘুরে দাঁড়াও। আমি কোটি টাকার বদলেও জাদুটা শেখাব না।'

এদিকে নদীর তীরে প্রায় পৌঁছে গেছে অ্যাপাচিটোর দল। চেঁচাচ্ছে তারা। গুলি ছুঁড়ছে শূন্যে। ঢাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। একটা গুলি লাগল কফিনের গায়ে। হাউমাউ করে উঠল ড্যান্ডি।

'টাকার বাক্স কফিনে লুকাচ্ছে!' অ্যাপাচিটোর গলা পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা এত বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও।

দু'হাতে গুলি ছুঁড়ে লোকগুলোকে সামনে বাড়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবার সুযোগ দিল সার্ডিন আর জনসন। মুহুর্মুহু আগুন ঝরাচ্ছে সার্ডিনের দশ ইঞ্চি ব্যারেলের সিক্সগান। লোকটার

লক্ষ্যভেদে পারদর্শিতা দেখে রীতিমতো শ্রদ্ধাবোধ জেগে গেল জনসনের মনে। একই মনোভাব সার্ডিনের। নদীর তীর ধরে নামার আগেই ছয় জনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল ওরা দুজন। তবে এটাও বুঝতে পারল ঠেকাতে পারবে না ওরা লোকগুলোকে।

'আমাদের চুক্তি শেষ,' বলল জনসন। 'আমি চেষ্টা করব অ্যাপাচিটোকে শেষ করতে। লোকটা মরলে হয়তো বাকিরা পিছু হটবে। এটাই আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায়।'

রিলোড করছে সার্ডিন। জবাব দিল না। তার চেহারায় একই সঙ্গে উপলব্ধি আর জেদ ফুটে উঠল।

হঠাৎ মোড় নিয়ে ঘুরে সরে যেতে লাগল অশ্বারোহীদের দল। চেঁচিয়ে বলল তাদের একজন কি যেন। দূরত্ব বেশি বলে জনসনরা শুনতে পেল না। ফলে সতর্ক হওয়ার প্রথম সুযোগটা হারাল ওরা। তারপরও আপ্রাণ চেষ্টায় নদীর পাড় ধরে উঠে এলো ওরা। সার্ডিন আগে জনসন পরে। একটুর জন্যে চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল জনসন। ড্যান্ডি আর তার পরিবারও বাদ গেল না; তবে তারা উঠল ওপারে। সার্ডিনকে পাশ কাটিয়ে আগে উঠে গেল এলমার। যাবার সময় ওর গায়ে লেজের বাড়ি মেরে গেল।

'ফ্ল্যাশ ফ্লাড!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোন মতে বলল ড্যান্ডি। 'আমার কফিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হায় হায়! গেল আমার সব!'

পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পানি। প্রতি মুহূর্তে আরও পানি যোগ হচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। বাজ পড়া মরা গাছগুলোকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে। প্রথম ঢেউটা এলো দু'মানুষ সমান উঁচু। ভাসিয়ে নিল ড্যান্ডির স্টেজ। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা মুহূর্তে। তারপরের ঢেউটা আরও বেশি। এলমারের লোহার খাঁচা, খেলা দেখাবার যন্ত্রপাতি আর কফিন গায়েব হয়ে গেল প্রবল জলরাশির তলায়। শীর্ণ স্রোতস্বিনিটি প্রমত্তা সেই নদীর আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। ড্রেসিং তাঁবু টাঙানো হয়েছিল, ভেসে

গেল ওটা। ওটার সামনেই মাঝ স্রোতে নাক জাগাল কালো একটা চৌকো বাক্স। 'কফিন! আধ মিলিয়ন!' জনসনের উদ্দেশে বলল সার্ডিন অবিচলিত কণ্ঠে। পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে ওরা। ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে বাক্সটা। সগর্জনে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কূল ছাপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটুর জন্যে ড্যান্ডির ওয়্যাগনগুলো রক্ষা পেল। নদীটা দেখে মনেই হয় না একটু আগেও একটা সাধারণ ঝর্নার মতো বয়ে যাচ্ছিল।

'একটু বসো, আর পারি না,' ধপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল সার্ডিন। তার পাশেই হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জনসন।

একটু দম ফিরে পেয়েই বলল, 'জীবনে কখনও বোধহয় এতটা বোকামি তুমি করোনি আজ যা করলে। ঘোড়াগুলো ওপারে রয়ে গেছে। এখন আমাদের আশা করে বসে থাকতে হবে যে ফ্ল্যাশ ফ্লাড শেষ হলে কফিনটা এপারে কোথাও আটকাবে।'

ওপারে এতক্ষণ ড্যান্ডিও ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। এবার সে দুহাত মুখের কাছে এনে বলল, 'আমি আর পারব না। তোমরা এগিয়ে যাও; ঈশ্বর তোমাদের শক্তি দিন। পারলে আমার কফিনটা খুঁজে বের কোরো। আমি গিয়ে দেখি সার্কাসের সরঞ্জাম কতটা উদ্ধার করতে পারি।'

শেষ একবার হাত নেড়ে নদীর উজানে ফিরে চলল ড্যান্ডি। আবার নদীর ভাটির দিকে এগোল জনসন আর সার্ডিন। এবার হাঁটছে ওরা। কোথাও আউট-ল বা কফিনটার দেখা নেই।

'কফিনটা যদি এপারেই ঠেকে তাহলেই বা কি হবে কিছু ভেবেছ তুমি?' বলল জনসন। 'আমরা যখন ওটা পানি থেকে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত তখন আরামসে আমাদের গুলি করে মারবে অ্যাপাচিটোর লোকরা। আর যদি ধরে নিই সন্ধে নাগাদ ফ্ল্যাশ ফ্লাড কমে যাবে তাহলে সেপর্যন্ত অপেক্ষা করলে ঘোড়া নিয়ে

এপারে চলে আসবে ওরা।'

'আমি জানি,' জবাবে বলল সার্ডিন। 'প্রত্যেকটা সমস্যা নিয়ে আমি ভেবেছি, কিন্তু একটারও সমাধান নিয়ে আমার ভাবা হয়নি।'

'হবে?'

'সময় পাওয়া গেলে তবে না। অ্যাপাচিটো সেই সময় আমাদের দেবে বলে বসে নেই।' জঞ্জালপূর্ণ পানির তোড় দেখাল সার্ডিন। ইতিমধ্যেই ফুট দুয়েক উচ্চতা কমেছে পানির। 'ধরো কফিনটা পেলাম আমরা। তারপর? ওদের ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে পারব?'

'যা হবার হবে ভেবে কি লাভ।' উদাসীন গলায় বলল জনসন। 'পাশে পেয়েছি তোমার মতো একটা বুদ্ধুকে, দুর্ভোগ তো সইতে হবে প্রথম থেকেই জানি।'

'সাধারণ এক বাউন্টি হান্টারের মুখে এসব কথা মানায় না।' গম্ভীর চালে বলল সার্ডিন। তারপরই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা,ড্যান্ডি আমাকে চিন্তিত করে তুলছে। তোমার কি মনে হয় না লোকটা কোন চাল খাটিয়ে থাকতে পারে?'

'যেমন?'

'ও যেরকম টাকার কাঙাল, এত সহজে কফিনটা অনুসরণ করা ছেড়ে দেবে?'

মাথা নাড়ল জনসন। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। হাঁপিয়ে গেছিল লোকটা।' একটু থামল ও। তারপর বলল, 'যে ঝুঁকি নিয়ে সে জুয়াচুরি করে তাতে করে মনে হয় টাকার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে রাজি। লোকটার হঠাৎ হাল ছেড়ে দেয়া সন্দেহজনক।'

'যাই হোক,' হঠাৎ এক পর্দা চড়ে গেল সার্ডিনের গলা। 'ওই যে কফিনটা!'

চোদ্দো

মিসফরচুন মাউন্টিনের গা ঘেঁষা মাহোরার ফুটহিলগুলো আসলে ফুটহিলই নয়। টিলার কোন বৈশিষ্ট্য নেই ওগুলোর মধ্যে। এক সময় যদিও টিলাই ছিল; তারপর প্রাগৈতিহাসিক কোন বিপর্যয়ে ভাঙাচোরা মস্ত পাথর খণ্ডে পরিণত হয়েছে। একটা নয়, এরকম হাজার হাজার পাথর খণ্ড দাঁড়িয়ে আছে মিসফরচুনের খাড়া গায়ের সামনে।

এগুলোর মাঝ দিয়েই বয়ে গেছে নদী, খাড়া দেয়ালের পাশ ঘেঁষে। কোন পাথর বড় কোনটা বা ছোট।

নদীর বুকে মাথাচাড়া দেয়া তেমনি একটা চ্যাপটা ছোট পাথরের গায়ে আটকে আছে কফিনটা। স্রোতের তোড়ে পেছন দিকটা এদিক ওদিক নড়ছে অবিরত। একবার পাথরটাকে পাশ কাটাতে পারলেই স্রোতের টানে এগিয়ে যাবে আবার। তীরে দাঁড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল সার্ডিন। দূরত্ব বেশি। এবার যতটা সম্ভব ঝুঁকে চেষ্টা করল, দু' আঙুলের জন্যে পারল না। তুলতে পারলেও রাখবে কোথায় সে চিন্তাটা মাথায় এলো ওদের। ওরা যে সরু জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে ফুট দু'তিনেক পেছনেই মিসফরচুনের খাড়া দেয়াল। কফিনের মতো বাক্স আকৃতির বড় জিনিস রাখার জায়গা এটা নয়।

ওদিকের তীরে সূর্যের আলোর ঝিলিক দেখা গেল একটা রাইফেলের ব্যারেলে। গুলির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো

মিসফরচুনের গায়ে। সার্ডিনের মুখের কাছে লেগে স্যান্ডস্টোনের কুচি ছড়াল বুলেটটা।

পাথরের আড়ালে সরে এসে তিক্ত চেহারায় পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কফিনটা পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়তে আরম্ভ করেছে। ফ্লাশ ফ্লাডের উচ্চতা কমলেও গতি এবার বেড়ে গেছে অনেক। কারণটা বোঝা গেল। ক্লিফের গায়ে একটা গর্তমতো আছে, সেখান দিয়ে হুড়মুড় করে যাচ্ছে পানি। কফিনটা ওদের অসহায় চোখের সামনে বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে গর্তের ভেতর হারিয়ে গেল।

হর্ষধ্বনি করে উঠল ওপারের আউট-লরা। সাবধানে উঁকি দিল জনসন। রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে দূরে রেখে আসা ঘোড়াগুলোর দিকে ছুটছে আউট-লরা। কিছুক্ষণ পরই আর কাউকে দেখা গেল না।

'আমি নিশ্চিত যে আমরা না জানলেও ওরা জানে পানি কোথায় যাচ্ছে,' বলল সার্ডিন।

'আমরাও একটা ব্যাপার জানি যেটা ওরা জানে না,' জবাব দিল জনসন।

'কি সেটা?'

'কফিনের ভেতর টাকা নেই। মনে পড়ে আমরা যখন বয়ে আনছিলাম কত কষ্ট হয়েছিল? অথচ কফিনটাকে পানির বেশ ওপরে ভাসতে দেখেছি আমরা। ড্যান্ডি ডারউইনকে বিশ্বাস করে বোকার মতো কফিনের পেছনে ছোটাই উচিত হয়নি আমাদের!'

শান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে ড্যান্ডি। একটু আগের সেই পরিশ্রান্ত চেহারার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই তার এখনকার চেহারায়। চোখ চকচক করছে তার। হাতের মুঠো বারবার খুলছে বন্ধ করছে যেন বিরাট কিছু একটা প্রাপ্তির সম্ভাবনায়।

নদীর ধারে উবু হয়ে বসে আছে হাঙ্ক। ড্রেসিং তাঁবুটা উদ্ধার করেছে। তার ওপর প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার মতো হলো তার। 'তেমন একটা ক্ষতি হয়নি আমাদের সাজ সরঞ্জামের,' ড্যান্ডি পাশ কাটানোর আগেই বলল হাঙ্ক। 'শুধু স্টেজটার বারোটা বেজে গেছে।'

'এসব এখন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়,' অধৈর্য প্রকাশ পেল ড্যান্ডির কণ্ঠে। 'টেন্টটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।' কথা শেষে আগের চেয়ে জোরে হাঁটতে লাগল সে। ফিরে চলেছে ওয়্যাগনগুলোর দিকে। ক্যানভাসের তাঁবু কাঁধে ফেলে তার পিছু নিল হাঙ্ক। নদীতে এখন বড়জোর হাঁটু সমান পানি। কাদার মধ্যে মায়রা, লিমা আর লরাকে পেল ওরা। মেয়েরা হারানো সরঞ্জাম খুঁজছে।

'আমরা জনসনের রাইফেল আর তিনটে পিস্তল খুঁজে পেয়েছি,' ড্যান্ডিকে দেখে দূর থেকে চেঁচিয়ে জানাল মায়রা। 'কপাল ভাল এগুলো ভেসে যায়নি।'

'চারটে পিস্তল!' উত্তেজিত হয়ে বলল লরা। এইমাত্র একটা পেয়েছে সে।

'হয়েছে, বাদ দাও খোঁজাখুঁজি,' বলল ড্যান্ডি। 'এই বাজপড়া এলাকায় আর এক মুহূর্ত নয়। প্যাকিং করা শুরু করো, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা রওয়ানা হচ্ছি।'

অবাক হয়ে গেল সবাই। 'কালকে পারফরমেন্স দেখানোর জন্যে আমরা থাকছি না?' জানতে চাইল বিস্মিত মায়রা। 'তাছাড়া জনসন আর তার বন্ধুর কি হবে!'

'আমি কী বলেছি শুনেছ তুমি,' আচমকা কঠোর হয়ে গেল ড্যান্ডির গলা। 'ওরা ইচ্ছে করলে পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।' এবার সে হাঙ্কের দিকে মনোযোগ দিল। 'ট্রাপিজ খুলে নাও, কিন্তু তৈরি থাকবে; আমি ডাকলেই ছুটে আসতে হবে।'

কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল লোকটা।

কাদাময় নদীতে নেমে একটা লাঠি হাতে মহা ব্যস্ত হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল ড্যান্ডি। ট্রাপিজের পোলের সাথে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব সবসময় বজায় রাখছে। হঠাৎ লাঠিটা শক্ত কিছু একটাতে বাধতেই হাঙ্কের নাম ধরে ডাকল সে। 'হাঙ্ক, আঁসো তো একবার এদিকে!'

ট্রাউজারের বারোটা বাজিয়ে নদীতে নামল হাঙ্ক। ঠিক এ জায়গাটাতেই কফিনের ভেতর থেকে টাকা গায়েব করে দিয়েছিল ড্যান্ডি। হাতড়ে হাতড়ে একটা ট্র্যাপ ডোর খুলল দুজন। ডোরটা খুলতেই তলায় দেখা গেল চকচকে স্টীলের ওয়াটারপ্রুফ সেই টাকার বাক্স। দুজনে ধরে বাক্সটা ওয়্যাগনের কাছে নিয়ে এলো ওরা।

উত্তেজনায় মুখে হাত চাপা দিল মায়রা। ফিসফিস করে যেন নিজেকেই শোনাল। 'টাকার বাক্স! আধ মিলিয়ন ডলার!'তারপর কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। 'তোমার মতলবটা কি, ড্যান্ডি? টাকা এখানে জেনেও তুমি ওদের পাঠালে কেন? ড্যান্ডি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মায়রার। 'তুমি কি ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেবার তাল করছ নাকি!'

ভীষণ দুঃখ পেয়েছে এরকম মুখভঙ্গি করতে গিয়েও বউয়ের বকার ভয়ে চেহারা স্বাভাবিক রাখল ড্যান্ডি। একহাতে কপাল চাপড়াল। 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। আমি ওরকম একটা জঘন্য কাজ করব তা তুমি ভাবতে পারলে কি করে! জুয়াতে একটু চুরি করি বলে আমাকে তোমার এতই নীচ ছোটলোক বলে মনে হয়? ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের কথা মনে নেই? টাকা ফিরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার পঁচিশ হাজার ডলার। আমার কফিনের খেলায় টাকা বেঁচেছে কাজেই এ টাকা আমার একার প্রাপ্য। ট্রাঙ্ক বয়েছে বলেই আমি সবাইকে এর অংশ দিতে যাব

কেন!'

রেকর্ড সময়ে যাত্রার জন্যে ওয়্যাগন তৈরি করে ফেলল ওরা। জনসনের ঘোড়াটা রেখে গেল যেন অনুসরণ করতে পারে।

'তুমি কাজটা ভাল করলে না,' অনুযোগ করল মায়রা। 'জনসন বুঝবে কি করে আমরা কোনদিকে গিয়েছি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতিষ্ট হয়ে বলল ড্যান্ডি, 'ওর স্যাডলে একটা নোট রেখে যাব আমি।' পেন্সিল আর কাগজ বের করে তড়িঘড়ি করে লিখল সে। 'আউট-লরা ফিরে এসে প্রতিশোধ নেবে এই চিন্তায় মহিলারা এতই আতঙ্কিত যে সরে যেতে হলো আমাকে। যেদিক থেকে এসেছিলাম সেদিকে, অর্থাৎ উত্তর দিকে চললাম। তোমার ইচ্ছে হলে সঙ্গে আসতে পারো। সার্কাসের চুক্তিটা বহাল থাকল।'

কাগজটা স্যাডলে গুঁজে ড্যান্ডি ফিরতেই আতঙ্কে চেঁচাল মায়রা। 'ও-ওটা কি!'

বসের নির্দেশে চার্লির মৃতদেহ ড্যান্ডির ওয়্যাগনে তুলছে হাঙ্ক নির্বিকার চেহারায়।

'ওটার দাম তিন হাজার ডলার,' বলল ড্যান্ডি। 'যাওয়ার পথে শেরিফের কাছ থেকে টাকাটা আমি নিয়ে নেব··· মানে জনসনের জন্যে সংগ্রহ করে রাখব।'

'এখানে রেখে যাচ্ছ না কেন?' যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। 'জনসন ফিরলেই পাবে ওকে।'

জবাব তৈরিই ছিল, ঝেড়ে দিল ড্যান্ডি। 'শকুন লাশের নাগাল পেলে আর চেনার মতো কিছু থাকত না তাই দয়া করে নিয়ে যাচ্ছি।'একটু থেমে বলল, 'হয়েছে তোমার বোকার মতো প্রশ্ন করা? তাহলে চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি আমাকে এখনও বলোনি আমরা কোনদিকে যাচ্ছি।'

'সোজা দক্ষিণে,' বলল ড্যান্ডি, 'ক্রেযি উয়োম্যান পাস ধরে।'

'কফিনটা খালি থাকার কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, পেকোস নদীর পশ্চিমে সবচেয়ে দুঃখী লোক হবে ওই ড্যান্ডি ডারউইন,' গম্ভীর চেহারায় বলল সার্ডিন।

'একেবারে আমার মনের কথা।' সায় দিল জনসন।

চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর বসে আছে ওরা দুজন। পানি আরও নামলে তখন নদী পার হবে। কফিন খালি এ সন্দেহটা জাগলেও ওরা চায় নিশ্চিত হতে, ফলে কফিনের পিছু ধাওয়া করার পরিকল্পনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেনি।

আগের চেয়ে দ্রুত নামছে পানির উচ্চতা। পাক খেয়ে কফিনটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল সেখানে এখন একটা টানেলের মাথা জাগতে দেখা যাচ্ছে। পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা কাঠ ধরে পানির উচ্চতা মাপল জনসন।

'কোমর সমান। তার বেশি নয়। আর কয়েক মিনিট পর গুহাটায় ঢোকা যাবে।'

'আর কয়েক মিনিট পর লম্পটের দল, তোমরা ঢুকবে জেলখানার নিরাপদ আশ্রয়ে,' বলল কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর।

তীরে দাড়িয়ে জনসনের ওপর রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ গিবসন। তার পাশে শটগান হাতে ডেপুটি ম্যাক্স। তাদের পেছনে আরও দুজন নয়া ডেপুটিকে দেখা গেল; চারটে ঘোড়ার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

'বের হওয়ার পর থেকেই তোমাকে খুঁজছি,' রাগে চেহারা বিকৃত করে বলল ম্যাক্স। 'সার্কাসের লোকটা তোমার বর্ণনা শুনে বলল এদিকে তোমাকে সে দেখেছে।' শটগান নাড়ল সে। 'এবার ঘাড়ের ওপর দুহাত রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসো দেখি। সাবধান! গুলি করতে একবিন্দু দ্বিধা করব না আমি।' সার্ডিনের দিকে অস্ত্র তাক করল সে। 'তুমিও এসো। ভুল করলেই মরবে।'

'আমার কি দোষ,শেরিফ?' প্রতিবাদ জানাল সার্ডিন।

'কি দোষ সেটা খুঁজে দেখব পরে। আগের কথা হলো তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। এটাই কম বড় দোষ কিসের!'

'ওর সঙ্গে! আমি!' আকাশ থেকে পড়ল সার্ডিন। 'ওর পোশাক দেখেছ! মেক্সিকান পঞ্চো। তুমি কি করে ভাবলে আমার মতো একজন সুবেশী ভদ্রলোক ওর সঙ্গে একটা কিছুতে জড়িয়ে পড়বে। ফ্ল্যাশ ফ্লাডে স্রেফ আটকে গেছি এক সঙ্গে। ব্যস, এর বেশি কিছু না।'

'হয়তো তাই,' বলল অপ্রভাবিত শেরিফ। 'তবে তুমিও সঙ্গে আসছ। কোথায় যেন পড়েছি তোমার মতো গালে কাটাচিহ্নওয়ালা এক লোকের কথা।'

'আর পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই ডার্টি ড্যান, শেরিফ বড় বেশি চালাক,' সার্ডিনের উদ্দেশে চাপা গলায় বলল জনসন। 'তার চেয়ে মালটা কোথায় লুকিয়েছি বলে দিলে হয়তো একটু ছাড় পাওয়া যাবে।'

'মাল! কিসের? লুটের?' শেরিফের চেহারায় মুহূর্তের জন্যে লোভের ছায়া খেলে গেল।

'ডলার।' তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ডলে দেখাল জনসন। 'এতই যে আমরা দুজন ঠিক করেছিলাম সাউথ আমেরিকায় যাব। রাজার মতো জীবনযাপন করতে পারতাম; কাজ করতে হতো না কখনও। প্রায় রওয়ানা হয়েই গিয়েছিলাম, কিন্তু হতচ্ছাড়া এই ফ্ল্যাশ ফ্লাড এসে আটকে দিল। নাহলে…' চিন্তিত চেহারায় পেছনে দাঁড়ানো দুই ডেপুটির দিকে তাকাল সে। 'টাকাটা চার অংশে ভাগ করলে অবশ্য ভাগে অনেক কম পড়বে।'

ঘুরে দুই ডেপুটির দিকে তাকাল গিবসন। কথা বলার সময় গলা চড়ে গেল অজান্তেই। 'সিউট আর জেমস, তোমরা গিয়ে অফিস সামলাও। আমরা কাজের দুটো কথা সেরে আসছি। কথা

দিলাম, শেয়ার ঠিকই পাবে।'

'সেটাতে যেন ভুল না হয়,' অনিচ্ছুক চেহারার এক ডেপুটি বলল। যেতে তার মন চাইছে না, তবে শেরিফের সরাসরি বিরোধিতা করার সাহস নেই। ঠিক করল সুযোগ মতো বাকিদের শেষ করে একাই মেরে দেবে সে যা কিছু।

ঘোড়ায় চেপে চলে গেল দুই ডেপুটি। চট করে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল জনসন আর সার্ডিন। এবার ম্যাক্সের দিকে তাকাল শেরিফ। 'ম্যাক্স, আমি ভাবছিলাম··· ভাগ অবশ্যই পাবে··· তবুও একা যদি শুনতাম তাহলে···'

'না।' এক কথায় শেরিফের প্রস্তাব নাকচ করে দিল ডেপুটি। শটগানের ব্যারেলটা ঘুরে গেল শেরিফের পেটের দিকে। 'অতটা বোকা আমি নই গিবসন, যতটা আমাকে বাইরে থেকে দেখায়।'

শেরিফের মুখের চামড়া কয়েকবার রং বদলাল। বেগুণী থেকে লাল হয়ে আবার স্বাভাবিক হলো। তাকাল সে বন্দীদের দিকে। সার্ডিন আর জনসন অনেক কাছে চলে এসেছে। মাথার পেছনে দু'হাত।

'ঠিক আছে, এবার দেখাও তোমরা কোথায় লুকিয়েছ টাকাগুলো।'

'সমস্যাটা তো সেখানেই, শেরিফ!' বলল জনসন। 'ছোটবেলায় একবার ঘোড়া থেকে পড়ে মাথায় চোট পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই হঠাৎ হঠাৎ জরুরী বিষয় ভুলে যাই। এই যেমন এখন ভুলে গেছি টাকার কথা।···ঠিক কোথায় যে রেখেছিলাম!' শেরিফের মুখ রক্তিম হতে দেখল জনসন। তারপর বলল, 'লাভের সম্ভাবনা দেখলে আবার হঠাৎ করেই মাথাটা খুলে যায়। একটা মোটামুটি ভাল চুক্তিতে আসো, তারপর দেখো মনে পড়ে কিনা।'

রাইফেলটা জনসনের বুকে তাক করল গিবসন। 'চালাকি ছাড়ো।'

আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল জনসন। সার্ডিনকে দেখিয়ে বলল, 'আমাকে মেরে ফেলে কোন লাভ হবে না। আমার তুলনায় ওর স্মৃতি শক্তি আরও অনেক দুর্বল।'

'দাঁড়াও, গিবসন,' বলল ডেপুটি, 'আমার ধারণা আমি জানি ওরা লুটের মাল কোথায় লুকিয়েছে।' ক্লিফের দিকে শটগানের ব্যারেল ঘোরাল সে। 'ওই যে দেখো। দেখেছ? একটা গুহা। টাকাটা ওরা ওখানে লুকিয়ে না থাকলে কান কেটে কুকুরকে খাওয়াব আমি।'

'মিথ্যে কথা!' মরিয়া হয়ে চেঁচাল জনসন।

'ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছ তুমি ম্যাক্স,' বলল উৎফুল্ল শেরিফ। জনসনের দিকে তাকাল। 'তুমি বলেছ পানি কোমর সমান গভীর, কাজেই নেমে পড়ো; আমাদের আগে আগে যাবে তুমি।' হঠাৎ সতর্কতার ছাপ পড়ল তার চেহারায়। 'আচ্ছা পানিতে ভিজে ডলারগুলো নষ্ট হয়নি তো?'

মাথা নাড়ল জনসন। 'ওয়াটারপ্রুফ বাক্স। হীরেগুলো চামড়ার পাউচে আছে, তবে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই, তাই না?' সঙ্গীর দিকে তাকাল সে।

'না।' এক কথায় সায় দিল সার্ডিন।

'হীরে?' চোখ চকচক করে উঠল শেরিফের। 'কতগুলো?'

'আধ বুশেলের বেশি হবে না। আমরা শুধু বড়গুলোই নিয়েছি।' পানি মাপার কাঠের খণ্ডটা হাতে তুলে নিল জনসন। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তাক করল শেরিফ।

'হাত থেকে ফেলো লাঠিটা!'

'এই কাঠি ছাড়া তাহলে পানির গভীরতা বাড়লে তলিয়ে যেতে পারি। এটা দিয়েই তো গভীরতা মাপব। গুহার ভেতর জায়গায় জায়গায় গর্ত আছে।'

'ঠিক আছে রাখো তাহলে ওটা হাতে। কিন্তু খবরদার কোন

চালাকি নয়।'

'তোমার সঙ্গে চালাকি?' নিরীহ চেহারায় মাথা দোলাল সার্ডিন। 'পাগল নাকি মাথা খারাপ!'

সাবধানে টানেলের দিকে চলল ওরা। গোড়ালি-গভীর পানির মধ্যে দিয়ে লম্বা এক লাইনে চলেছে। সবার শেষে শটগানহাতে ডেপুটি ম্যাক্স। টানেলে ঢোকার আগেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জনসন। ঝুঁকে পড়ে লাঠি দিয়ে কাদা পানির তলায় খোঁচাতে লাগল।

'কি ব্যাপার, পাওয়া গেল কিছু?' জানতে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ, বোধহয়,' বলল জনসন।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল শেরিফ। 'কই? কি দেখলে?'

'দেখিনি এখনও,' জবাবে বলল জনসন। 'তুমি দেখতে পাবে। অজস্র তারা।'

কথা শেষেই হাতের লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে শেরিফের মাথায় বাড়ি মেরে বসল জনসন। ঠিক মুখে লাগল বাড়িটা। থ্যাপ করে শব্দ হলো। লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই রাইফেলটা কেড়ে নিল সে। এদিকে সার্ডিনও বসে নেই, নিজের তৈরি পিস্তলটার বিরাট বাঁট দিয়ে ডেপুটির চোয়াল ফাটিয়ে দিয়েছে সে। কেড়ে নিয়েছে শটগান। শটগানের বাঁটের বাড়িতে জ্ঞান হারাল ডেপুটি।

ঝপাস করে ক্ষীণ স্রোতোস্বিনীর মধ্যে পড়ল দুই 'আউট-ল' লম্যানের শরীর। যাতে দম আটকে অজ্ঞান অবস্থায় না মরে সেজন্যে দেহ দুটো পাশ ফিরিয়ে দিল ওরা। দুজনের হাত পিঠের কাছে এনে আড়াআড়ি ভাবে হ্যান্ড কাফে আটকে দিল সার্ডিন। চাবি দূরে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'ওরা ঘোড়ায় চড়েই শহরে ফিরুক আর হেঁটে, হ্যান্ড কাফ খুলতে না পারলে শিখে যাবে সহযোগিতা কত প্রকার ও কি কি। না পারবে সিধে হাঁটতে না পারবে একজন

আরেক জনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে।'

'যত খারাপ লোকই হোক পানিতে চুবিয়ে মারা উচিত হতো না,' মতামত জানাল জনসন।

'তা ঠিক,' সায় দিল সার্ডিন। 'তবে লোকটা ড্যান্ডি ডারউইন হলে আমাদের ভিন্ন চিন্তা করতে হতো।'

'ঠিক,' জনসনও সায় না দিয়ে পারল না। একটু অবাক হয়ে অনুভব করল বাউন্টিহান্টারের সঙ্গে প্রায় বন্ধুত্বের মতো একটা সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে ওর। মনের কোনে আবছা একটা সন্দেহ উঁকি দিল জনসনের। কে আসলে এই ক্রিস্টোফার সার্ডিন? সাধারণ কোন বাউন্টি হান্টার! তাহলে সুক্ষ্ম রসিকতা বোধ থাকে কি করে? বলল, 'তোমার নোংরা নীচ মনটা থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে, বুঝলে, সার্ডিন?'

'মনের কথা যদি বলো, আমি একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিলাম তোমার খেলা দেখতে দেখতে। ওদের তুমি এতই প্রভাবিত করেছিলে যে আমাদের অস্ত্র পর্যন্ত কেড়ে নিতে ভুলে গেছিল ওরা। ড্যান্ডি তো তোমার তুলনায় শিশু হে।'

'তারমানে, মোদ্দা কথা হলো, আমাকেও পানিতে চুবিয়ে মারা যায়, এই তো?'

এই প্রথম হাসল সার্ডিন। 'ঠিক ধরেছ।'

পনেরো

টানেলের গভীরে এগিয়ে চলল ওরা। কুঁজো হয়ে থাকতে হচ্ছে।

প্রান্তে আলোর আভাস দেখা গেল। 'আমি আগে যাচ্ছি,' লাঠি দিয়ে পানিতে খোঁচা মেরে বলল জনসন। 'তুমি আমার পদক্ষেপ অনুসরণ করবে। নাহলে গভীর পানিতে পড়লে আমার দোষ নেই।'

'ঠিক আছে, আগে বাড়ো। যত তাড়াতাড়ি জানব ড্যান্ডি আমাদের ঠকিয়েছে তত তাড়াতাড়ি ওকে ধাওয়া করতে পারব আমরা। সাবধানে যেয়ো। জীবিত তোমার দাম আমার কাছে লাখ ডলার, কিন্তু পানিতে তলিয়ে মরে গেলে এক পয়সাও না।'

'তুমি ভাবতেও পারবে না জেনে কতখানি খুশি হলাম যে কেউ একজন আমার জন্যে এত চিন্তা করে।'

'একবার এই কাজটা শেষ হোক,' বলল গম্ভীর সার্ডিন। 'তারপর দেখবে তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তাও শেষ হয়েছে।'

লোকটা কথায় অন্তর্নিহীত কোন অর্থ আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না জনসন।

টানেলটা দীর্ঘ। ভেতরে আলো প্রবেশ করেনি। হাঁটতে গিয়ে গতি কমে গেল ওদের। অন্ধের যষ্টি জনসনের হাতের লাঠিটা বেশ কাজে দিল। কয়েকবার গভীর পানি আর ঘূর্ণির হাত থেকে বাঁচল ওরা। দূরে, টানেলের ওমাথার সেই আলোটা যেন ভেতরের আঁধারকে আরও গাঢ় করেছে। মাঝামাঝি যাওয়ার পর ছাদ উঁচু হওয়ায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল ওরা। এগোনোর গতি বাড়ল।

টানেলের প্রায় শেষ মাথায় দুদিকের চরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে পানি। বেরনোর মুখটা আর ফুট পাঁচেক। পাথর বোঝাই তীরে কফিনটা আটকে গেছে দেখতে পেয়ে থমকে গেল জনসন। আঙুল তুলে সার্ডিনকে দেখাল।

'সাবধান, বাইরে হয়তো অ্যাপাচিটো অপেক্ষা করছে,' বলল সার্ডিন। 'আমরা মাথা বের করলেই গুলিটা করবে। ওরা জানত কফিনটা কোথায় যাচ্ছে। এটাও নিশ্চয়ই জানে পানি কমলে

টানেলটা আমরা খুঁজে পাব। ওরা যে-পথে গেছে সে-পথেও নিশ্চয়ই এদিকে আসার উপায় আছে। অ্যাম্বুশ করার এরকম সুযোগ আর মিলবে না ওদের।'

অস্ত্র বের করে বাইরে উঁকি দিল ওরা। জায়গাটা প্রথম দৃষ্টিতে ওদের কাছে বক্স ক্যানিয়নের মতো মনে হলো। অতিপ্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ে চারপাশ থেকে সমতল ভূমিটাকে ঘিরে ধরেছে পাহাড়। আয়তনে কয়েক বর্গমাইলের কম মনে হলো না। এর মাঝেই ছোট ছোট টিলা আর জঙ্গলও আছে। গাছগুলোর উচ্চতা দেখে মনে হলো বয়স কোন কোনটার একশো বছরেরও বেশি। যতটুকু ওরা দেখতে পাচ্ছে, তাতে ইউ আকৃতির ক্যানিয়নের দুপাশের দেয়াল নিসন্দেহে স্যান্ডস্টোনের।

'আউট-লদের দেখা নেই,' বলে উঠে দাঁড়াল জনসন।

'তবু দাঁড়াও, দেখি পুরনো একটা কৌশল খাটিয়ে।' পানির তলা থেকে দুমুঠো পাথর খণ্ড তুলল সার্ডিন। একটা একটা করে ছুঁড়ে দিল পানিতে। প্রতিবারই আগেরটার চেয়ে পরেরটা দূরে ফেলল। আওয়াজ শুনে মনে হয় পানির ওপর দিয়ে ছপছপ করে হাঁটছে কেউ। এগিয়ে যাচ্ছে।

অপেক্ষা করল ওরা। কিছু ঘটল না। আবার অস্ত্র বের করে সার্ডিন বলল, 'বাইরে বের হচ্ছি; কাভার করবে; আমি বলার আগে টানেলের বাইরে মুখ দেখানোর দরকার নেই।'

বাইরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল সার্ডিন। তারপর জনসনকে বেরিয়ে আসতে ইশারা করল। কোমরে গুঁজে রাখল অস্ত্র।

কিছুক্ষণ চারপাশ দেখে কফিনের কাছে চলে এলো ওরা। কফিনটা খুলে দেখল কিচ্ছু নেই ভেতরে–একদম খালি। 'তাহলে আমার কথাই ফলল; ড্যান্ডি আমাদের সঙ্গে চালাকি করেছে,' বলল জনসন।

'বলা যায় না,' দ্বিমত পোষণ করল সার্ডিন। 'আমরা যখন শেরিফদের নিয়ে ব্যস্ত অ্যাপাচিটো তখন চেস্টটা সরিয়ে নেয়ার জন্যে অনেক সময় পেয়েছে।'

'বাজি ধরতে পারি অ্যাপাচিটো নয়, ড্যান্ডি করেছে কাজটা। কফিনের সিল্ক লাইনিংটা খেয়াল করেছ? পাথরের ঘসায় তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি। ভেতরে ভারী চেস্টটা থাকলে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে যেত সিল্ক। কফিনের ডালা যখন বন্ধ করে তখনই সেরে দিয়েছে ড্যান্ডি। আধ মিলিয়ন ডলার নিয়ে নিজের পথ ধরেছে সে বলে দিতে পারি নির্দ্বিধায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জনসন। 'আর আমাকে দিয়েই কফিনের ডালাটা বন্ধ করিয়েছে ভণ্ডটা।'

'তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?' ওদের মাথার ওপর থেকে অ্যাপাচিটোর ঘড়ঘড়ে গলা শোনা গেল। 'এতগুলো বছর শত শত লোক অ্যাপাচিটোর হাইডআউট খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে; আজ তোমরা প্রথম আবিষ্কার করলে আমার হাইডআউট। এটা কি কম বড় প্রাপ্তি নাকি!'

টানেলের মুখের কয়েক ফুট উঁচুতে একটা পাথুরে তাকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। একটা পাথরের ওপর পা তুলে দিয়েছে। এক হাঁটু ভাঁজ করা। ওদের দিকে তাক করে হাঁটুর ওপর ধরে রেখেছে সিক্সগান।

'মিয়াও! দেখো তোমার পেছনে একটা ভয়ঙ্কর সিংহ লাফ দেয়ার জন্যে লেজ আছড়াচ্ছে!' বলল সার্ডিন।

আউট-ল চীফ লজ্জায় লাল হয়ে গেলেও চেহারায় ফুটে উঠল দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ীর হাসি।

'বলতে থাকো,' দাঁত কেলিয়ে বলল সে। 'পরাজিত মানুষ কত কথাই বলে। কেউ হাঁটু মুড়ে করুণা ভিক্ষা করে, কেউ আবার চালাকি খাটাতে যায়। এই যেমন তুমি করছ। ভেবেছ ভয়ঙ্কর অ্যাপাচিটোকে তুমি এতই খেপিয়ে তুলবে যে এক গুলিতে খেল্

খতম করে দেবে সে। উঁহুঁ। ভুল ভাবনা।' মাথা নাড়ল আউট-ল চীফ। 'তা হবে না। কষ্ট পেয়েই মরতে হবে তোমাদের। বলতে দ্বিধা নেই বিদঘুটে বিড়ালটাকে ধেয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। নিরস্ত্র অবস্থায় ভয় তো পাবই। ওরকম জন্তু আমি জন্মেও দেখিনি। ওরকম খিঁচানো দাঁত আর দাড়িওয়ালা···যাই হোক তোমরা এখন আমার কব্জায়। কিন্তু মনে রেখো ওই জন্তু আর ভয়ানক বদরাগী চাবুকওয়ালী মেয়েলোকটাকে ছাড়ব না আমি; সময় হোক, দেখবে ওদের কি অবস্থা করি আমি।'

'সেক্ষেত্রে সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে,' শুকনো চেহারায় বলল জনসন। 'অনেক লোকের সাহায্য লাগবে ধরে নিতে পারো। তোমার মতো করে বিড়ালটাকে ভয় পায় না মহিলা।'

'খেপিয়ে তুলে লাভ নেই, মরার সময় খামোকা কষ্ট বাড়বে,' হাসতে হাসতে বলল অ্যাপাচিটো। 'তাছাড়া লোকের আমার অভাব নেই।' তাক থেকে নেমে ঝর্নার তীরে চলে এলো সে। ওদের তিরিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল গলা ছেড়ে, 'কই তোমরা, আর আড়ালে থাকার দরকার নেই। বেরিয়ে এসো।'

চারপাশের প্রত্যেকটা পাথর আর বড় গাছের আড়াল থেকে অ্যাপাচিটোর লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নেতার পেছনে। প্রত্যেকে সশস্ত্র; অস্ত্র বের করে তাক করে রেখেছে ওদের দুজনের ওপর। লোকো, অ্যাপাচিটোর ডানহাত এগিয়ে এসে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিল।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে টাকাটা আমরা কেউই পাইনি।' ভ্রূ কুঁচকে বলল অ্যাপাচিটো। 'তাহলে পেয়েছে তো কেউ একজন। কে সেই লোভী শয়তান; সার্কাস মালিক ড্যান্ডি ডারউইন?'

'এব্যাপারে আমাদের কোন ধারণা নেই,' প্রায় একই সঙ্গে বলল সার্ডিন আর জনসন। তারপর একটু থেমে সার্ডিন যোগ করল, 'তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে সার্কাস মালিক লোকটা

এব্যাপারে জড়িত।' জনসনকে রাগান্বিত দেখে ঠোঁটের কোনে ফিস ফিস করে বলল সে, 'অত রাগার কিছু নেই। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই যে আমরা না পেলে ওই টাকা বিশ্বাসঘাতকটার যেন কোন কাজে না আসে। আমি যখন লোকটার গলা টিপে টাকা উদ্ধার করতে পারছি না তখন অ্যাপাচিটো চেষ্টা করে দেখুক পারে কিনা। বুঝতেই পারছ আপাতত আমাদের মেরে ফেলার কোন পরিকল্পনা সে এখনও ঠিক করেনি। পালাবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতেও পারে।'

'ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো জনসন।

ভ্রূ কুঁচকে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে দাড়ি খোঁচাচ্ছে চিন্তিত অ্যাপাচিটো। ডানহাত লোকোকে নিয়ে গোপন শলা-পরামর্শ করল কিছুক্ষণ। তারপর বন্দীদের দিকে ফিরল।

'হ্যাঙভিলের পর আর কোথায় সার্কাস দেখাবে ড্যান্ডি ডারউইন?'

'কথা ছিল গান সিটিতে। কিন্তু সেটা ফ্ল্যাশ ফ্লাডের আগে। কতগুলো সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে। হয়তো সার্কাস দেখানোই ছেড়ে দেবে। কফিনের খেলাটাও তো আর দেখাতে পারবে না। টাকা পাওয়ার পর কোথায় সে যাবে কেউ তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না।'

আবার নিচু গলায় লোকোর সঙ্গে পরামর্শ করল অ্যাপাচিটো। দলটায় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে, তিক্ত চেহারায় ভাবল জনসন। মনে পড়ে গেল দেশের সার্বিক অবস্থা–চেয়ার নিয়ে কাড়াকাড়ি। মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল সে। সার্ডিনকে বলল, 'এত দিনে তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে। হাইডআউট, ওয়্যাগন ভরা সোনা, অ্যাপাচিটো আর তার দলবল সবকিছুর খোঁজ পেয়েছ তুমি। এখন তুমি এমনকি জানো কোথায় কার কাছে গেলে পাওয়া যাবে আধ মিলিয়ন ডলার। তোমার তো এখন খুশিতে নাচার কথা। নাচছ

না কেন?'

'আসল কথাটাই তুমি বলতে ভুলে গেছ,' জবাবে বলল সার্ডিন। 'তোমাকে রক্ষা করতে গিয়ে সর্বক্ষণ আর সতর্ক থাকতে হচ্ছে না আমাকে। এখন ইচ্ছে করলে বোকামি করে মরতে পারো, আমার আপত্তি নেই। আর নাচ? নাচতে হলে তোমার কবরের ওপরে নাচব আমি। এখন তোমার যাই ঘটুক–যতক্ষণ খারাপ কিছু ঘটছে–কিচ্ছু এসে যায় না আমার।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল জনসন। ভীষণ কষ্ট পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'নাহ্, জীবনে তোমার প্রেম আসবে না। ভালবাসা কুড়াবার কোন যোগ্যতাই দেখছি তোমার নেই!'

'ওসব পরেও ভাবা যাবে,' বিড়বিড় করল সার্ডিন। 'মাথাটা খেলাও। আগে এখান থেকে পালাবার বুদ্ধি বের করো।'

এদিকে লোকোর সঙ্গে অ্যাপাচিটোর আলোচনা শেষ হয়েছে। পিস্তল নেড়ে নির্দেশ দিল অ্যাপাচিটো। 'এদের নিয়ে চলো। একদল চলে যাও, ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও। ঘুরতে বেরচ্ছি আমরা।'

'কোথায় যাচ্ছি বস?' কুড়াল মুখো এক হাল্কা পাতলা দুর্বৃত্ত করল প্রশ্নটা। লোকটার নারকেলের মতো মাথার ওপর জীবিত বা মৃত দুই হাজার ডলারের বাউন্টি মানি আছে মনে পড়ে গেল জনসনের।

'আধ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসতে,' হাসিমুখে লোকটার কথার জবাবে বলল অ্যাপাচিটো।

ইংরেজি ইউয়ের মতো ক্যানিয়নটা। একমাথায় রয়েছে ওরা ক্রীকটার কাছে। ওপাশে কি আছে দেখার কোন সুযোগ নেই। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে ওদের এপাশে নিয়ে এলো দুর্বৃত্তের দল। গাছগুলোর ওপাশে কোথাও ঘোড়ার নাক ঝাড়ার আওয়াজ পেল ওরা। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নিজেদের ওরা ক্যানিয়নের বাম

অংশে দেখতে পেল। জমি এখানে সমতল। গাছগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে জন্মেছে। পাথর ধস যেখানে থেমেছে সেখানে ক্লীফের গা ঘেঁষে কতগুলো কাঠের কেবিন দেখতে পেল ওরা। কেবিনগুলোর কাছেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ছোট বড় নানা আকৃতির বারো চোদ্দোটা ওয়্যাগন। আর আছে একটা স্টেজ কোচ। লুটের মাল বয়ে আনার ব্যাপারে এগুলো কাজে লেগেছে বুঝতে পারল ওরা। ভারী মাল টানার জন্যে তৈরি একটা ওয়্যাগন দেখা গেল। ওটা তারপুলিন দিয়ে ঢাকা। এখনও মাল খালাস করা হয়নি। তারপুলিনের গায়ে লেখাঃ লাকি নাগেট গোল্ড মাইন।

'সোনা ভরা ওয়্যাগন,' ঠোঁটের ফাঁকে বলল সার্ডিন। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম। এখনও জিনিস নামায়নি।'

'অ্যাই এত কথা ভাল না!' পেছন থেকে ধমক দিল একজন আউট-ল। 'অ্যাপাচিটোর সময় আসুক গলা ফাটিয়ে সবকিছু বলার সুযোগ পাবে।' কথা শেষে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল লোকটা। বুঝে গেল ওরা নেতার মতোই প্রত্যেকে এই আউট-লরা এক একটা স্যাডিস্ট। মানুষকে কষ্ট দিয়ে মারতে মজা পায়।

ওয়্যাগন পার্ক থেকে চওড়া একটা রাস্তা চলে গেছে ইউ ক্যানিয়নের বাম প্রান্তে। ওখানে একটা জায়গায় ওয়্যাগন ঢোকার মতো ফাটল আছে ক্যানিয়নের গায়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওখান দিয়েই আউট-লদের ঢোকার প্রধান রাস্তা। জনসন ভেবে পেল না কেন এত দিন এত লোক হাইডআউটটা খুঁজে পায়নি।

জঙ্গলের ধারে কেবিনগুলোর কাছে ওদের নিয়ে আসা হলো অ্যাপাচিটোর নির্দেশে। ভীষণ বিরক্ত হয়েছে এরকম চেহারায় হঠাৎ চারপাশে তাকাতে লাগল অ্যাপাচিটো। সামনের একটা কেবিন থেকে দুটো হ্যান্ডকাফ হাতে বেরিয়ে এলো লোকো। বলল, 'এগুলোর চেয়ে বড় শেকলওয়ালা হ্যান্ডকাফ আর একটাও নেই।'

'চলবে না,' বলল অ্যাপাচিটো। 'ওদের বেড় দিয়ে বাঁধার

তুলনায় গাছগুলো হয় অনেক বেশি মোটা নাহলে বেশি চিকন।'

ঝুঁকে পড়ে ওয়্যাগন পার্ক দেখিয়ে নেতাকে কি যেন বলল লোকো। খানিক ভেবে মাথা দোলাল অ্যাপাচিটো। চেহারায় ফুটে উঠল নারকীয় আনন্দ। 'ঠিক আছে। যথেষ্ট মোটা। কাজ চলে যাবে। চলো গিয়ে দেখি আসলেই হয় কিনা।'

'ওর আখরোটের সমান মগজে কি চিন্তা চলছে জানি না, তবে সেটা আমাদের জন্যে সুখকর হবে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল সার্ডিন।

'আরেকটা কথা বলেছ কি গোড়ালিতে গুলি করব।' ধমক দিল এক আউট-ল। পরস্পরের দিকে তাকাল জনসন আর সার্ডিন। হাতি পাঁকে পড়লে মশাও বড়াই করতে ছাড়ে না।

ষোলো

অ্যাপাচিটো আর তার সাগরেদকে সোনা ভরা ওয়্যাগনের চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে চোখ সরু হয়ে গেল বন্দী দুজনের। মতলবটা কি! ওয়্যাগনের পেছনের চাকা দুটো আউট-লদের মনোযোগ কাড়ল বেশি সময়।

ওগুলোকে অ্যাপাচিটো টানাহ্যাঁচড়া করে দেখল, লাথি মেরে দেখল। প্রত্যেকটা স্পোক বিশেষ ভাবে টানাটানির মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হলো। একসঙ্গে দুজন—অ্যাপাচিটো আর লোকো মিলে গায়ের জোর খাটিয়েও ছোটাতে পারল না একটা স্পোক।

'এগুলোতেই হবে,' দলের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল হতদ্যম

অ্যাপাচিটো। 'নিয়ে আসো ওদের।'

ঠেলতে ঠেলতে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো ওয়্যাগনের সামনে। তিনটা স্পোকের ফাঁকে দুহাত ঢুকিয়ে দিতে বাধ্য করা হলো। তারপর কব্জিতে আটকে দেয়া হলো হ্যান্ডকাফ। ওয়্যাগনের পেছনের দু'চাকায় এভাবেই বন্দী হলো জনসন আর সার্ডিন। 'আরাম করো, কাজ শেষে নোংরা হেসে বলল অ্যাপাচিটো, 'কিন্তু খামোকা শক্তি ব্যয় করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পোড়ো না। চারটা ঘোড়া লাগে এগাড়ি টানতে।'

'ড্যান্ডি ডারউইনকে তোমার কৌতুক শুনিয়ো,' শুকনো কণ্ঠে বলল জনসন, 'সে তোমাকে ক্লাউনের অ্যাসিস্ট্যান্ট করে দেবে।'

'আরও মজার মজার কৌতুক আমার জানা আছে।' গম্ভীর হয়ে উঠল আউট-ল চীফের চেহারা। 'তোমাদের জন্যে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা আসছে আমার মাথায়। তোমরাও খুব মজা পাবে শুনলে। আগে বাইরে থেকে ঘুরে আসি তারপর শোনাব। শুধু এটুকু বলে রাখি, চারদিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। লোকে বলবে পশ্চিমের ত্রাস সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুই বাউন্টি হান্টারকে শেষ করেছে ভয়ানক অ্যাপাচিটো।'

তার হাতের নির্দেশে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল আউট-ল দল। ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর ভারী স্যাডল ফেলার আওয়াজে বোঝা গেল ওখানেই রাখা হয়েছে তাদের ঘোড়া।

ঘাড় ফিরিয়ে সার্ডিনের দিকে তাকাল জনসন। মাটিতে বসে আছে সার্ডিন; হুইল হাবের গায়ে হ্যান্ডকাফের শেকল ঘসছে মুখ কালো করে।

'তুমি খামোকা সময় নষ্ট করছ,' জানাল জনসন 'এই হ্যান্ডকাফগুলো নতুন, হ্যাঁচকা টানে খুলে আসে না পুরনোগুলোর মতো। এগুলো বানানোই হয়েছে বিশেষ কায়দা করে যাতে আসামী ছুটতে না পারে।'

'ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তোমার মাথায় পালাবার ভাল কোন ফন্দি আছে,' টিটকারি মারল সার্ডিন।

'নেই। তবে আসবে। আমি মাথাটা খেলাতে জানি।'

নাক দিয়ে অবজ্ঞা সূচক একটা শব্দ করল সার্ডিন।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বন্দীদের সামনে ঘোড়া থামাল অ্যাপাচিটো। হাসি হাসি চেহারায় দেখল ওদের। 'আমাদের জন্যে অপেক্ষা বা দুঃশ্চিন্তা করার কোন দরকারই নেই বুঝলে। আগামী কালকের মধ্যে যদি সার্কাসটাকে ধরতে পারি তাহলে ধরে নাও কাল রাতেই ফিরব; আর ড্যান্ডি ডারউইন পালানোর চেষ্টা করলে তার কাছ থেকে মাল উদ্ধার করতে এক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। তবে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, ডলারগুলো না নিয়ে আমরা ফিরছি না।'

চলে গেল অ্যাপাচিটো তার দলবল সহ। এতই নিশ্চিত জনসনরা ছুটতে পাবে না যে একজনকেও প্রহরী হিসেবে রেখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আরেকদফা কালো হয়ে গেল সার্ডিনের মুখ। বলল, 'চিন্তা করে দেখো সাত-আটদিন পানি আর খাবার ছাড়া কেমন কাটবে সময় এই ওয়্যাগনের সঙ্গে আটকে থাকলে!'

'চিন্তা করে দেখেছি বহু আগেই,' খোশ-মেজাজে জবাব দিল জনসন। 'অপেক্ষায় ছিলাম ওরা কখন দূর হয়ে যাবে সেজন্যে। এবার দেখবে আসল খেলা।'

ক্যানিয়নে ঢোকার দিকটার কাছ থেকে বাজ পড়ার আবছা আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ পেল ওরা। এক মিনিট নিস্তব্ধতা, তারপর আবার হলো শব্দটা।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' চিন্তিত কণ্ঠে নিজেকে বলল জনসন। সচেতন হয়ে সার্ডিনের উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, এবার শুরু করা যায়

'চালিয়ে যেতে থাকো;' তিক্ত জবাব দিল সার্ডিন। 'আমি ভাবতে শুরু করেছি ঘোড়া থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পাওয়ার ঘটনাটা বোধহয় শেরিফকে তুমি মিছে বলোনি।'

বাঁ হাতটা ওয়্যাগনহুইলের সঙ্গে ঠেকিয়ে ডানহাতে কব্জির কাছে চাপ দিল জনসন। মৃদু একটা ধাতব ক্লিক শব্দ হলো। স্প্রিং ক্লিপ খুলে যেতেই ওর ডানহাতে হাজির হয়ে গেল ডাবল ব্যারেল সেই ছোট্ট ডেরিঞ্জার।

'ওয়্যাগন বেডের তলায় শরীরটা আড়াল রাখো,' নির্দেশ ঝাড়ল জনসন। 'ওক কাঠের এই গুঁড়ি কতটা শক্ত ইশ্বর জানেন। গুলি হয়তো বাধা পেয়ে দিক বদলে অন্যদিকে ছুটবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সার্ডিনের চেহারা। নির্দেশ পালন করল সে।

পিস্তলটা হুইল হাবের মুখের কাছে স্পোকে ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল জনসন। আকৃতির তুলনায় বিকট আওয়াজ করল পিচ্চি ডেরিঞ্জার। কাঠের টুকরো ছিটকে উঠল চারদিকে। টান দিয়ে দেখল হ্যান্ডকাফ বাঁধন মুক্ত করার পক্ষে স্পোকটা এখনও যথেষ্ট শক্ত। নিচু গলায় অভিশাপ দিল জনসন। ও ভেবেছিল একেকটা গুলিতে একেকটা স্পোক ভাঙা যাবে। এই ক্যালিবারের গুলি বেশি নেই ওর কাছে। এবার দ্বিতীয় ব্যারেলটা খালি করল ও। কাঠের কুচিগুলো ওর নাকে মুখে এসে লাগল। টান দিয়ে দেখল জনসন। মাঝখান থেকে মড়াৎ করে ভেঙে গেল স্পোক। শরীরটাকে হুইলের সঙ্গে ঠেসে ধরে বহুকষ্টে পঞ্চোর তলা থেকে বুলেট বের করে ডেরিঞ্জার রিলোড করল ও।

'আমার কোটটেইলের সঙ্গে এরকম দুটো খেলনা সেলাই করা আছে,' বলল সার্ডিন। হতাশ চেহারায় হাসল। 'কিন্তু কিছুতেই ওখানে হাত নিতে পারব না আমি।'

'আগে এটার কাজ শেষ হোক, তোমারগুলো ব্যবহারের অনেক সুযোগ পাবে তুমি।'

এক গুলিতেই দ্বিতীয় স্পোকটা ভেঙে গেল। তৃতীয়টা ভাঙতে আবার লাগল দুটো। হ্যান্ডকাফ পরা থাকলেও ওয়্যাগনের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল জনসন। ও উঠে দাঁড়াতেই সার্ডিন বলল, 'আমাকে?'

'হবে।' আশ্বস্ত করল জনসন। 'এরা চাইলেই তো আর কোন শহরে ঢুকে ব্ল্যাকস্মিথের কাছে যেতে পারে না, নিজেদের প্রয়োজনে নিশ্চয়ই এরা ঠেকার কাজ চালিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। যন্ত্রপাতিগুলো হাতে এলেই আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারব। আগে কাটতে হবে হ্যান্ডকাফ। অপেক্ষা করো।'

'তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো হয়ে যাচ্ছে বুঝে হাই তুলে তারপর বলল সার্ডিন। ভাবটা দেখে মনে হলো মোটেও চিন্তিত নয়। 'আমি এখানে বেশ আরামেই আছি। আজকে বিকেলে কোথাও আমার কোন কাজ পড়ে নেই।'

একটা একটা করে কেবিনগুলোয় ঢুঁ মারতে লাগল জনসন। কোনটা বাঙ্ক হাউজ, কোনটা খাবার ঘর কোনোটা বা স্টোর। সবগুলো ঘর অগোছাল। নোংরা কাপড়জামা পড়ে আছে মেঝেতে যত্রতত্র। একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও কি মনে করে যেন থমকে গেল জনসন। ভাল করে খেয়াল করে দেখল ঠিক কোন জিনিসটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। একবার ঘরে চোখ বোলাতেই জিনিসটা চোখে পড়ল ওর। দরজার ওপর বিরাট এক শিংওয়ালা হরিণের মাথা। শিঙের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে একটা উইনচেস্টার রাইফেল। ওটা নামিয়ে চেম্বার খুলে পরীক্ষা করে দেখল জনসন। অস্ত্রটা লোডেড। বাড়তি গুলির আশায় ঘরটা আরেকবার খুঁজে দেখল। পেল না। নেই।

রাইফেলটা কাঁধে ফেলে কেবিনের পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ও। লোকজনের যাতায়াতে তৈরি হওয়া একটা পথ ধরে খানিকটা এগোতেই পৌঁছে গেল ঘোড়া রাখার জায়গাটায়। এদিক ওদিক

চোখ বোলাতেই ব্ল্যাকস্মিথের কুঁড়েটা দেখতে পেল ও। উনুনে এখনও ধোঁয়া উঠছে আধ-নিভন্ত কয়লা হতে। কুটিরের ভেতরের দেয়ালে ঝুলছে যন্ত্রপাতি আর ঘোড়ার নাল। আগুন গনগনে করার জন্যে বিরাট এক হাপর দেখতে পেল জনসন। এতবড় আগে কখনও দেখেনি।

যা খুঁজছিল পেল না ও। হ্যাক-স নেই। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পছন্দ একটা তিনকোনা ফাইল, বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে কুটির ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। করাত বা কুঠার পাওয়া যায়নি। বাটালি দিয়ে কাটতে হবে মোটা মোটা স্পোক। কাজটা কঠিন হবে। হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় মাত্র আট ইঞ্চি নাড়তে পারছে ও দুহাত।

'আমি ঠাট্টা করেছিলাম,' দেরি দেখে মন্তব্য করল সার্ডিন। টয়লেট যাওয়া অতি জরুরী প্রয়োজন তার। 'আমি জানতাম না যে আসার পথে তুমি সান ফ্রান্সিসকো শহর ঘুরে দেখে আসবে।'

জবাব দিতে গিয়েও দিল না জনসন। সেই দূরাগত মেঘ ডাকার মতো আওয়াজটা হয়েছে। এবার গতবারের চেয়ে কিছুটা আলাদা। শেষ সংঘর্ষের কোন আলামত এবার পাওয়া গেল না। সার্ডিন চেহারায় কৌতূহল নিয়ে তাকাতেই জনসন বলল, 'ওটা ওদের গেটের শব্দ। আসছে কেউ না কেউ।' উঠে দাঁড়াল সে। জঙ্গল দেখিয়ে বলল, 'অ্যাপাচিটো ফিরে এলে বলে দিয়ো না কোথায় সেঁধিয়েছি আমি। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে টানেল দিয়ে বেরিয়ে গেছি আমি পাসি ডেকে আনতে। চিন্তা কোরো না।' রাইফেলটা দেখাল সে। 'আমি তোমাকে কাভার দেয়ার জন্যে সাধ্য মতো করব।'

'কিন্তু আমার ইয়ে লেগেছে...'

'ছোট না বড়?'

'ছোট।' কড়ে আঙুল দেখাল সার্ডিন।

'তাহলে ছোটবেলায় মায়ের কোলে থাকতে যা করতে তাই

করো। ছেড়ে দাও। কে দেখতে আসছে!' উপদেশ ঝাড়তে ঝাড়তে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল জনসন। জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দেখল অব্যাখ্যাত কোন কারণে ড্যান্ডি ডারউইন আর তার আধ মিলিয়ন ডলারের পিছু নেয়া ছেড়ে ফিরে আসছে অ্যাপাচিটো। লোকো আর তার নেতা ঘোড়সওয়ারী দলের সামনে। দ্রুত এগোচ্ছে লোকগুলো।

ওয়্যাগন থেকে খানিক দূরেই আন্ডারব্রাশের ঝাড়ে লুকিয়েছে জনসন। ওখানে কথা হলে পরিষ্কার শুনতে পাবে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় মনে মনে অ্যাপাচিটোকে গালি দিল জনসন। ওর হাত দুটো আট ইঞ্চি শেকল দিয়ে বাঁধা। ফলে বাটালি ব্যবহারের কোন উপায় নেই। আরেকজনের সাহায্য লাগবে ওর শেকল কাটতে। হাতুড়ি-বাটালি একটা ঝোপের তলায় লুকিয়ে রাখল সে। তিন কোনা ফাইলটা রাখল পকেটে। ধারেকাছে কেউ যখন থাকবে না তখন চেষ্টা করে দেখবে শেকল কাটা যায় কিনা।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজের কারণে অ্যাপাচিটোর চিৎকার খানিকটা চাপা পড়ায় লোকটা কি বলছে স্পষ্ট শুনতে পেল না জনসন। তারপর থেমে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। স্যাডল ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করল। তারপরই লাফ দিয়ে মাটিতে নামল বুট পরা কেউ একজন।

'সময় থাকতে পালাও,' সার্ডিনকে বলতে শুনল ও। 'আমার পার্টনার টানেল দিয়ে বেরিয়ে গেছে পাসি ডেকে আনবে বলে। এতক্ষণে হ্যাঙভিলে পৌঁছে শেরিফকে তোমার কথা শোনাচ্ছে ও।'

'থাক্, আর মিথ্যে বলতে হবে না,' বলল অ্যাপাচিটো। 'ওকে আমরা জঙ্গলে লুকাতে দেখেছি। শিকো, স্যাম, তোমরা টানেলের বাইরে গিয়ে পাহারা দাও। আমি ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে নড়বে না। মেক্স, জর্ডন, তোমরা গিয়ে পাহারা দাও পাস।'

'আমরা বাকিরা কি লোকটাকে খুঁজতে শুরু করব?' জানতে

চাইল লোকো। 'এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই সে বেশি দূরে যেতে পারেনি।'

'দরকার নেই।'

'কেন বস?'

'বেরনোর কোন রাস্তা নেই। খিদে লাগলে দেখবে আপনিই সুড়সুড় করে এসে হাজির হয়েছে।' সার্ডিনের দিকে মনোযোগ দিল অ্যাপচিটো। 'স্রেফ কৌতূহল; আমি আর লোকো দুজন মিলে যা করতে পারিনি একা জনসন লোকটা তা করল কি করে?'

'দাঁতে চিবিয়ে স্পোক ভেঙে ফেলেছে সে, না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সার্ডিন।

'ও, আচ্ছা! আর গান-পাউডারের দাগটা নিশ্চয়ই ওর থুতু?' কর্কশ স্বরে হাসল অ্যাপাচিটো। 'লোকো,আমার ধারণা ছিল তুমি এদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছ। তোমার সঙ্গে একা কথা আছে আমার।'

'আচ্ছা, বস,' কিছুটা ভীত শোনাল লোকোর গলা।

'আমার ধারণা ছিল তুমি ড্যান্ডি ডারউইন আর আধ মিলিয়ন ডলারের খোঁজে গেছ,' বলল সার্ডিন। 'আমি জানতাম না ভয়ানক অ্যাপাচিটো এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়।'

'হ্যাঁ, ভয়ানক অ্যাপাচিটো।' ঘনঘন মাথা নাড়ল অ্যাপাচিটো নিজের প্রশংসায়। 'ভয়ানক অ্যাপাচিটো আজকে একটা নতুন শিক্ষা পেয়েছে। ধৈর্য যে ধরে সেই বাজি মারে। কথাটা এতদিন বিশ্বাস করিনি। এখন থেকে করব। আমি ধৈর্য ধরলাম, তোমরা এসে আমার হাতে ধরা পড়লে। শুধু তাই না আমাকে জানিয়ে দিলে ব্যাঙ্কের টাকার কি হাল হয়েছে। আমি আবার ধৈর্য ধরতেই দেখলাম ভাগ্য আমার দিকে চেয়ে হাসছে। আসছে ড্যান্ডি ডারউইন। না, তাকে ধরে আনতে হবে না। স্বেচ্ছায় আসছে সে আমার হাতে ডলার তুলে দেবে বলে। কী ব্যাপার, ওরকম করে

তাকিয়ে আছো কেন; আমার নিজেরও তো বিশ্বাস হচ্ছে না ভাগ্যের এতটা সহায়তা পাব।'

উন্মাদের দিকে যে দৃষ্টিতে মানুষ তাকায় সেই দৃষ্টিতে অ্যাপাচিটোকে দেখল সার্ডিন। বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মরে গেলেও এদিকে আসবে না ড্যান্ডি ডারউইন।'

অট্টহাসি দিয়ে মাঝপথে থেমে গেল অ্যাপচিটো। বলল, 'আসবে। আসবে, কারণ সে জানেই না যে এদিকে আসছে।'

লীড ওয়্যাগনে চেঁচিয়ে উঠল ড্যান্ডি। 'হোয়া! হোয়া!' তারপরই রাশ ধরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল সে। আর ফুটখানেক গেলেই পাথরের নিরেট দেয়ালের সঙ্গে নাক ঘষত ঘোড়া দুটো।

'হঠাৎ থামলে কেন, ড্যান্ডি?' জানতে চাইল মায়রা।

'কারণ, কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে, মায়রা! রীতি মতো গণ্ডোগোল। মনে পড়ে, গত বছর আমরা ক্রেযি উয়োম্যান পাস দিয়ে এসেছিলাম? আমার তখন মনে হয়েছিল আমার জীবনে দেখা ওটাই সবচেয়ে সোজা পাস। মনে হয়েছিল এঞ্জিনিয়াররা রাস্তা কেটে বানিয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে পড়ে। আমিও খেয়াল করেছিলাম।'

'তাহলে ডানদিকে মোড় নেয়ার কথা তোমার মনে পড়ে?'

সামনের পাথর আর ডানদিকের সরু রাস্তার ওপর নজর বোলাল মায়রা। 'নাতো! আশ্চর্য!' পেছন ফিরল মহিলা। 'হাঙ্ক, তোমার কিছু মনে পড়ে?'

'না,' এক কথায় জবাব দিল দানব। 'আমাদের পথ ভুল হয়েছে?'

'অসম্ভব!' সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল ড্যান্ডি। বলল, 'এটাই যে পথ এতে কোন ভুল নেই। হয় এটাই পথ নাহলে কোন পথ কখনোই ছিল না। এগিয়ে চলো সবাই, দেখা যাক পথ শেষে কি

আছে।'

রাশ ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পথে নিয়ে এলো ড্যান্ডি। ভারী ওয়্যাগন টেনে সামনে বাড়ল ঘোড়া দুটো। বাকি ওয়্যাগনগুলো সামনেরটাকে অনুসরণ করল।

রাস্তাটা সরু; জায়গায় জায়গায় দুদিক থেকে চেপে এসেছে পাথরের দেয়াল। কোন কোন জায়গা এতই চিপা যে ওয়্যাগনের হাবগুলো প্রায়ই ঘষা খাচ্ছে পাথরের সঙ্গে। স্মৃতি শক্তির এই প্রতারণায় বিরক্ত ড্যান্ডি। পেছন ফিরে দেখল আসছে ওয়্যাগনগুলো। তৃতীয় ওয়্যাগনে খালি পড়ে আছে এলমারের খাঁচাটা। ফ্ল্যাশ ফ্লাডের পর এখনও ফিরে আসেনি সিংহটা। দেখতে ওটাকে ভয়ানক কোন জন্তু বলেই মনে হয়; কোন উৎসাহী শিকারীর খপ্পরে পড়ল কিনা ভেবে এরইমধ্যে দুশ্চিন্তা শুরু করে দিয়েছে মায়রা আর দুই মেয়ে। বুড়ো বেড়ালের অন্তর্ধানের কারণে সার্কাসের খেলায় বড় একটা শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

সামনে বাড়তে ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে গেল পথটা; প্রবেশ করল প্রশস্ত একটা ক্যানিয়নে। উঁচু উঁচু ক্লিফ। সেগুলোর গোড়ায় পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। আরও সামনে দেখা যাচ্ছে গভীর জঙ্গল। এগোতে এখন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ঠিক পথেই আছে ভেবে ড্যান্ডির বুক চিরে বেরিয়ে এলো স্বস্তির শ্বাস। যতদূর ওর মনে পড়ে ক্রেযি উয়োম্যান পাস হচ্ছে পাঁচ মাইল লম্বা একটা পথ। দুদিক থেকে পাথরের দেয়াল। মাঝ দিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা।

হঠাৎ শ্বাস আটকে আপন মনে খিস্তি করে উঠল ড্যান্ডি। কয়েকটা ক্লীফের ধার ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে কতগুলো কাঠের কেবিন। ওগুলো ওখানে থাকার কথা নয়। এই প্রথম বুঝতে পারল ড্যান্ডি এই পথে বাপের জনমে আসেনি সে আগে। নিশ্চিত একজন আত্মবিশ্বাসী লোক বলে নিজেকে মনে করত সে। জীবনে

এই প্রথম এত বড় একটা ধাক্কা খেলো সে ভেতরে ভেতরে। বুঝতে পারল কোথায় যেন মস্ত একটা গোলমাল হয়ে গেছে। মুখ নামিয়ে ড্যান্ডি দেখল রাশ ধরা ওর হাত দুটো অজানা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লেগেছে।

স্বাভাবিক গতিতে এগোল ঘোড়াগুলো। এবার জঙ্গলের ধারেও বাড়ি ঘরের কাঠামো চোখে পড়ল ওর। দেখতে পেল এক জায়গায় পাশাপাশি পার্ক করে রাখা আছে বেশ অনেক কয়টা ওয়্যাগন।

সামনের ওয়্যাগনটা অত্যন্ত ভারী কিছু বওয়ার উপযোগী। পেছন দিকটা তারপুলিন দিয়ে ঢাকা। একপাশে লেখা রয়েছে লাকি নাগেট গোল্ড মাইন। নামটা ড্যান্ডির পরিচিত নয়, কিন্তু ওয়্যাগনটার হুইলের সঙ্গে বসে থাকা গালে কাটা দাগওয়ালা লোকটাকে ও চিনতে পারল। ওয়্যাগন দাঁড় করিয়ে ফেলে চেঁচাল সে, 'তুমি কি করছ এখানে ক্রিস্টোফার সার্ডিন!'

'কি করছি বলে মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে হাতের হ্যান্ডকাফে ঝাঁকি দিয়ে আওয়াজ তুলল সার্ডিন। 'বাচ্চাদের মুতের কাঁথা সেলাই করছি।'

জঙ্গলের ভেতর থেকে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলো অ্যাপাচিটো আর লোকো। তাদের সঙ্গীরা পেছনে। ড্যান্ডির সামনে গিয়ে থামল অ্যাপাচিটো। দুচোখ চকচক করছে লোভে।

'আরে আরে, মিস্টার ড্যান্ডি ডারউইন যে! কী ভদ্রতা!' সঙ্গীদের দিকে তাকাল অ্যাপাচিটো। 'এতখানি চলে এসেছে আমাকে আধ মিলিয়ন ডলার বুঝিয়ে দিতে। শেখো, এর কাছ থেকে কিছু ভদ্রতা শিখে নাও তোমরা।'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ড্যান্ডি ডারউইনের চেহারা। কপালে চাপড় মেরে ভাঙা গলায় বলল, 'হায় ঈশ্বর, এই ছিল কপালে!'

সতেরো

আউট-লদের দেখেই ওয়্যাগনের ভেতর গিয়ে লরার পাশে লুকাল লিমা। লরা তখন ক্লাউনের সাজে রয়েছে। ওয়্যাগন সীটে শুকনো মুখে বসে থাকল মায়রা। নিজের এবং মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তৃতীয় ওয়্যাগনে করুণ সুরে হালকা করে ট্রামপেট বাজাচ্ছে হাঙ্ক ট্রেইসি। মনে হচ্ছে কারও শেষকৃত্যে তাকে বাজানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে নামল অ্যাপাচিটো, হাসি চেপে রাখতে পারছে না। সর্বক্ষণ বেরিয়ে আছে তরমুজের বিচির মতো দাঁতগুলো। চোখ দুটো চকচক করছে র‍্যাটল স্নেকের মতো। অধৈর্য ভঙ্গিতে তুড়ি বাজাল লোকটা। ড্যান্ডির উদ্দেশে বলল, 'বোকার মতো হাঁ করে না থেকে বের করো ডলারের বাক্স। কি, কিছু বুঝতে পারছ না মনে হচ্ছে? তুমি কি চাও তোমার ওয়্যাগন আমি নিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজি? সেক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে।'

মাটিতে নামল ড্যান্ডি। পা দুটো সেদ্ধ করা নুডুলসের মতো বেঁকে যেতে চাইছে, সোজা হয়ে দেহের ভর রাখতে পারছে না কিছুতেই। মুক্তির আশায় একবার উদভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাল। কোন উপায় নেই দেখে বেশ দ্রুতই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'মিস্টার অ্যাপাচিটো, স্যার, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। ব্যাপারটা আমাকে খোলাসা করে বলতে দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে

যাবে।'

'তোমার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই,' গর্জন ছেড়ে বলল অ্যাপাচিটো। 'কথা বন্ধ। ডলারের বাক্স বের করো। তাড়াতাড়ি!'

'মিস্টার অ্যাপাচিটো, আমি সেই ব্যাপারেই তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' কাঁপতে কাঁপতে মরিয়া হয়ে বলল ড্যান্ডি। 'টাকা আমি ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়ে এসেছি। টাকাটা তো ওদের···তাই ভাবলাম···আমি জানতাম না···'

আহত ষাঁড়ের মতো একটা গর্জন ছাড়ল অ্যাপাচিটো। ইংরেজি, স্প্যানিশ আর কয়েকটা ইন্ডিয়ান ভাষায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অনর্গল গালাগালি। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল রিওয়ার্ড মানি আর আধ মিলিয়ন ডলার এবারে একসঙ্গে কব্জা করে নেবে।

কৌতূহলী হয়ে ড্যান্ডির ম্রিয়মান চেহারা দেখল সার্ডিন ঘাড় ফিরিয়ে। আপন মনে মাথা নাড়ল দুঃসাহসিকতার মাত্রা দেখে। বিপদের মুখে, সম্ভবত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অবলীলায় চোখের পর্দা না রেখে মিথ্যে বলে যাচ্ছে লোকটা। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

লুকানোর জায়গা থেকে একটু উঁচু হয়ে অ্যাপাচিটোর চেহারা দেখে নিল জনসন। 'বিড়বিড় করে বলল, 'বদমাশটার সাহস আছে।' অ্যাপাচিটোর হাত থেকে পার পায় কিনা লোকটা দেখার কৌতূহল জাগল ওর মনে। ও নিজে লোকটাকে যতদূর চেনে অ্যাপাচিটো ততোটা চেনে না এটা ভরসার কথা। জীবন দিয়ে দেবে, কিন্তু ড্যান্ডি ডারউইন সে বান্দা নয় যে এত সহজে হাসিমুখে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবে। লোকটা চাইবে খেলিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্ক ঘোষিত রিওয়ার্ড মানি আরও বাড়াতে। ওর যদি লোকটাকে চিনতে ভুল হয়, ভাবল জনসন, সেদিন থেকে লংহর্ন বাছুর সেদ্ধ ডিম প্রসব করা শুরু করবে।

গালাগালি থামিয়ে ড্যান্ডির ওয়্যাগনের পেছনে চলে এলো অ্যাপাচিটো; এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিল পর্দা। ভেতরটা ভরে আছে সার্কাস দেখানোর সরঞ্জামে। ওয়্যাগনের টেইল গেটে বেঁধে রাখা আছে ড্রেসিং টেন্টের ক্যানভাসের তাঁবু। তলাটা উঁচু করে দেখল অ্যাপাচিটো। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। তাঁবুর তলায় রয়েছে সেই স্টীলের বাক্স। গায়ে নাম লেখাঃ হ্যাঙভিল ব্যাঙ্ক।

টিটকারির হাসি হেসে ড্যান্ডির দিকে তাকাল আউট-ল নেতা। 'তাহলে ডলার তুমি ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়েছ? ভেবেছিলে এত সহজেই অ্যাপাচিটোর চোখ ফাঁকি দিতে পারবে? মনে করেছ অ্যাপাচিটো, ভয়ঙ্কর অ্যাপাচিটো বোকা?' দেখতে দেখতে কঠোর হয়ে উঠল লোকটার চেহারা। মুহূর্তে হাতে উঠে এলো অস্ত্র। 'জানো, তোমার এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যু?'

'না!' আর্তচিৎকার করে উঠল মায়রা।

ডারউইন বলল, 'আগে আমার কথা শুনে দেখো, মিস্টার অ্যাপাচিটো। এটার মধ্যে কোন ডলার নেই। আমি শপথ করে বলছি। ব্যাঙ্ক এটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে কাপড় রাখার জন্যে। বৃষ্টিতে আগে কাপড় ভিজে যেত তাই চেয়ে এনেছি। বিশ্বাস না হয় তো খুলে দেখো।'

'একশোবার দেখব।' ধমক দিল অ্যাপাচিটো। 'লোকো, মোজেস, বাক্সটা নামাও। যদি ভেতরে এক ডলারও পাওয়া যায় অতি ধীরে করুণ মৃত্যু ঘটবে এই হারামজাদার। আর তার বউ-মেয়েদের কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। আমার পেছনে ওরাই সেই দাড়িওয়ালা ভয়ানক জন্তুটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল।'

মাটিতে নামিয়ে বাক্সটা খুলল লোকো আর মোজেস। ভেতরে সার্কাসের নানান কাপড়চোপড়। ভাঁজ করে রাখা আছে ড্যান্ডি ডারউইনের একটা সোয়ালো টেইল্ড কোট। একটা আধলিও

পাওয়া গেল না।

ড্যান্ডির দিকে ফিরল অ্যাপাচিটো। বক্তৃতার তোড় এসে গেল লোকটার। কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে ছাগল মনে করেছ? কোন মানুষ এত বোকা নয় যে আধ মিলিয়ন ডলার হাতে পেয়েই ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেবে। ডলার তুমি ওয়্যাগনের কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। তুমি চাইছ আমি খুঁজে বের করি। বেশ, তাই হবে, দরকার হলে সবকিছু টুকরো টুকরো করে খুঁজব আমি।' এবার সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে। খেঁকিয়ে উঠল, 'অ্যাই, গাধার দল, চুপ করে কি দেখা হচ্ছে। লেগে পড়ো প্রত্যেকে। ওয়্যাগন থেকে মালামাল নামাও। ডলার যদি খুঁজে না পাও মেয়েলোকদের পোশাক খুলে খুলে দেখবে।' আঙুল তুলে মায়রাকে দেখাল সে। 'ওই বেটিই কাপড়ের তলায় অর্ধেক ডলার লুকিয়ে রাখতে পারবে।'

'এত সাহস!' কাঁপতে কাঁপতে বলল ড্যান্ডি। 'মেয়েদের অপমান...'

'চোপ!' এক ধমকে থামিয়ে দেয়া হলো তাকে। লোকোর প্রচণ্ড চড় খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল লোকটা। 'অ্যাপাচিটোর সাহস নিয়ে কথা বলে এত বড় বুকের পাটা!' আনুগত্যের প্রমাণ রাখা লোকোর জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে। তার দোষেই ছুটে গেছে জনসন লোকটা।

'অ্যাই, আগুন জ্বালো,' নির্দেশ দিল সে। 'লোকটার পায়ে সেঁক দিলে মুখের তালা খুলে যাবে। তাতে করে ওয়্যাগন থেকে অতসব মালপত্র নামাবার ঝামেলাও কমবে।'

অ্যাপাচিটো খুশি খুশি গলায় বলল, 'ভাল বুদ্ধি লোকো! লোকটা কতখানি চেঁচাতে পারে সেটাও একটা শোনার মতো ব্যাপার হবে। তবে, লোকো; আমার মাথায় আরও চমৎকার একটা বুদ্ধি এসেছে। এক কাজে তিন কাজ হবে। ওর বউটা

আমার হাতে চাবুক মেরেছিল; আমরা বরং তাকেই আগুনে সেঁকব। এতে করে আমার ধারণা তার মনে আমার প্রতি, ভয়ঙ্কর অ্যাপাচিটোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠবে। মেয়েলোকটা চেঁচাবেও কম জোরে না। 'আর তিন নম্বর কাজ যেটা হবে সেটা হলো বউয়ের চেঁচানি শুনে আমাদের সার্কাসের ভদ্রলোক বুলেটের গতিতে মুখ ছোটাবে।'

'ঈশ্বর তোমাকে অভিশপ্ত করুন, শয়তান কোথাকার,' ভাঙা গলায় বলল ড্যান্ডি। একটু টসকেছে মনে হলো তার চেহারা দেখে। 'আমার বউয়ের গায়ে হাত দিলে খালি হাতে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলব আমি।'

সার্কাস মালিক পাগলের মতো সামনে বাড়তেই একটু পিছিয়ে গিয়ে সিক্সগান তাক করল অ্যাপাচিটো। তার কোন প্রয়োজন ছিল না। লোকটাকে নড়তে দেখেই তার মাথার ওপর অস্ত্রের নল সজোরে নামিয়ে এনেছে লোকো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল ড্যান্ডি। অজ্ঞান।

মায়রা দৌড়ে গিয়ে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। চারদিকে তাকাল উন্মাদিনীর দৃষ্টিতে। চোখের আগুনে পোড়ানোর ক্ষমতা থাকলে এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেত অ্যাপাচিটো তার দলবল সহ।

'এদের সবকটাকে হ্যান্ডকাফে আটকে বড় করে একটা আগুন জ্বালো,' নির্দেশ দিল অ্যাপাচিটো।

'তুমি···তুমি একটা জানোয়ার,' চোখের দৃষ্টিতে তাকে ভস্ম করতে করতে বলল মায়রা।

'সেনোরা,' জবাবে বলল অ্যাপাচিটো, 'আমি শুধু একটা জানোয়ার নই, আমি দুনিয়ার সব জানোয়ার। টের পাবে শিগগিরই ডলার হাতে না পেলে। কি নেই আমার মধ্যে,' আত্ম প্রশংসায় মত্ত হলো অ্যাপাচিটো। 'শেয়ালের চতুরতা, পাহাড়ী

সিংহের সাহস, চিতার ক্ষিপ্রতা...'

'স্কাঙ্কের দুর্গন্ধ,' মাঝখান থেকে যোগ করল সার্ডিন। জনসনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। সার্কাসমালিকের সঙ্গে অ্যাপাচিটোর কথার ফাঁকে সোনা ভরা ওয়্যাগনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। শেকল পরা হাতে রাইফেল। নলটা সোজা তাক করেছে অ্যাপাচিটোর বুকে। হাত কাঁপছে না একচুল। চোখে ঠিক দেখছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না সার্ডিন। এত দুঃসাহস পায় কোথায় একটা বাউন্টিহান্টার। লোকটা তো আর ওর মতো সরকারী এজেন্ট নয়!

'ভুল করে ফেলেছ তুমি,' সম্বিত ফিরতেই বলল সার্ডিন। 'তোমার উচিত ছিল জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা। পরে সময় মতো আমাকে মুক্ত করে পরিকল্পনা করা। এই ভুলের মাসুল মৃত্যু।'

'তুমি অ্যাপাচিটোকে চিনতে ভুল করেছ,' বলল জনসন। 'নিজের প্রাণের মায়া তার ঠিকই আছে।' দু'একজনকে একটু নড়তে দেখে ধমক দিল সে। 'অ্যাপাচিটো, ওদেরকে বোকার মতো কিছু করতে মানা করো। ওরা নড়লে তুমি মরবে। অস্ত্র ফেলে দিতে বলো সবাইকে।'

'যা বলছে করো,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল অ্যাপাচিটো; ঘামছে দরদর করে; বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে; বুঝতে পারছে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, 'ওকে লোকে এমনি এমনি *হঠাৎ মৃত্যু* নাম দেয়নি।'

দশ-বারো পা এগিয়ে সরাসরি অ্যাপাচিটোর পিঠে রাইফেল ঠেসে ধরল এবার রে জনসন। ভাল একটা অবস্থানে আছে। একাধারে জিম্মি এবং কভার হিসেবে দুর্বৃত্ত নেতাকে ব্যবহার করছে সে। বলল, 'তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো। অ্যাপাচিটো সহ অন্তত বারোজনকে নিয়ে মরব আমি। তোমাদের বদলে আমি হলে ঝুঁকিটা নিতাম না।'

'ও কি বলেছে শুনেছ তোমরা!' ঘোঁত করে উঠল অ্যাপাচিটো। অনুচররা বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে মনে করে বলল, 'অস্ত্র ফেলো। আমাদেরও সময় আসবে।'

প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে অ্যাপচিটোকে না মেরে জনসনকে কাবু করার কোন উপায় নেই, কাজেই ঝুঁকি নিল না কেউ। ইতস্তত করেও শেষপর্যন্ত অস্ত্র আর গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলল লোকগুলো। চেহারায় ফুটে থাকল নিষ্ফল আক্রোশ। জনসনকে মারার প্রথম সুযোগটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না কেউ। জনসনের নির্দেশে অস্ত্র আর গোলাগুলির কাছ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াল প্রত্যেকে।

লোকোর পায়ের কাছে গুঙিয়ে উঠল ড্যান্ডি ডারউইন। জ্ঞান ফিরে আসছে। মায়রা তাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। জনসনকে দেখার আগে পর্যন্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল লোকটা। তারপর জনসনকে চিনতে পেরে দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

'তোমার দু'পয়সা দামের জীবনটা বাঁচাবার চেষ্টা করছি, বিশ্বাসঘাতক ইঁদুর কোথাকার! বাঁচাতাম না, এই নেকড়ের ছাল পরা কয়োটিদের হাতে ফেলে যেতাম; বাঁচাচ্ছি মায়রার কারণে। পুরনো একটা ঋণ শোধ করে দিলাম।'

'লজ্জা হওয়া উচিত, তুমি ড্যান্ডির সঙ্গে এরকম আচরণ করছ!' মাটিতে থুতু ফেলল মায়রা। 'কি ছিলে তুমি ড্যান্ডি তোমাকে বিখ্যাত করে তোলার আগে? ভেবে দেখো, তোমার আজকের সুনাম তুমি কার জন্যে পেয়েছ। নিজের পরিবারের মতো তোমাকে দেখেছে ড্যান্ডি, আর...'

'ঠকিয়েছে পরিবারের বাইরের কেউ ভেবে,' শান্ত গলায় মহিলাকে থামিয়ে দিল জনসন। ড্যান্ডির দিকে তাকাল।

'অ্যাপাচিটোর মতো আমাকেও ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। রিওয়ার্ড মানির প্রাপ্য অংশ আমাকে তোমার বুঝিয়ে দিতে হবে। ডলার তুমি ব্যাঙ্কে দিয়েছ আমাকে মেরে কেটে টুকরো করলেও বিশ্বাস করব না।'

'রিওয়ার্ড?' জানতে চাইল নিরস্ত্র অ্যাপাচিটো। 'কিসের রিওয়ার্ড?'

সার্ডিন চুপ করে তাকিয়ে আছে দেখে আবার মুখ খুলল জনসন। 'ব্যাঙ্ক তার টাকা ফিরে পাওয়ার জন্যে আপাতত পঁচিশ হাজার ডলার রিওয়ার্ড সেধেছে। দু'একদিনের মধ্যেই পরিমাণ বাড়িয়ে এক লক্ষ ডলার করবে কোন সন্দেহ নেই তাতে। সেজন্যেই আমি জানি ড্যান্ডি ব্যাঙ্কে টাকা ফেরত দেয়নি। এখন এই মুহূর্তে সে আমার অংশ আমাকে বুঝিয়ে দেবে, নাহলে ওর গায়ের চামড়া ছাড়াব আমি।'

'আমাদের অংশ,' ভুলটা শুধরে দিল সার্ডিন।

মাথা ঝাঁকাল জনসন। 'ক্ষুদ্র অংশ। তুমি এব্যাপারে আমার কোন কাজে আসোনি।'

পিংপং বলের মতো বড় হয়ে গেল ড্যান্ডি ডারউইনের চোখ। বোঝা যাচ্ছে মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বইয়ে দিচ্ছে লোকটা এই ফাঁদ থেকে বেরনোর জন্যে। সম্ভবত গল্প; বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফাঁদছে। অবশেষে বলল, 'দেখো, জনসন, টাকাগুলো আমি এখনও পাইনি। তাছাড়া ওগুলো দেয়ার অধিকার আছে একমাত্র ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট মার্করীর। সে গেছে এল পেসো। আগামী সপ্তাহের আগে ফিরবে না।'

'আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই টাকাগুলো তুমি মেরে দেবে না। বেশ, সেক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকব আমরা। শহরে একসঙ্গে যাব রিওয়ার্ড মানি কালেক্ট করতে।'

'পাগল,' বলল সার্ডিন। 'আর এই কদিন আউট-লদের কি

হবে?'

জবাব দিল না জনসন। চোখের কোনে নড়াচড়া ধরা পড়েছে ওর। দুজন আউট-ল মরিয়া হয়ে অস্ত্রের ওপর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। দুজনের মাথার ওপরই জীবিত কি মৃত পোস্টার আছে। দ্বিধা করল না জনসন। রাইফেল ঘুরিয়ে দুটো গুলি করল। লোক দুজন বাঁচল কি মরল সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে বলল, 'লোকো, তুমি আমাদের হ্যান্ডকাফ নিয়ে এসেছিলে। চাবিগুলো বের করে ফেলো। আগে তুমি সার্ডিনকে মুক্ত করবে। তারপর সার্ডিন আমাকে। আমরা দুজন মুক্ত হলে তোমাদের ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

অ্যাপাচিটোর দিকে চাইল লোকো। নেতার মাথা দোলানোয় পা বাড়াল সে। খুলে গেল সার্ডিনের হ্যান্ডকাফ। একটা অস্ত্র তুলে নিল সার্ডিন দেরি না করে। জনসনের হ্যান্ডকাফ খুলে দিয়ে বলল, 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কাজটা তুমি পারবে। চিন্তাই করা যায় না অ্যাপাচিটোর জন্যে সবকটা শকুন অস্ত্র হাতছাড়া করবে।'

'অ্যাপাচিটো জন্যে করেছে না কচু,' বলল জনসন। 'আমার ধারণা বিরাট একটা লুটের টাকা দলের কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে রেখেছে অ্যাপাচিটো। ওটাই হচ্ছে ওর লাইফ ইন্স্যুরেন্স।'

'দেখা যাচ্ছে সব প্রশ্নের জবাবই তোমার জানা আছে,' বলল সার্ডিন। 'এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি! সূর্য ডুবে গেছে, একটু পরই আঁধার নামবে; তখন এই নেকড়ের পালকে আটকে রাখবে কি দিয়ে? মনে করেছ আঁধারের সুযোগটা ওরা নেবে না? সংখ্যায় আমরা কম।'

সার্ডিনকে অস্ত্রগুলো জড় করতে ইশারা করল জনসন। তারপর বলল, 'কাজটা শেষ করো, তারপর জবাব দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাবও আমার কাছে আছে।'

আঠারো

'তুমি ওয়্যাগনহুইলের প্রেমে পড়ে চোখ বন্ধ করে না থাকলে আমি কি বলছি বুঝতে পারতে,' সার্ডিনের অস্ত্র কুড়ানো শেষ হলে পরে বলল জনসন।

'মানে?'

'ওদিকের দ্বিতীয় কেবিনটা দেখেছ? ওটা ওদের জেলখানা। লোহার বার দেয়া জানালা আর দরজায় ভারী ছিটকিনি দেখেও কিছু বোঝনি?'

'বুঝতাম তোমার মতো ঘুরে দেখার সুযোগ পেলে।'

'সুযোগটা আমি নিজে তৈরি করে নিয়েছি।'

ওদের তর্ক অনন্তকাল চলতে পারত, কিন্তু বাধা দিল বাস্তববাদী ড্যান্ডি। 'আঁধার হয়ে আসছে!'

সায় দিল সার্ডিন। তারপর বলল, 'ওদের সবকজনের জায়গা হবে না ওটায়। হলেও গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে প্রত্যেককে।'

'তুমি কি ওদের নাকি আমাদের পক্ষ?' টিটকারির সুরে জানতে চাইল ড্যান্ডি।

জবাব দিল না সার্ডিন। মনে মনে বলল নিরপেক্ষ না হলেও সাধারণ কোন জুয়াচোর বা বাউন্টিহান্টারের পক্ষ অন্তত নই।

'ওদের কষ্টে, দুর্দশায় সারারাত আমার ঘুম আসবে না,' মুচকি হেসে জানাল জনসন। ভেতরে ভেতরে চিন্তিত অ্যাপাচিটোর

বাইরে পাঠানো চার গার্ডকে নিয়ে। একবার ভাবল গিয়ে একজন একজন করে কাবু করে। পরমুহূর্তে ভাবল এখনই ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই; পাহারায় তো তারা থাকবেই, আউট-লরা একজন-দুজন করে আসবে আর ভেতরে পুরে দেবে ওরা।

ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকলে আঁৎকে উঠত সে।

অস্ত্রের মুখে সবকজন আউট-লকে দ্বিতীয় কেবিনে পোরা হলো। লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা বাইরে থেকে। আপত্তি জানাচ্ছিল অ্যাপাচিটো আলাদা থাকার জন্যে। তার কথায় কান দিল না কেউ।

ছিটকিনি দেয়ার পর অ্যাপাচিটো জানতে চাইল, 'আমাদের খাবার পানি আর সাপারের কি হবে?'

'আমাদের জন্যে যেমন ব্যবস্থা রেখেছিলে তেমনি তোমাদের জন্যেও একই ব্যবস্থা,' জবাবে বলল জনসন।

ওদিকে ওয়্যাগনের সামনে দাঁড়িয়ে বউয়ের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ জুড়েছে ড্যান্ডি। একটু পর দুজনের দিকে এগিয়ে এলো সে।

'এখন কি করা উচিত?' জানতে চাইল।

'ক্যাম্প করো। ওয়্যাগনের রাস্তায় দুজনকে পাহারা দিতে পাঠিয়েছে অ্যাপাচিটো। পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আর, হ্যাঁ, মায়রাকে বোলো সাপার রাঁধার সময় আমাদের কথা যেন ভুলে না যায়।'

চলে গেল লোকটা।

'ডলারগুলো কোথায় বলে দিত লোকটা অ্যাপাচিটো ওর বউকে অত্যাচার করলে,' বলল জনসন। 'আমি সম্ভবত জানি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে টাকাটা।'

'এত ঝুঁকি নেয়ার কারণটা কি?' কৌতূহল আর দমিয়ে রাখতে পারল না সার্ডিন।

'আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, তবে একটা মুহূর্তে মনে হচ্ছিল অ্যাপাচিটো মহিলাদেরকে অত্যাচার করতে যাচ্ছে।' থামল জনসন। একটু চিন্তিত দেখাল ওকে। তারপর বলল, 'কেবিনগুলো আরেকবার ঘুরে দেখা দরকার। তাছাড়া আজ রাতে পালা করে পাহারা দিতে হবে আমাদের দুজনকে। অ্যাপাচিটোর চারজন লোক এখনও মুক্ত কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।'

'আরেকটা কাজ করতে হবে,' বলল সার্ডিন। 'আমার নিজের অস্ত্র খুঁজে বের করতে হবে। ওগুলো ছাড়া নিখুঁত ভাবে গুলি করা প্রায় অসম্ভব।'

'কথাটা ঠিক,' সায় দিল জনসন। নিজের অস্ত্র হাতের তালুর মতো চেনা হয়।

টানেলের ওপরের তাকে বসে আছে শিকো আর স্যাম নামের দুই আউট-ল। ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়ে আনা বিষণ্ন সন্ধের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে। শিকোর পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ উঠতেই গাল দিয়ে উঠল লোকটা। 'শালার কতক্ষণ আমাদের এখানে পাহারায় রাখবে! ওদিকে বোধহয় সাপার শুরু হয়ে গেছে।'

স্যাম বলল, 'কেউ আসার আগে পর্যন্ত আমাদের থাকতে হবে। সেরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কতক্ষণে আসবে কে জানে!'

'আমাদের কথা ভুলেই গেছে কি না কে বলবে। এখন হয়তো সাপার সেরে মদের বোতলে চুমুক দিচ্ছে সবাই। এক কাজ করো, আমি পাহারায় থাকি; তুমি গিয়ে ওদিকের হাল দেখে আসো। সাপার হয়ে গিয়ে থাকলে নিয়ে এসো।'

'আমি যাব না,' সাফ মানা করে দিল স্যাম। 'আমাকে দেখলেই ওর মনে পড়বে কোথায় আমার থাকার কথা। মাথায়

আকাশ ভেঙে পড়বে। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও।'

'তাই যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল শিকো। 'ভয় পাই নাকি আমি অ্যাপাচিটোকে! আগেও ওর ধমক খেয়েছি। দরকারে আবারও খাব; কিন্তু সাপার ছাড়া আর চলছে না।'

'যাও তাহলে।'

আঁধার পথে এগিয়ে চলল শিকো। আলোর শেষ বিন্দুটুকু মুছে গেছে আকাশ থেকে। কেবিনের ধারের জঙ্গলের কাছে চলে এলো সে নির্বিঘ্নে। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কুঁচকে উঠল ভ্রূ। কিছু একটা গোলমাল ঘটে গেছে ক্যাম্পে। ওর মোটা মাথাটাকে খাটাতে বেশ সময় লাগল। অবশেষে একটা একটা করে অসংগতিগুলো চোখে পড়তে লাগল তার।

সার্কাসের ওয়্যাগনগুলোর পাশে ছোট্ট একটা রান্নার আগুন জ্বলছে। আগুনের ধারে বসে আছে মোটাতাজা এক মহিলা। কিন্তু অ্যাপাচিটোর হেডকোয়ার্টারের সামনে যে বড় আগুনটা জ্বলার কথা সেটা নেই। কোন কেবিনের জানালায় আলোর কোন আভাস দেখা যাচ্ছে না। হারামজাদারা আমাদের কথা ভুলে অন্য কোথাও বাজি মারতে চলে গেছে, প্রথমে ভাবল শিকো। তারপর তার চোখে পড়ল ওয়্যাগন পার্কের কাছে, যন্ত্রপাতি-সরঞ্জামাদি রাখা আছে ওখানে। অ্যাপাচিটো খেপে যায় এরকম ভাবে বাইরে জিনিসপত্র ফেলে রাখলে। *ব্যাপারটা কি!*

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে ওয়্যাগন পার্কের দিকে পা বাড়াল সে। বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই আগুনের আলোয় ড্যান্ডিদের দেখতে পেল। এতক্ষণে শিকো বুঝতে পারল কি ঘটেছে। তাড়াতাড়ি করে গাছের আড়ালে সরে এলো সে। একটা কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে দেখল অ্যাপাচিটোর হেডকোয়ার্টারের দরজা খুলে গেছে। দুজন লোক বের হয়ে এলো অফিস থেকে। আবছা আলোতেও পঞ্চো আর

ফ্রককোট পরা ওই লোক দুজনকে চিনতে পারল সে। ওর দু তিন হাত দূর দিয়ে গেল তারা। থামল গিয়ে আগুনের ধারে।

প্রায় একই মুহূর্তে মাথার ওপর, কেবিনের জানালা থেকে রাগী কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল সে। গলাটা অ্যাপাচিটোর, পরিষ্কার চিনতে পারল শিকো।

'একবার একটা অস্ত্রে হাত এসে গেলে,' বলল জনসন, 'আর কোন অস্ত্রে মন ওঠে না। একই কোম্পানির একই জিনিসও তখন ব্যবহার করতে গেলে অন্যরকম লাগে।'

'আমারও তাই হয়,' একমত হলো সার্ডিন। 'বুড়ি বেটসিকে কোমরে না গুঁজলে নিজেকে আমার উলঙ্গ মনে হয়।' এক জায়গায় জড় করা গানবেল্টগুলোর দিকে তাকাল সে। বলল, 'অ্যাপাচিটোর চার সঙ্গী যাতে ফিরে এসে বিলাতে না পারে সেজন্যে এগুলো নিরাপদ কোথাও রাখা দরকার। তুমি কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়? ড্যান্ডির ওয়্যাগনে?'

'না। যদিও সম্ভাবনা নেই আমরা ঠিক মতো পাহারা দিলে, তবু; অ্যাপাচিটো ছুটতে পারলে কেবিনগুলো সার্চ শেষেই ওখানে খুঁজবে।' তুড়ি বাজাল জনসন। 'ঝোপে যেখানে আমি লুকিয়ে ছিলাম, সেখানে রাখব ওগুলো। ঝোপগুলো খুব ঘন ওখানে।'

'ঠিক আছে, তুমি বলছ যখন,' সায় দিল সার্ডিন।

গানবেল্ট আর অস্ত্র তুলে নিয়ে ঝোপের মাঝে লুকিয়ে এলো ওরা। টের পেল না একটা লোক ওদের ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। একটু পরই ড্যান্ডির গলা পাওয়া গেল। 'সাপার রেডি!'

ফেরার পথে সার্ডিন বলল, 'তুমি বলেছিলে ডলার কোথায় আছে আন্দাজ করতে পেরেছ। কথাটা আমাকেও জানানো উচিত। খোদা না খাস্তা আমাদের কারও কিছু হয়ে গেলে তথ্যটা কাজে

দেবে।'

'আহ্‌হা!' দুঃখের হাসি হাসল জনসন। 'তোমার মনে নেই আমাদের পার্টনারশিপ হয়েছে বিশ্বাসের ভিত্তিতে? আমি তোমাকে বিশ্বাস করি যতটা আমি বিশ্বাস করি একটা ষাঁড়কে লেজ ধরে উড়িয়ে বিশ গজ দূরে ফেলতে পারব। আমি জানি তোমার বিশ্বাসও আমার প্রতি একবিন্দু কম নয়। কাজেই সারারাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতে আমি রাজি নই। বাচ্চা একটা ছেলে হিসেবে আমার এখন সাপারের পর ঘুম দরকার।' কাজের কথায় এলো জনসন, 'আজকে রাতের প্রথম অংশটা তুমি পাহারা দিচ্ছ। মাঝরাত থেকে আমার পালা।'

শ্রাগ করল সার্ডিন। 'তোমার চোখে কিছু একটা পড়েছে যেটা আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই; একটু ভাবলেই আমিও বুঝে ফেলব ড্যান্ডির চালাকিটা কোথায়।'

'সেটা ভেবে সময় নষ্ট না করে তোমার ক্রস বেলি ড্র প্র্যাকটিস করো বরং,' বলল জনসন। 'আমার ধারণা ঠিক হলে সামনে বিরাট ঝামেলা আসছে।'

সাপার সেরে ডারউইনের কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্কেট ধার করল ওরা। আগুনের ধারে শোয়ার আমন্ত্রণ জানাল ড্যান্ডি। লোকটার কথায় কান দিল না ওরা। ব্ল্যাঙ্কেট বিছাল কেবিনগুলোর ধারে জঙ্গলের সামনে। শুয়ে পড়ল জনসন। পাহারা দিতে বসল সার্ডিন। বড্ড ক্লান্তি লাগছে ওর। আধ বসা হলো প্রথমে। তারপর আধঘণ্টার মধ্যে শুয়ে পড়ে চোখ মেলে দিল তারাজ্বলা রাতের আকাশের বুকে। ঝিরঝিরে বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেও বলতে পারবে না।

উনিশ

স্বপ্নের মধ্যে অতীতে ফিরে গেল সার্ডিন। তখন ও খাওয়াপরা সহ দশ ডলার মাইনের তরুণ এক র‍্যাঞ্চহ্যান্ড। স্বপ্নটা বাস্তবের এতই কাছাকাছি যে কার্ভারকে খুঁজতে ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল সে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল কার্ভার আছে কি নেই। আছে! মাত্র ডজনখানেক গজ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ডানহাতটা প্রায় হোলস্টার ছুঁয়ে আছে। ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে ওকেই দেখছে। সর্বক্ষণ ওর পেছনে লেগে আছে কয়েকবছরের বড় এই লোকটা। কারণ আর কিছুই নয়; বিদ্বেষ। কাউ হ্যান্ডলিঙে ওর দক্ষতা। তারুণ্যের স্বাভাবিক লজ্জাবশত কথাটা মালিক পক্ষকে জানাতে পারছে না ও। চিন্তা করছে কিভাবে এই ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়।

অতীতে যদিও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে কার্ভারের মুখোমুখি হয়ে ডুয়েলে জিতেছিল; কিন্তু এবার পারল না। ছুটে দৌড়ে এলো কার্ভার; সিক্সগানের নল দিয়ে জোর এক খোঁচা মারল ওর পেটে। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওর তলপেটে। কুঁজো হয়ে গেল সে। স্বপ্নে আবার ব্যথা কিসের! আধোঘুমের মধ্যে ভাবল সার্ডিন। চোখ মেলে চাইল। না, কার্ভার কবর থেকে উঠে আসেনি; চোখের সামনে অ্যাপাচিটোর খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চেহারা দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল ও।

'ঘুম তাহলে ভাঙল!' ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়ল দস্যু

নেতা। 'ওঠো!' রাগে এই মুহূর্তে চোখ সরু হয়ে আছে লোকটার। ওর পেটে ঠেসে ধরে আছে সিক্সগান। ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপাচিটোর দলের সবাই। প্রত্যেকে যেন জাদুবলে গানবেল্ট আর অস্ত্র ফিরে পেয়েছে। এখনও ঘুমাচ্ছে জনসন। তাকে জাগানো হয়নি। শরীর না নাড়িয়েই বুঝে ফেলল সার্ডিন নিরস্ত্র করা হয়েছে ওকে। জনসনের অবস্থাও তাই। বেচারা জানে না এখনও চোখ মেললেই কপালে কি আছে।

শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জনসনের। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই পরিস্থিতি বুঝে গেল। নীরবে উঠে বসল সে। আড়মোড়া ভাঙল যেন কিছুই হয়নি। তারপর সার্ডিনের উদ্দেশে বলল, 'ভাল প্রহরী রেখেছিলাম।'

মুখ নিচু করে হাতের আঙুল দেখল সার্ডিন। ভুলেও জনসনের দিকে তাকাল না।

'ও, তারমানে আমার লোকদের কথা ভুলে যাওনি?' ঘোঁত করে উঠল অ্যাপাচিটো। 'পাহারার ব্যবস্থাও ছিল?' পালা করে জনসন আর সার্ডিনের দিকে তাকাল সে। রাতের অন্ধকারে চেষ্টা করল ওদের মুখের ভাষা পড়তে। মাঝরাত হয়নি এখনও; আকাশে আধফালি চাঁদের আলোয় দুজনকেই তার বিহ্বল মনে হলো। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে গেল অ্যাপাচিটো। 'ওঠো! উঠে দাঁড়াও! রাতের বাকি সময়টুকু আমাদের জেলে থাকতে হবে তোমাদের। সকালে বসবে বিচার। মৃত্যু নিশ্চিত এটা জেনে রাখো; কালকে শুধু জানবে কিভাবে মরবে।'

কয়েক ধাক্কায় জেলখানায় ওদের দুজনকে ঠেলে দেয়া হলো। ওরা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওক কাঠের ভারী দরজা।

অন্ধকারে ডুবে আছে ঘর। চৌকো জানালার ফাঁক দিয়ে আসছে একচিলতে চাঁদের আলো। চারকোনা একটা জায়গায় শুধু

আবছা আলোর খেলা। ঘরে একটা আসবাবপত্রও নেই। মেঝেতে বসে পড়ল জনসন। তার পাশেই সার্ডিন। জিজ্ঞেস করল, 'মাথায় কোন বুদ্ধি আছে এখান থেকে বের হওয়ার? কালকে বিচার করে শাস্তি দেবে বলে যখন ঠিক করেছে ঠিকই দেবে অ্যাপাচিটো। ওর বিচারের একটু নমুনা শুনবে?' জনসন তাকানোয় বলল, 'পুলি দিয়ে পুরুষের অন্ডকোশ বেঁধে উঠবস করায় সে লোকটা মরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।'

'তোমার উচিত ছিল পাহারায় থাকা।'

'আমি দোষ স্বীকার করছি। বেরনোর কোন পথ জানা থাকলে বলো। তোমার নির্বিকার চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু একটা জানো।'

মাথা নাড়ল জনসন।

ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো সার্ডিনের। বিরাট একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। ধরিয়ে দেয়া যেত অ্যাপাচিটোকে। তার চেয়েও বড় কথা, সাধারণ এক বাউন্টিহান্টারের কাছে ছোট হতে হলো ওকে।

ডেরিঞ্জারের কথা মনে পড়ল ওর। ওগুলো সার্চের সময় খুঁজে পায়নি লোকো। কিন্তু কি হবে ওই অস্ত্র দিয়ে। দরজার বল্টু এতই মজবুত যে চেষ্টা করতে গেলে আউট-লদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আর কোন লাভই হবে না।

কেউ আমাদের মুক্ত করতে পারবে না,' বলল হতাশ সার্ডিন। 'এবার আমরা ভাল মতো ফেঁসে গেছি।'

'আমি পারব,' জানালার কাছ থেকে ভেসে এলো একটা কাঁপা কাঁপা গলা।

ড্যান্ডি ডারউইনের কণ্ঠস্বর!

লাফ দিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল দুজন।

'শ্‌শ্‌শ্‌,' আওয়াজ করতে নিষেধ করল লোকটা। তারপর

বলল, 'ওরা আগুনের ধারে বসে মদ খাচ্ছে আর ঘুমের আয়োজন করছে। কয়েকজনকে দেখলাম এরই মধ্যে মাতাল হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লেই তোমাদের ছোটাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'কেন করবে?' গলা নামিয়ে জানতে চাইল সার্ডিন। 'তুমি আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করেছ, ওই দুর্নীতিবাজ শেরিফকে লেলিয়ে দিয়েছ আমাদের পেছনে। এখন হঠাৎ করে তোমার দরদ উথলে ওঠার কারণ কি?'

'তুমি কাউকে বিশ্বাস করো না, তাই না?' একটু অভিমানের ভঙ্গি নিল ড্যান্ডি। জনসনকে দেখাল। 'বারবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও। মায়রাকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে মরণের ঝুঁকি নিয়েছে। তোমার কি মনে হয় আমি এতই অমানুষ যে তারপরও সাহায্য করব না?'

'তাহলে উপযুক্ত সময়ে এসো। এখন যাও।'

'ঠিক আছে।' জানালা থেকে সরে গেল ড্যান্ডির মুখ। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'ঠিক সময়ে দেখবে আমি হাজির।'

'তুমি ওকে এক চিলতেও বিশ্বাস করো না, তাই না?' জানতে চাইল সার্ডিন।

'করি,' জবাবে বলল জনসন। 'ঠিক তোমাকে যতটুকু বিশ্বাস করি ততটা।'

'তার মানে?'

'বুঝে নাও।'

আবার মেঝেতে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল ওরা দুজন। চুপচাপ। কথা হচ্ছে না দুজনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পর বাইরে উঁচু গলার প্রতিবাদ শুনতে পেয়ে আবার জানালায় এসে দাঁড়াল ওরা।

'তোমার লোকরা আমাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও দিচ্ছে না। জঙ্গলে গিয়ে মাত্র প্যান্টের বোতাম খুলেছি; ব্যস, অমনি এসে

ঘিরে ধরল।'

জবাবে অ্যাপাচিটো কি যেন বলল। গলার আওয়াজ মাল টানায় জড়ানো, তাই বুঝতে পারল না ওরা। মুহূর্ত খানেক পরে বন্দীশালার দরজায় শব্দ হলো। একটা লণ্ঠনের আলোয় ঘরের আঁধার দূর হয়ে গেল। অস্ত্র হাতে দরজায় দাঁড়াল লোকো। আরও দুজন আউট-ল চ্যাংদোলা করে অপমানিত, রাগান্বিত ড্যান্ডি ডারউইনকে বয়ে এনে ছুঁড়ে দিল ভেতরে। চালের বস্তার মতো ধপ করে মেঝেতে পড়ল লোকটা। সামলে নিয়েই লোকোকে শোনাবার জন্যে বলল, 'আরে, তোমরা এখানে! কি ব্যাপার?' এবার লোকোর দিকে তাকাল সে। 'আমাকে ওদের সঙ্গে রেখো না। ওরা আমাকে খুন করবে। ওরা ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করতে চেয়েও পারেনি আমার জন্যে।'

'ওরা তোমাকে কিচ্ছু বলবে না,' কর্কশ স্বরে হেসে উঠে বলল লোকো। 'আর যদি কিছু করেই···ধরো মেরে ফেলল; তাহলে কালকে সকালে আমরাও ওদের মেরে ফেলব। মনে কোরো না অ্যাপাচিটো তোমাকে সন্দেহ করে বলে এখানে ভরেছে; ভরেছে তার কারণ হলো রাতের পাহাড়ী বাতাসে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে তাই।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'অ্যাপাচিটোর ইচ্ছে হয়েছে তোমাদের সার্কাস দেখবে। তোমার কপাল ভাল ডারউইন, এযাত্রা বেঁচে গেলে। ওদের মতো করে শেষ পর্যন্ত মরতে না-ও হতে পারে। অন্তত যতদিন নতুন খেলা দেখাতে পারো। আর অ্যাপাচিটোও নতুন খেলা যোগ করছে। তোমার কফিনের খেলা শেষ হলেই একজন করে ওদেরকে কাউকে না কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ও।'

আবার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কপালে চাপড় দিল ড্যান্ডি। 'সার্কাস! সার্কাস দেখাব কি দিয়ে! এলমার নেই। কফিনের খেলা, মায়রার চাবুক আর ট্রাপিজ আর আমার জাগলিং

ছাড়া করার কি আছে। অ্যাপাচিটো জুয়াও খেলবে না, জনসনকে অস্ত্রও ছুঁতে দেবে না। নতুন খেলা পাব কই! তারওপর বলছে তোমাদের মেরে ফেলবে!'

'তোমাকেও ঝোলাতে পারে সার্কাস ভাল না লাগলে।' স্মরণ করিয়ে দিল জনসন।

সার্ডিন বলল, 'তোমাকে যদি ঝোলায় তো দেখে যেতে পারলে আমার মন্দ লাগবে না, ড্যান্ডি। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত জায়গায় দেখলে খুশি হয় সবাই। বিশেষ করে নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত না হলে।'

ধুলোময় শক্ত মেঝেতে বসে আছে ওরা। প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটা চুরুট ধরাল জনসন। ওর দেখাদেখি পাইপ ধরিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সার্ডিন। আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল ডারউইন। রাতের ঠাণ্ডা প্রবেশ করছে কেবিনে। তবুও মাঝে মাঝেই কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছছে লোকটা।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট-লদের কথাবার্তার আওয়াজ কমে আসছে। শব্দ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেবিনগুলোর দরজা। ঘুমাতে যাচ্ছে আউট-লরা। চারপাশ একসময় নীরব হয়ে গেল। শুধু ওদের কেবিনের জানালার সামনে মাঝেমধ্যে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতার পাশা উল্টে যাবার কোন সুযোগ না রেখে একজনকে গার্ড বসিয়েছে অ্যাপাচিটো।

পায়ের আওয়াজের দিকে মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ পর জনসন বুঝতে পারল নিয়মিত পায়চারি করছে না লোকটা। যখন মন চাইছে একবার করে এসে দেখে যাচ্ছে বন্দীরা জায়গা মতো আছে কিনা। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জনসন। বাইরে চাঁদের আলোতে অনেকদূর পর্যন্ত নজর চলে।

আবার পায়ের শব্দ পেল ও। ছায়াময় একটা আকৃতি কেবিনের কোনা ঘুরে এগিয়ে এলো। কাঁধ পর্যন্ত ব্ল্যাঙ্কেট মুড়িয়ে

নিয়েছে লোকটা। জানালার কয়েকফুট দূর দিয়ে পাশ কাটাল সে। সতর্ক রয়েছে যাতে ভেতরের কেউ ধরে বসতে না পারে। কেবিনের পেছনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে থামল; তারপর ঘুরে আবার হাঁটা দিল সামনের দিকে যাবার জন্যে। এবারও জানালা থেকে বেশ দূর দিয়ে পার হয়ে গেল লোকটা। পায়ের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

হতাশ হয়ে ফিরে এসে মেঝেতে বসল জনসন। ওর মাথার ওপরের জানালাটা থেকে মৃদু একটা আওয়াজ আসতেই আবার উঠে দাঁড়াল সে।

ড্যান্ডির মেয়ের গলা শুনতে পেল। 'আমি এখনই চলে যাব, গার্ড লোকটা ফিরে আসতে পারে। বাবা ভাল আছে তো?'

'আমি ঠিকই আছি,' বলল ড্যান্ডি। 'কিন্তু তুমি এখানে কি করছ। লিমা···ইয়ে লরা?'

'অপেক্ষা করছি। সুযোগ পেলেই তোমাদের বের করে আনব। গার্ড লোকটা আগুনের সামনে বসে মদ গিলছে, তবে এখনও সর্বক্ষণ নজর রাখছে দরজার দিকে। যে হারে গিলছে তাতে মনে হয় আর একটুক্ষণের মধ্যেই বাঙ্কহাউজে আরেক বোতল মদ আনতে যাবে।'

'নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই?' জানতে চাইল সার্ডিন।

'আছে।' হাসল মেয়েটি। 'আমি নিশ্চিত করেছি। ও যখন কেবিনের পেছনে, বেশির ভাগ হুইস্কি আমি ফেলে দিয়েছি।' লোকটার পায়ের আওয়াজ উঠতেই কথা না বাড়িয়ে জঙ্গলে লুকাল ড্যান্ডির মেয়ে।

আরেক চক্কর ঘুরে গেল গার্ড। টলছে অল্প অল্প। কিন্তু জ্ঞান আছে টনটনে। জানালার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে কাজটা করল সে।

মিনিটখানেক পরে যমজের একজন আবার এসে জানালায়

দাঁড়াল। এবার সামনের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'হুইস্কি ফেলে দেয়াটা মাঠে মারা গেল। লোকটা বোতল খালি দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে: কিন্তু অ্যাপাচিটোর ভয়ে জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। গ্যাঁট মেরে আগুনের সামনে বসে আছে।'

'ওকে শুধু জানালার সামনে আনার ব্যবস্থা করতে পারো কিনা দেখো,' বলল জনসন। 'বাকি কাজ আমি করতে পারব।'

'দেখছি চেষ্টা করে···শ্‌শ্‌শ্‌; আসছে ও। লুকাতে হবে!'

গার্ড আসার একমুহূর্ত আগে জঙ্গলের সীমানায় ঢুকে গেল লরা। লোকটা এক চক্কর মেরে শব্দ শোনার আশায় জানালা থেকে দেখা যায় না এমন একটা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ফিরে গেল আগুনের ধারে। ওদিক থেকে হঠাৎ লোকটার নীচু গলার মুখখিস্তি শুনতে পেল ওরা। পর মুহূর্তেই শোনা গেল মোহময়ী লরার মিষ্টি গলার আওয়াজ।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নিচু গলায় কি যেন আলাপ চলল দুজনের মধ্যে। তারপর আবার এলো লোকটা কেবিনের ধারে। এবার তার ব্ল্যাঙ্কেটের সঙ্গে সেঁটে আছে লরার তন্বী দেহ। মেয়েমানুষের সংস্পর্শে সাধারণ সতর্কতা ভুলে গেল লোকটা। একেবারে জানালার সামনে দিয়ে পার হতে গেল। সার্ডিনের কাছ থেকে ধার করা ডেরিঞ্জারটা মুঠোয় ধরে সজোরে লোকটার মাথায় নামিয়ে আনল জনসন। ঠকাস করে শব্দ হলো। একটা শব্দ উচ্চারণ না করে জ্ঞান হারাল গার্ড। লোকটার অস্ত্র তুলে নিল লরা।

'তাড়াতাড়ি দরজা খোলো, যেকোন সময় জ্ঞান ফিরে পাবে, 'আঘাতটা ঠিক মতো লাগাতে পারিনি,' বলল জনসন।

দুই মিনিটের মাথায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ওরা। মেয়েকে খুশিতে জড়িয়ে ধরল ড্যান্ডি। জনসন গেল নিশ্চিত হতে যাতে গার্ডের ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয়। মাথায় আরেক বাড়ি দিয়ে ফিরে এলো দ্রুত। বলল, 'চলো, চলো, সারারাত এখানে পারিবারিক

সভা করে নষ্ট করলে চলবে না।' ড্যান্ডির দিকে তাকাল সে। 'ড্যান্ডি, দেখা যাচ্ছে মেয়েদের সঙ্গে অ্যাপাচিটো কোন দুর্ব্যবহার করেনি। তুমি কি আবারও ধরা পড়ার ঝুঁকি নেবে নাকি আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে যাবে?'

'না, আমি থাকছি,' বলল সার্কাস মালিক। 'বউ-মেয়েদের বিপদের মুখে ফেলে আমি কোথাও যাব না। তোমরা তো থাকলেই; অবস্থা খারাপ দেখলে সাহায্য করার চেষ্টা কোরো।'

'তাহলে হাতের কাছে সবসময় অস্ত্র রেখো,' পরামর্শ দিল সার্ডিন। অবাক হয়েছে ড্যান্ডির মতো লোকের দায়িত্ববোধ দেখে।

'ওসব আমার কাজ নয়।' মাথা নাড়ল ড্যান্ডি। 'কাউকে গুলি করতে পারব না আমি।'

'না পারো তো ভাল, কিন্তু আধ মিলিয়ন কোথায় লুকিয়ে রেখেছ সেটা আবার বলে দিয়ো না। মনে রেখো যতক্ষণ না বলছ; অ্যাপাচিটো থাকবে দ্বিধার মধ্যে; ততক্ষণই তুমি নিরাপদ।'

মেয়েটার হাত ধরল জনসন আলতো করে। বলল, 'তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ লিমা···আঁ, লরা; যেই হওনা কেন তুমি। চিন্তা কোরো না, তোমার বাবাকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই আমি করব।'

'তুমি বুদ্ধিমান একজন মানুষ এতোদিন আমাদের সঙ্গে ছিলে তারপরও আলাদা করে চিনতে পারছ না?' হাসল মেয়েটা। 'তাহলে একবার চিন্তা করে দেখো বোকা আউট-লদের আমরা কিরকম ভেলকি দেখাতে পারব ইচ্ছে করলে।'

সকালের প্রথম আলোয় ঘুম ভাঙল জনসনের। পুবাকাশ মাত্র ফরসা হতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিমে এখনও জ্বলছে শুকতারা। আসার পথে মায়রার কাছ থেকে কম্বল ধার করেছিল; তবুও শীতে কেঁপে উঠল ও। উঠে বসে সার্ডিনের উদ্দেশে বলল, 'উঠে পড়ো।'

জবাব নেই কোন।

চারপাশে তাকাল জনসন ঘুম জড়ানো চোখে। সার্ডিনের ব্ল্যাঙ্কেট পরিপাটি করে বিছানো। লোকটার কোন খবর নেই। মেয়েটার দেয়া বাড়তি পিস্তলটার জন্যে ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় হাত দিয়ে দেখল নেই।

নিশ্চয়ই সার্ডিন আন্দাজ করে ফেলেছে কোথায় ডলার লুকিয়েছে ড্যান্ডি! এক পলকে চোখ থেকে ওর ঘুম উধাও হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে পায়ে বুট গলাতে লাগল সে। পরা শেষে উঠে দাঁড়াতেই সামনের একটা ঝোপ নড়ে উঠল। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে যেতে হলো ওকে।

কথা বলে উঠেছে ক্রিস্টোফার সার্ডিন। 'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না, তোমার জন্যে তোমার পার্টনার উপহার নিয়ে এসেছে।'

বোকা বোকা চেহারায় জনসনকে তাকাতে দেখে হাসল সে। বাড়িয়ে দিল দুটো সিক্সগান। হাতে নিয়েই বুঝে ফেলল জনসন যে এগুলো ওরই। বিস্ময় কাটানোর আগেই সার্ডিন বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি গেলাম ক্যাম্পে। গিয়ে দেখি গার্ডের ঘুম ভাঙছে। আরেক বাড়িতে আবারও ওকে অজ্ঞান করে দিলাম। আজকে ব্যাটার যে কী মাথা ধরাটাই না ধরবে! যাই হোক, তারপর আমি জেল কেবিনের দুধারের ঝোপে আগুন লাগিয়ে দিলাম। বিরাট এক পাঁচসেরি পাথর ছুঁড়ে মারলাম অ্যাপাচিটোর কেবিনে। একেবারে টার্গেটে আঘাত হানল, বুঝলে? গালাগালির তুফান তুলে দরজা খুলে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এলো অ্যাপাচিটো। দলের সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ছাড়ল। ওরা যখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত তখন আমি খুঁজছি গোলাবারুদ আর অস্ত্র।' হাতের রাইফেলটা দেখাল সে।

মৃদু শিস বাজাল জনসন। 'চমৎকার হতো যদি কিছু খাবারও

চুরি করে আনতে পারতে।'

ঘড়ি দেখল সার্ডিন। 'ব্রেকফাস্ট পেতে আরও এক ঘণ্টা বাকি। আসার আগে ড্যান্ডিকে ঘুম থেকে তুলে বলে এসেছি সে ঝোপের আড়ালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। লোকটাকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হলো।'

'ভাগ্যটা ওর পক্ষে থাকলে হয়। যতদূর বুঝেছি অ্যাপাচিটো খেয়ালখুশি মতো চলে। তাকে রাগিয়ে না দিলে কি হবে বলা যায় না। রেগে গেলে লোকটা ভয়ঙ্কর।'

বিশ

জেলখানা থেকে পাখি উড়ে গেছে জানার পর অ্যাপাচিটো রাগে কাঁপতে লাগল থরথর করে। ক্রোধে নতুন মাত্রা যোগ হলো যখন জানল অ্যামুনিশন আর অস্ত্রও খোয়া গেছে। তার চিৎকার চেঁচামেচি আর গালাগালিতে ঘুম ভাঙল ড্যান্ডি আর মায়রার। ওয়্যাগনের সামনে ড্রেসিং টেন্ট বিছিয়ে শুয়ে আছে ওরা।

মায়রা বলল, 'ড্যান্ডি, ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওদের সাথে তোমারও পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সবার ঝাল একা তোমার ওপর ঝাড়বে অ্যাপাচিটো। তোমাকে খুঁজে না পেলে সে...'

'আমি বউ-মেয়েকে রেখে পালাব না,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ড্যান্ডি। 'তাছাড়া আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আমার কোন ক্ষতি করবে না অ্যাপাচিটো। মনে নেই, আগামী সপ্তাহে আমার রিওয়ার্ড মানি

আনতে যাওয়ার কথা? অ্যাপাচিটো তখন আরেকবার ব্যাঙ্ক লুট করতে পারবে। যদিও লোকটা মুখে বলেনি কথাটা, ওর হাবভাব দেখে বুঝে গিয়েছি কি চলছে ওর মাথায়।'একটু থামল সে। তারপর বলল, 'আর তাছাড়া ছুটে গেছে জনসন আর সার্ডিন। অস্ত্র আছে ওদের কাছে। যেকোন মুহূর্তে আবার পাশার ছক উল্টে যেতে পারে।'

'তা পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল মায়রা।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে ড্যান্ডির সঙ্গে মেজাজ দেখাল না অ্যাপাচিটো। শুধু চোখের ভাষা বলে দিল কাজ শেষ হলে কি পরিণতি হবে লোকটার।

'তাহলে বাকিদের সঙ্গে তুমিও বেরিয়ে এসেছ?'

'তাহলে আর কী করব! হঠাৎ একটা শব্দ পেলাম। তারপরই দেখি দরজা খুলে গেছে। আমিও ওদের পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম। কিন্তু যখন ওরা ওদের সঙ্গে পালাতে বলল স্রেফ মানা করে দিলাম। পরিবার ফেলে কোথাও যাব না। তাছাড়া, আজকের পারফর্মেন্সের জন্যে তৈরিও হতে হবে।'

'আসল কথা বলতে ভুলে গেছ। আগামী সপ্তাহে আমার জন্যে রিওয়ার্ড মানির ব্যবস্থাও করতে হবে।' হা হা করে হাসল অ্যাপাচিটো। চোখ দুটো থাকল শীতল।

অ্যাপাচিটো চলে যাবার পর স্বামীকে জড়িয়ে ধরল মায়রা। কম্পিত স্বরে বলল, 'ভয় করছে আমার, ড্যান্ডি! লোকটা রাগে ফেটে পড়লে এতটা ভয় পেতাম না। মনের মধ্যে সব রাগ পুষে রেখেছে লোকটা। ভয়টা সেজন্যেই বেশি লাগছে!'

রাইফেল হাতে গার্ডে দাঁড়াল জনসন। ওয়্যাগন পার্কের পেছনে ঘন ঝোপের ঢুকে ড্যান্ডির রেখে যাওয়া স্যান্ডউইচের প্যাকেট নিয়ে ফেরত এলো সার্ডিন। হাসছে। জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে গেল

ওরা দু'জন।

প্যাকেটটা খুলে ফেলল সার্ডিন। ভেতরে পুরু মাংস দেয়া স্যান্ডউইচ। নিজে একটা নিয়ে জনসনের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল সে। তাকে বিস্মিত করে হাত থেকে চাপড় মেরে প্যাকেট আর তার মুখের কাছে তোলা স্যান্ডউইচটা ফেলে দিল জনসন। হৃতভম্ব সার্ডিনের উদ্দেশে বলল, 'সম্ভবত তোমার জীবন বাঁচালাম।' একটা স্যান্ডউইচ মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওপরের রুটি সরাল জনসন। ভেতরে মাংসের ওপর চিনির দানার মতো অনেকগুলো গুঁড়ো দেখা গেল। 'মায়রার মতো ভাল রাঁধুনি কখনও এইভাবে মাংসের ওপর লবণ ছড়াবে না।' সার্ডিনের দিকে তাকাল সে। 'চিনিও হতে পারে না। হয়তো আমার কোন ভুল হচ্ছে তবু...'

'বিষ!' ধীরে ধীরে বলল সার্ডিন। ভ্রূ কুঁচকে গেল চিন্তায়। 'তোমার কি মনে হয় ড্যান্ডি...'

'না।' এক কথায় নাকচ করে দিল জনসন। 'ড্যান্ডি লোকটা বাজারে ভাল দাম পেলে মায়ের নকল দাঁতের পাটিও চুরি করে বেচে দেবে, কিন্তু মানুষ খুন করার মতো লোক সে নয়। সম্ভবত তার পেছনে চর লাগিয়েছে অ্যাপাচিটো। তারই নির্দেশে আমার ধারণা বিষ মেশানো হয়েছে। ড্যান্ডি যেহেতু আমি যেখানে অস্ত্র লুকিয়েছিলাম সেখানে খাবার রেখেছে লোকটার বুঝতে কোন অসুবিধাই হয়নি কাদের জন্য এসব পাঠানো হয়েছে। আমাদের কপাল ভাল চিনির দলার মতো কিছু একটা আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল।'

স্যান্ডউইচটা সাবধানে আবার আগের মতো করে জোড়া লাগাল জনসন। ধুলো ঝেড়ে ফেলল। প্যাকেটে রেখে আবার বাঁধল প্যাকেটটা আগের মতো করে। কৌতূহলী চোখে ওর কাণ্ডকারখানা দেখল সার্ডিন। তারপর বলল, 'তোমার শয়তানি ভরা মাথায় ভাল কোন শয়তানি আসুক এটাই ঈশ্বরের কাছে

প্রার্থনা।'

'পারলে আমি অ্যাপাচিটোকে জোর করে এগুলো গেলাতাম,' গম্ভীর জনসন বলল। 'তা যখন পারছি না, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাটা কাজে লাগাতে হচ্ছে। এসো আমার সঙ্গে।'

রাইফেলটা কাঁধে ফেলে আউট-লর্দের আস্তানার দিকে হাঁটা দিল জনসন। ওয়্যাগন পার্কের কাছে জঙ্গলের আড়ালে এসে দাঁড়াল ওরা। উঁকি দিল সাবধানে।

অ্যাপাচিটোর হেডকোয়ার্টারের সামনে বড় করে আগুন জ্বেলেছে আউট-লরা। গোল হয়ে বসে আছে সবাই। নাস্তার আয়োজন করা হচ্ছে। কাল রাতে কারও পেটে কিছু পড়েনি, কাজেই প্রত্যেকের চোখ সেঁটে আছে আগুনের মাথায় লাঠিতে চড়ানো বীনের কেতলি আর মাংসের ডেকচির ওপর। আলাদা করে একটা স্টীলের পাতের ওপর মাংস ভাজাও হচ্ছে। চর্বি গলে নেমে আসছে মাংসের। সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। সদ্য জবাই করা তাজা গরুর মাংস। ক্যানিয়নের কোথাও না কোথাও গরুর ছোট একটা পাল পুষছে অ্যাপাচিটো। সময়ে সময়ে মাংস উল্টে দিচ্ছে এক জন আউট-ল। বীন, কফি আর মাংসের সুবাসে এলাকাটা ম-ম করছে।

আগুনের ধারে জ্বলন্ত কয়লা বিছিয়ে তার ওপর রাখা আছে বেশ অনেকগুলো কফি পট। ধোঁয়া উঠছে ওগুলো থেকে।

লোভীর মতো ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে লোকগুলোর দিকে দেখল রে জনসন আর ক্রিস্টোফার সার্ডিন। পেটের ভেতর হঠাৎ মোচড় মেরে উঠল ওদের। সেই কালকে সাপারের পর থেকে পেটে আর কিছুই পড়েনি।

সার্কাসের ওয়্যাগনের কাছে বেশ ব্যস্ততা চোখে পড়ল ওদের। ড্রেসিং তাঁবুটা টাঙানো হয়েছে। হাঙ্ক আর মায়রা মিলে এখন ট্রাপিজের খেলা দেখানোর পোল খাড়া করছে। চারপাশে ঘুরে ঘুরে

কিভাবে কি করতে হবে নির্দেশ দিচ্ছে ড্যান্ডি ডারউইন। স্টেজটা ফ্ল্যাশ ফ্লাডে ভেসে যাওয়ায় দড়ি দিয়ে একটা জায়গা ঘিরে রেখেছে সে। ওখানেই খেলা দেখানো হবে। কফিনের খেলা দেখাবার পর যে ঘোড়ায় করে লিমার বদলে লরা উদয় হয় সেটা দড়ির ঘেরের কাছেই বাঁধা অবস্থায় ঘাস চিবুচ্ছে।

'তারমানে অ্যাপাচিটোর মাথা এখনও ঠাণ্ডাই আছে,' বিড়বিড় করে বলল জনসন। স্যান্ডউইচের প্যাকেটটা সার্ডিনের হাতে গছিয়ে দিল সে। বলল, 'এগুলো রাখো, আমি একটা কাজ সেরে এখুনি আসছি।'

'তাড়াতাড়ি এসো।'

প্রায় পনেরো মিনিট পর ফিরল জনসন। জঙ্গলের মধ্যে একটা আগুন জ্বেলে তার মধ্যে গোটা বিশেক গুলি ফেলে এসেছে সে। সার্ডিন চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকানোয় শুধু হাসল। বলল, 'অপেক্ষা করে দেখো কি হয়।'

'বলে ফেলো।'

'ডাইভার্সন তৈরি করে এসেছি। বাকিটা বন্ধুরা কি করে তার ওপর।'

হঠাৎ করেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। আওয়াজ আসছে অ্যাপাচিটোর হেডকোয়ার্টারের ঠিক পেছন থেকে। শব্দে মনে হলো হয় ডুয়েল লড়ছে দুই প্রতিপক্ষ অথবা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছে জনসনরা।

অস্ত্র বের করে উঠে দাঁড়াল আউট-লরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কেউ দৌড় দিল আওয়াজ লক্ষ্য করে, কেউ খুঁজল আড়াল। আগুনের ধারে একজনও থাকল না। অ্যাপাচিটোর নির্দেশ ছাড়া কে কি করবে স্থির করতে পারল না লোকগুলো। কেবিন থেকে বের হয়ে জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে ঢুকল অ্যাপাচিটো। এতক্ষণে তার সঙ্গীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার পিছু নিল। ওদিকে তুমুল গোলাগুলি

চলছে।

'চলো,' বলল জনসন। 'আজকে আমাদের জন্যে জম্পেশ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছে অ্যাপাচিটো!'

দৌড়ে গিয়ে আগুনের ওপর থেকে বীন আর মাংসের ডেকচি তুলে নিল জনসন আর সার্ডিন। নামিয়ে রাখল স্যান্ডউইচের প্যাকেট। কফি পট নিতেও ভুল হলো না। সবগুলোর হ্যান্ডেল একটা লাঠির ভেতর দিয়ে নিয়ে দুজনে ধরাধরি করে আবার উল্টো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল ওরা।

জঙ্গলের অনেক গভীরে ঢুকে যাওয়ার পর অ্যাপাচিটো আর তার দলবলের মুখ খিস্তি শুনতে পেল ওরা। লোকগুলো এতক্ষণে বুঝেছে কি হারিয়েছে ওরা। ঠকে যাওয়া লোকগুলোর গালাগালি শুনলে কবরের ভেতর কানে হাত চাপা দিত জনসন আর সার্ডিনের পূর্ব পুরুষরা। নির্মল হাসি বিনিময় করল ওরা দুজন।

পাথুরে একটা রুক্ষ জায়গা বেছে আস্তানা গাড়ল জনসন। পেট ভরে খেল ওরা সুস্বাদু রান্না। স্বাদ আরও বেশি লাগল যখন কল্পনায় দেখতে পেল অ্যাপাচিটোর কালচে চেহারা। শুনতে পেল জঙ্গল তছনছ করছে ক্ষুধার্ত আউট-লরা। একবারও ধারে কাছে এলো না কেউ।

বারবার অ্যাপাচিটোকে ঠকিয়ে পার পাওয়া যাবে না; কাজেই খাওয়া শেষে পিঁপড়ে আর অন্যান্য হামলাকারীদের দৃষ্টির আড়ালে একটা গাছের ওপর অবশিষ্ট খাবার রেখে দিল ওরা।

'এবার কি করব আমরা?' আপাতত নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে সার্ডিন জনসনের ওপর।

'ব্যাক ট্র্যাক করে আমার দেখার ইচ্ছে কোথায় গেছে ওয়্যাগন রোড। তুমি কি বলো, ব্যাপারটা জানা দরকার না কেন এত সহজে ফাঁদে পড়ছে ডারউইনের মতো পাখোয়াজ লোক?'

'দেখা দরকার,' সঙ্গে সঙ্গে বলল সার্ডিন। একই চিন্তা একই

সময়ে তারও মাথায় এসেছে। ক্রেযি উয়োম্যান পাস ধরে যাওয়ার বদলে সোজা এখানে এসে হাজির হচ্ছে কেন সবাই সেটা জানা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

ড্যান্ডির ভাষ্য অনুযায়ী মাত্র একটা রাস্তাই সে দেখেছে। বিষয়টা সন্দেহজনক। পাসের রাস্তা সোজা, অথচ ডানে তাকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিতে হয়েছে। কেন তা জানতে হবে রহস্য উন্মোচন করতে চাইলে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ক্যানিয়নের ওমাথায় যাবার জন্যে পা বাড়াল জনসন আর সার্ডিন।

একুশ

সকালের সূর্য মাত্র গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঁকি দিয়েছে। এরইমধ্যে ড্রেসিং তাঁবুর ভেতরটা আভেনের মতো তেতে গরম হয়ে গেছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে মায়রা ডারউইন। বারবার রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে।

একই ছিটের পোশাক পরে তাঁবুর ভেতরে নিচু গলায় আলাপ সেরে নিল যমজ দু'বোন। আজকে তাদের স্যান্ডেল পর্যন্ত এক। মায়রাকেও দ্বিতীয়বার তাকাতে হচ্ছে কে কোনজন বুঝতে গিয়ে।

'তোমাদের মতলব আমার কাছে সুবিধের মনে হচ্ছে না,' অবশেষে বলেই ফেলল মায়রা। 'কিছু একটা ঘোঁট পাকিয়ে তুলছ তোমরা। দেখো তোমাদের বাবাকে আবার বিপদে ফেলে দিয়ো না।'

'না, মা, তেমন কিছু আমরা কখনোই করব না,' এক সঙ্গে বলে উঠল দুই মেয়ে। তাঁবুর ফ্ল্যাপ সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল লিমা। বোনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল মায়ের অজান্তে। চট করে দেখে নিল ঘড়িতে কয়টা বাজে। তারপর তাঁবুর পেছন দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। বেরনোর আগে বোনকে একবার হাতের ইশারা করে গেল।

স্যাম ডুরেল গরমে বিরক্ত হয়ে আছে। খিদেতে মোচড় মারছে তার পেট। অথচ নড়ার উপায় নেই। সেই ভোর বেলা ডারউইনদের ওপর নজর রাখতে তাকে পাঠিয়েছে অ্যাপাচিটো। সন্দেহজনক কোনকিছু দেখলেই রিপোর্ট করতে হবে। কথা আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে নাস্তা দিয়ে যাবে কেউ একজন এসে। কিন্তু কোথায় কি; কারও আসার নাম-গন্ধ নেই। উপরন্তু সার্কাসের তাঁবুর কাছ থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ভাজা ভেনিসন আর সদ্য সেঁকা রুটির সুবাস। বারবার নাকটা কুঁচকে উঠছে তার। অজান্তেই বড় বড় শ্বাস টানছে।

একঘেয়ে বিরক্তিকর পাহারা। মাঝখানে মাত্র একবারই বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছে সে; নিজেকে মনে হয়েছে কাজের মানুষ। ড্যান্ডি ডারউইন লোকটাকে অনুসরণ করে সেবার দেখেছে সে কোথায় প্যাকেট লুকায় লোকটা। জায়গাটা চিনে নিয়েছে সে। চিনিয়ে দিয়েছে অ্যাপাচিটোকে। তারপরের ঘটনা সে জানে। মাথা নেড়ে ওর কথা পুরোটা শুনেছে আউট-ল চীফ। এটা একটা বিরল সম্মান। কিন্তু সম্মানের পরপরই সবার সামনে তাকে বেইজ্জত করেছে অ্যাপাচিটো।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' ওর কথা শেষে বলেছে অ্যাপাচিটো। 'ঠিক আছে স্যাম, তুমি তোমার পাহারায় ফিরে যাও।'

'কিন্তু চীফ, আমার খিদে…'

হঠাৎ কঠোর হয়ে গেছে অ্যাপাচিটোর চেহারা। ধমকে উঠেছে, 'সবারই খিদে লেগেছে। যাও নিজের জায়গায়। আজকে দলের সবাইকে কথা দিয়েছি সার্কাস শেষে একজনকে ফাঁসিতে চড়াব। দেখো, সে-লোকটা আবার তুমি হয়ে যেয়ো না।'

সেই থেকে নিজের জায়গায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে সে। এরইমধ্যে দুঘণ্টা পার হয়ে গেছে খাবারের কোন খবর নেই। তারওপর শুনতে পেয়েছে গোলাগুলির আওয়াজ; অ্যাপাচিটো আর বাকিদের গালাগালি। কৌতূহলী হয়ে যে একটু ওদিকে গিয়ে খোঁজ লাগাবে তাও সাহসে কুলাচ্ছে না। আজকে সকাল থেকেই রেগে বোম হয়ে আছে অ্যাপাচিটো। নিজের লোককে ঝোলাতেও দ্বিধা করবে না বোধহয়। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে কাঠের গুঁড়িতে আরেকটু আরাম করে বসল স্যাম ডুরেল।

ওর পেছনে শুকনো পাতায় খচমচ আওয়াজ হলো। মট করে ভাঙল একটা সরু ডাল। ঝট করে রাইফেল তুলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

কোমল, মিষ্টি একটা স্বর বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গুলি করবে না, তাই না?' ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে মেয়েটির চোখ।

'করতাম আরেকটু হলে। তুমি আমাকে চমকে দিয়েছ।'

'আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি,' বলল লিমা। 'তোমার সঙ্গে শুধু একটু অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিলাম।'

হাঁ হয়ে গেল ডুরেল। আধ হাত জিভ বেরিয়ে আসার যোগাড় হলো। এই মেয়ে ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায়! পার্লার হাউজের মেয়েরা পর্যন্ত ওর চেহারা দেখে নাক কুঁচকাত; নাচতে চাইত না! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল সে। 'আমি এখানে আছি জানলে কি করে?' জানতে চাইল হাসি শেষে।

'সারা সকাল তুমি আমাদের পাহারা দিয়েছ; কিন্তু জানো না আমিও সারাটা সকাল শুধু তোমাকে দেখে কাটিয়েছি।' শেষের দিকে স্বপ্নালু হয়ে গেল লিমার বলার ভঙ্গি। 'তুমি আমার ভেতর কি যে একটা ঘটিয়ে দিয়েছ আমি নিজেও বলতে পারব না।'

'সত্যি?' নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না স্যাম। এত সৌভাগ্য ওর! এই মেয়ের মতো সুন্দরী একটা মেয়ের ওকে পছন্দ হয়েছে। আত্মহারা আপ্লুত হয়ে গেল সে। মাথাতেই ঢুকল না এসবের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে মেয়েটার।

'যাহ্,' লাজুক হাসল লিমা। 'আমি আর কিছু বলতে পারব না। তুমি···তুমি···ঠিক আধঘণ্টা পরে কোথাও আমরা মিলিত হতে পারি না?'

'আধঘণ্টা পর কেন; এখনই আমরা···'

ঠোঁটে আঙুল দিল লিমা। 'না, এখানে আর কোন কথা নয়, লক্ষ্মীটি। আমাকে পারফর্মেন্সের জন্যে তৈরি হতে হবে। আর তাছাড়া এজায়গাটা ওয়্যাগনের খুব কাছে। কেউ দেখে ফেলবে। বাবা জানতে পারলে আমার চামড়া তুলে ফেলবে।'

লক্ষ্মীটি! মাথা ঘুরে গেল স্যাম ডুরেলের।

'কখন? কোথায়!'

'এখন কটা বাজে?'

ঘড়ি দেখল স্যাম। 'আটটা পনেরো।'

'তাহলে ঠিক আটটা তিরিশে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার হেডকোয়ার্টারের পেছনের জঙ্গলে।' একটা উড়ন্ত চুমু দিয়ে বিদায় নিল লিমা।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল স্যাম ডুরেল।

আটটা তিরিশ।

তাড়াহুড়ো করে জঙ্গল ভেঙে জায়গা মতো হাজির হয়ে গেল

স্যাম ডুরেল। 'লক্ষ্মীটি, আমি এসে গেছি!' নিচু গলায় শিস দিল সে। পা বাড়াল। ওর ঠিক সামনেই পথের ওপর হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল একজন লোক। লোকটা শিকো। থামতে পারার আগেই শিকোর সঙ্গে ধাক্কা খেল সে। চিনতে পেরে রেগে গেল। 'কী ব্যাপার এই অসময়ে এখানে হচ্ছেটা কী!'

'সেটা নিজেকে জিজ্ঞেস করোগে যাও।' শিকোও রেগে গেছে এই অযথা উটকো ঝামেলাটাকে বেটাইমে এখানে দেখে। লরার সঙ্গে কথা হয়েছে তার, ঠিক আটটা তিরিশে গোপনে দেখা হবে এখানে। 'এভাবে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার কী অর্থ!'

'তুমিই বা এখানে কি করছিলে?'

'আমার যা ইচ্ছে তাই করব তাতে তোমার কি?'

'দেখো, আমার সঙ্গে ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলতে এসো না।'

মারকুটে ভঙ্গিতে সটান দাঁড়াল শিকো। হাত চলে গেছে অস্ত্রের বাঁটে।

'বললে কি করবে তুমি?'

সতর্ক হয়ে উঠল স্যামও। হাত চলে গেল অস্ত্রের বাঁটে।

'আমি জানতে চাইছি এখানে কি করছ তুমি।'

'ঠিক আছে, জানতে চাইছ যখন বলছি। আমার দেখা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী মেয়েটা আমাকে এখানে আটটা তিরিশে দেখা করতে বলেছে।'

'মেয়ে?'

'সার্কাস মালিকের মেয়ে।'

'কোথায় কখন তার সঙ্গে তোমার কথা হয়?' নিশ্চিত হতে প্রশ্নটা করল স্যাম।

'ক্যানিয়নের ঝর্নাটার কাছে। এইতো পনেরো মিনিট হবে।'

মিথ্যুকটার মুখে থুতু দিতে ইচ্ছে হলো স্যামের। একই মেয়ে দু'জায়গায় একই সময়ে উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রণ জানায় কিভাবে!

'তারমানে তুমি একটা মিথ্যুক! আমাকে ওই মেয়ে এখানে আসতে বলেছে ওই একই সময়ে!'

'কাকে মিথ্যুক বলছ তুমি, শয়তানের লেজ কোথাকার!'

ঝোপ ভেঙে এই সময়ে উদয় হলো মোজেস হিগলি। উত্তেজিত চেহারা লাল হয়ে আছে রাগে। চোখ গরম করে দু'জনকে দেখল সে।

'আমি তো বলব তোমরা দু'জনই মিথ্যুকের হাড়। নিজের কানে আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আটটা বিশে ব্ল্যাকস্মিথের দোকানের সামনে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তার। বিশ মিনিট ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে এখানে আসতে বলে দিয়েছে সে। একটা মাত্র মেয়ে একইসঙ্গে ওয়্যাগনের পেছনে, ক্যানিয়নের ঝর্নার ধারে আর ব্ল্যাকস্মিথের দোকানের সামনে উপস্থিত হতে পারে না।' একটু থেমে পালা করে দু'জনকে দেখে নিল হিগলি। তারপর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'মিথ্যে কথা ছেড়ে যার যার কাজে যাও তোমরা। দেরি করলে লাথি মেরে পাঠিয়ে দেব জায়গামতো।'

'শোনো ওর কথা,' নোঙরা হাসল স্যাম। 'ওর যা চেহারা ডেট পেতে হলে পার্লারের মেয়েদের দ্বিগুণ ডলার দিতে হয় ওকে; আর সে কিনা বলে ওই মেয়ে...'

'যথেষ্ট সহ্য করেছি!' হুঙ্কার ছাড়ল হিগলি।

একসঙ্গে তিনটা অস্ত্র আগুন ওগরাল। পেটে গুলি খেয়ে দু'ভাঁজ হয়ে গেল স্যাম। তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। শিকো পিছাল কয়েক পা। হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে তার। ধড়াস করে চিৎ হয়ে ঝোপের মাঝে পড়ল। দেহ দুটো একবার করে দেখে নিজের হাতের পিস্তলের দিকে তাকাল মোজেস হিগলি। বোকা বোকা একটা হাসি ফুটল মুখে। অস্ত্রটা খাপে ভরতে চেয়েও পারল না। হঠাৎ খেয়াল করল বুক থেকে পিচকারির মতো রক্ত

বেরচ্ছে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে। মারা যাওয়ার আগে কেউ বুঝল না কার গুলিতে কে মরল।

দূর থেকে ভোঁতা শোনাল গানশট তিনটে। ড্রেসিং টেন্টে কান খাড়া করল লিমা আর লরা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে দু'জনেরই চেহারা। ভাবতে পারেনি সত্যিই কাজে দেবে ওদের পরিকল্পনা।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে, আরও অনেক দূর থেকে আওয়াজগুলো শুনল জনসন আর সার্ডিন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল অপরের মনোভাব।

'আবার কি হলো,' বলল সার্ডিন, 'তুমি ওদের আগুনে আবার কিছু ফেলে দিয়ে আসোনি তো!'

'ওরা বোধহয় নিজেরা মারামারি করে মরতে লেগেছে,' জবাবে বলল জনসন। 'মরে মরুক বাউন্টি মানি আমি···আমরা পেলেই হলো।'

'ভাষাটা শুদ্ধ করায় আমার তরফ থেকে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার।' শুকনো গলায় বলল সার্ডিন। 'মনটা আমার ভেঙে যেত যদি বুঝতাম আমাদের পার্টনারশিপের কথা তুমি ভুলে গেছ।'

'এত পবিত্র একটা পার্টনারশিপ কি করে ভুলব আমি! যাই হোক কাজের কথায় এসো। এখন আমাকে তোমার কিসের প্রয়োজন? অ্যাপাচিটোর হাইডআউট খুঁজে পেয়েছ; তুমি ইচ্ছে করলেই তাকে মেরে ফেলতে পারো; সোনাভরা ওয়্যাগনের কথাও আর অজানা নেই। তাহলে?'

'এখনই তো বেশি দরকার তোমাকে, বুড়ো খোকা। তুমিই একমাত্র জানো ব্যাঙ্কের টাকা ড্যান্ডি কোথায় লুকিয়েছে। তোমার আন্দাজের ওপর এই কদিনে ভীষণ ভক্তি এসে গেছে আমার।'

'আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো যাতে ঘুমের মধ্যে কথা না বলি,' হাঁটতে হাঁটতে বলল জনসন।

উঁচু একটা ক্লিফ যেখানে সরু রাস্তা আর পাসের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে জায়গাটাতে পৌঁছল ওরা। এটা ক্যানিয়নের শেষ মাথা। ওপারে থাকার কথা ক্রেযি উয়োম্যার্ন পাস। জঙ্গল থেকে সূর্যালোকে বেরিয়ে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল ওদের। দু'পাশের পাহাড় এতই কাছাকাছি যে মাঝ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটা আবছা অন্ধকার। দুপুরের সূর্য শুধু এদিকের ক্যানিয়নের মেঝেতে ক্ষণিকের জন্যে আলো ফেলে।

রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সার্ডিন। অল্প আলোয় সাবধানে সামনে বাড়ল। পেছন থেকে সার্ডিনকে কাভার করে এগোল জনসন। একটা গুলির শব্দ শুনল দূরে। জায়গায় জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে পাথরের। ওগুলো এড়িয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওদের আবছায়ায়।

স্যান্ডস্টোনের একটা স্তূপের আড়াল নিয়ে জনসন বলল, 'কথার কথা, তবু বলে রাখা ভাল; তুমি যদি অ্যাপাচিটোর গার্ডদের হাতে এখন মারা যাও তাহলে শরীরটা কোথায় পাঠাব সেই ঠিকানাটা দিয়ে দাও। ওরা রাইফেল তাক করছে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়ালে ডাইভ দিল সার্ডিন। একমুহূর্ত আগে জনসন সতর্ক না করলে খুন হয়ে যেত কোন সন্দেহ নেই তাতে। সে ডাইভ দেয়ার এক সেকেন্ড পরেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল। রাস্তার ধুলোতে নাক গুঁজল বুলেট। ঠিক এখানেই ক'মুহূর্ত আগে দাঁড়িয়ে ছিল সার্ডিন।

গানফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে জবাব দিল জনসনের রাইফেল। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত পার হওয়ার পর ক্লিফের মাথা থেকে কয়েশো ফুট নিচে ক্যানিয়নের পাথুরে অসমতল মেঝেতে ধপাস করে পড়ল এক প্রহরীর লাশ। রাইফেলটা পাথরে বাড়ি খেতে খেতে

নেমে এলো নিচে।

'আমি আশা করছি লোকটার ওপর বড় অঙ্কের বাউন্টির টাকা নেই,' বলল সার্ডিন। 'লাশটা চেনার কোন উপায় থাকবে না।'

বোল্ট টেনে রাইফেলে তাজা কার্তুজ ভরল জনসন। কোন কথা বলল না। মনে মনে ভাবল দুজনের চিন্তাধারা একই খাতে বইছে। এইসব নরপশু মেরে সাফ করার জন্যেই বিশেষ মিশনে পাঠানো হয়েছে ওকে। অবশ্য সার্ডিনের ব্যাপারটা সম্ভবত আলাদা। টাকার জন্যে কাজটা করছে সে।

আরও সাবধানে রাস্তা ধরে সামনে বাড়ল ওরা। পাথরের আড়াল নিয়ে এগোল। একজন আরেকজনকে কাভার করল। সর্বক্ষণ নজর রাখল সামনে বা উপর থেকে দ্বিতীয় প্রহরী যাতে গুলি করতে না পারে। লোকটা আছে ক্লিফের ওপর এতে কোন সন্দেহ নেই। সুযোগ খুঁজছে।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। বাঁক ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। সামনে খাড়া পাথরের দেয়াল। রাস্তার শেষ এখানেই।

জনসন বলল, 'অ্যাপাচিটো যখন বাইরে বেরল তখন মেঘ গর্জনের মতো একটা আওয়াজ হয়েছিল মনে পড়ে? ফেরার সময়েও একই ঘটনা ঘটেছিল। কোন একটা দরজা আছে পাথরের এই দেয়ালের গায়ে।' দেয়ালটার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সুক্ষ্ম এক চিলতে হাসি ফুটল ওর মুখে। ছোট্ট একটা হিসেব সেরে তারপর বলল, 'আমার জীবনে দেখা সেরা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি।'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে চেহারায় হন্তদন্ত হয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল ড্যান্ডি ডারউইন। লরার দিকে বোকার মতো তাকাল। ক্লাউনের মেকআপ নেয়া শেষ করছে মেয়েটি।

'হায় ঈশ্বর!' কপালে চাপড় দিল ড্যান্ডি। 'তোমরা এখনও তৈরি হওনি; আর অ্যাপাচিটো তার দল নিয়ে চলে আসছে। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হলো খুব রেগে আছে কারও ওপর। লোকটা যদি তোমাদের দু'বোনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হতে আর কিছু বাকি থাকবে না।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিমা। বোনের হাত ধরে বলল, 'তাড়াতাড়ি কফিনের ভেতর লুকাও, লরা! দ্বিতীয় ভাঁজে শরীরটা ভরে চুপ করে পড়ে থাকবে।'

'আর তোমরা কি করবে?'

'ওকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা। আর কি! তাড়াতাড়ি, লরা!'

কফিনের সিল্কের ওপর পাউডারের দাগ যাতে না পাওয়া যায় সেজন্যে একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে কফিনের ভেতর ঢুকে গেল লরা। ডালা বন্ধ করে দিল লিমা। ধপ করে একটা শব্দ হলো। আবার যখন কফিন খুলল দেখা গেল ভেতরে কেউ নেই ঝুঁকে পড়ে লিমা বলল, 'আস্তে আস্তে শ্বাস নেয়ার কথা ভুলে যেয়ো না। যত দ্রুত পারি লোকগুলোকে বিদায় করব আমরা।'

ঝটকা দিয়ে তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঠিয়ে তেড়েফুঁড়ে ভেতরে ঢুকল অ্যাপাচিটো। তার পেছনেই লোকো। চারপাশে বাঘের দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাপাচিটো; দেখল খালি কফিনের ভেতরটা। তারপর ফিরে তাকাল ড্যান্ডির দিকে। দুহাতে শার্টের কলার খামচে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কি শুরু করেছ তুমি!'

কোনমতে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে সামলে নিল ড্যান্ডি অ্যাপাচিটোকে জড়িয়ে ধরে।

'কিছু একটা তলে তলে গোপনে গোপনে করছ তুমি আমাদের না জানিয়ে। আমার তিনজন সেরা লোক কোন কারণ ছাড়াই নিজেদের গুলি করে মেরেছে। ওদেরকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। তা নাহলে এরকম কাজ ওরা কখনও করত না। জানে বাঁচতে চাইলে

বলে ফেলো কি চাল খাটিয়েছ!'

মুঠো পাকানো হাতে লোকো বলল, 'ওকে কয়েক মিনিটের জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দাও,বস্; তারপর দেখো মুখ দিয়ে কিরকম তুবড়ি ছোটে।'

লিমা তার সামনে রণরঙ্গিনী মুর্তি ধরে দাঁড়িয়ে গেল। 'খবরদার যদি তুমি আমার বাবার গায়ে হাত তুলেছ!' এবার অ্যাপাচিটো দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তোমাকেও বলছি, খবরদার; আমার বাবার গা থেকে হাত নামাও।'

কিছুটা অবাক হয়েই ড্যান্ডিকে ছেড়ে দিল হতভম্ব অ্যাপাচিটো। লোকোকে দু'হাত জোড় করে বলল ড্যান্ডি, 'তুমি তো জানো আমি খুনোখুনীর মানুষ না। আমাকে সারা সকাল পাহারায় রাখা হয়েছে। তুমি নিজের চোখে দেখেছ আমি সার্কাস দেখাবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম।'

হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল লোকো। ধাক্কা খেয়ে টলমল পায়ে পিছাল ডারউইন। এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল মেয়েটা। ভুলে গেল একটু আগে কি করে এসেছে। ভুলে গেল সমস্ত পাপ বোধ। ঝট করে লোকোর দিকে ফিরল লিমা। আঙুল তুলে ঘনঘন ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি কি কিছুই বোঝো না, লোকো? হ্যাঁ, আমিই ওই লোকগুলোর মধ্যে ঝগড়ার কারণ। কি করতে পারতাম আমি বলো, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কম তো চেষ্টা করিনি; পাত্তাই দিলে না তুমি। কি করার ছিল আমার?'

'আরে দাঁড়াও; দাঁড়াও,' হাত তুলল অ্যাপাচিটো। 'আমি দলের নেতা।' নতুন দৃষ্টিতে লিমাকে দেখল হঠাৎ অ্যাপাচিটো। এরকম নারী আগে কোথাও–এত পরিপূর্ণ রূপে কোন মেয়েমানুষ আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না তার। বলল, 'আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, সুন্দরী? আমার কারও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। কোন ঝোপঝাড়ে দেখা করার পরোয়া করি না আমি। লোকোর

চেয়ে আমি দেখতে কি খারাপ?'

'না, তা নও,' একটু দ্বিধান্বিত দেখাল লিমাকে। 'তবে তুমি···তোমাকে আমার ভয় লাগে। তবু তোমাকে আমি একটা ডেট দেব। বেশ, সময় কত এখন?'

পকেটে হাত দিয়েই মুখ কালো হয়ে গেল অ্যাপাচিটোর। ঘড়িটা গায়েব। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে। 'আমার ঘড়ি! দেশের সেরা ঘড়ি! ফিলিপ পাটেক!' হুঙ্কার ছাড়ল রাগে। 'একজনকে খুন করেছি আমি ওটার জন্যে। ফেরত পেতেও আরেকজনকে মারতে বাধবে না আমার। কোন্ হারামজাদা আমার ঘড়ি নিয়েছে! সবাইকে তল্লাশী করব আমি!'

'ঘড়ির কথা বাদ দাও,' বলল লিমা। তাকাল লোকোর দিকে। 'কয়টা বাজে এখন?'

পকেটে হাত ভরে সোনার কারুকাজ করা একটা ঘড়ি বের করে আনল লোকো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। অ্যাপাচিটোর ঘড়িটা কখন যেন চলে এসেছে তার পকেটে। তারটা উধাও!

গর্জন ছাড়ল অ্যাপাচিটো। 'আমার ঘড়ি! চোরের বাচ্চা চোর আমার ঘড়ি চুরি করেছিস তুই!'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে লোকো দলের নেতৃত্ব নিতে চায়; তখন তো বিশ্বাস করোনি!' বলল লিমা।

কিছু ভাবার সময় পেল না লোকো। দেখল অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াচ্ছে অ্যাপাচিটো। অভ্যেসবশত তারও হাত চলে গেল সিক্সগানের দিকে। এবার অ্যাপাচিটো নিশ্চিত হয়ে গেল লিমার কথা সত্যি। ড্র করল সে। লোকোর অস্ত্র খাপমুক্ত হবার আগেই গুলি করল দু'চোখের মাঝখানে। লাশটার মুখে থুতু দিয়ে ঘড়িটা হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে সময় দেখল অ্যাপাচিটো।

ক্যানিয়নের বাইরে যাবার রাস্তার কাছ থেকে পরপর দুটো

রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল ওরা। গাল দিয়ে উঠল অ্যাপাচিটো। ঝড়ের গতিতে তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঠিয়ে বের হয়ে গেল বাইরে।

লোকোর লাশটার দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে নিজের কাঁপুনি থামাল ডারউইন। কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এই নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখে রিহার্সাল করালেও বোধহয় এতটা ভাল অভিনয় করতে পারতে না।'

'যখনই দেখলাম তুমি অ্যাপাচিটোর ঘড়ি লোকোর পকেটে ফেলেছ তখনই বুঝে গেছি আমি কি করতে হবে। আর কোন ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল না, বাবা।'

কপালে চাপড় মারল ড্যান্ডি। 'আমাকে তুমি ওর পকেট মারতে দেখেছ? আমি তোমাকে বিদ্যেটা শিখিয়েছি; তবু বলতে হয় আমার ধার তাহলে কমে গেছে।'

'আমার কি হবে?' কফিনের ভেতর থেকে এলো প্রশ্নটা। 'আর দম আটকে পড়ে থাকা সম্ভব নয়! তোমরা কে কার পকেট মারা দেখেছ তা নিয়ে বকবক করো আর আমি এদিকে...'

লিমা আর ড্যান্ডি দুজন মিলে তাড়াতাড়ি কফিনের ডালা খুলে লরাকে বের করে আনল। ড্যান্ডি বলল, 'তোমার ক্লাউনের মেকআপ শেষ করো। একটু পরই বড় ক্লাউনটা তেড়ে আসবে আমাদের সার্কাস দেখার জন্যে।'

বাইশ

'তাহলে রাস্তা কোথায়? কিসের দরজা!' পাথরের নিরেট

দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল ক্রিস্টোফার সার্ডিন। যাতে ওপর থেকে কেউ গুলি করতে না পারে সেজন্যে একটা ক্লিফের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'দেখার চোখ থাকতে হয়,' জবাবে বলল জনসন। 'এতদিনে বোঝা গেল এতগুলো বছর সবার চোখ এড়িয়ে অ্যাপাচিটোর দল পাসিদের ফাঁকি দিয়েছে কিভাবে।'

প্রথম দৃষ্টিতে টিলার এবড়োখেবড়ো গা'টাকে দেয়াল বা স্লাইডিং ডোর বলে মনে হওয়ার কোন উপায় নেই। দেখে মনে হয় বক্স ক্যানিয়নের শেষমাথা। খাড়া ওপরে উঠে গেছে পাথুরে টিলা। দু'দিকের ক্লিফকে যুক্ত করেছে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু আর বিশ ফুট চওড়া এই দেয়াল। ওয়্যাগনের চাকার দাগ না দেখলে প্রথম দেখায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এটা একটা রাস্তা। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় পাথরের গায়ে সিমেন্টের প্রলেপ। একপাশে কাঠের গুঁড়ির লেভার। ওটায় চাপ পড়লে আলগা হয়ে সরে যায় দুটো ক্লিফের মাঝে পথ আটকে দাঁড়ানো নিরেট পাথর।

'চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন,' বলল সার্ডিন। 'কাঠের গুঁড়িটা বোধহয় লেভারের কাজ করে। পাথর সরে গেলে ক্রেযি উয়োম্যান পাস বন্ধ হয়ে এদিকের পথ খুলে যায়।' সার্ডিনের দিকে তাকাল সে। 'মনে পড়ে ড্যান্ডি বলেছিল তাকে ডানে মোড় নিতে হয়েছিল?'

'কাজের কথায় আসো,' বলল জনসন। 'কাঠের লেভারটা নাড়তে হলে অন্তত চারজন লোক লাগবে। তারমানে চার যোগ অ্যাপাচিটোর পাঠানো গার্ড–মোট ছয়জন লোক থাকার কথা ক্লিফের ওপরে। একজন মরেছে, বাকি থাকল পাঁচ। আমার মনে হয় আবার গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই আড়াল নেয়া দরকার।'

'একটা কথা কি জানো,' ক্লিফের ওপর থেকে গুলির শব্দ পেয়েই বলল সার্ডিন, 'মানুষটা তুমি সময় সময় একেবারে সঠিক

সিদ্ধান্ত নাও। এই যেমন এখন!'

রাস্তার পাশে বড় একটা পাথর স্তূপে উঠল ওরা। ওদের মাথার ওপর বেশ কয়েকফুট বেরিয়ে আছে ক্লিফের গা, ফলে ওপর থেকে গুলি খাবার ভয় নেই। ওরা খেয়াল করে দেখল ক্লিফের ওপরে গোল একটা বিরাট পাঁচতলা বাড়ির সমান টিলার পাশের টিলা থেকে আসছে গুলি।

'সাবধানে গুলি খরচ করতে হবে,' বলল সার্ডিন। 'ওদের তুলনায় আমাদের গুলির পরিমাণ কম।'

'আমিও তাই ভেবেই চিন্তিত,' বলল জনসন, 'তবে আরেকটা খারাপ খবর আছে। এখানে গোলাগুলির শব্দ অ্যাপাচিটোর কানে যাবেই। আর গেলেই লোকজন নিয়ে ছুটে আসবে সে।'

'তো কি করতে বলো?'

'তুমি মাঝেমধ্যে গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে বোঝাও আমরা আছি এখানে। আমি চললাম। গোল টিলার গায়ে চড়ব···চড়ার চেষ্টা করব আমি। রাইফেলটা রেখে যাচ্ছি; পথটা যদি সত্যিই পথ হয়ে থাকে তাহলে উঠতে হলে দুহাত ব্যবহার করতে হবে আমাকে। একবার যদি উঠতে পারি ওদেরকে সিক্সগানের রেঞ্জের মধ্যেই পাব।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' সোজাসাপ্টা নিজের মনোভাব জানাল সার্ডিন। 'এত ঝুঁকি না নিয়েও ওদের কাবু করার নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় আছে।'

তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হলো জনসন জবাব দেয়ার আগেই। মাথা গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট বড় একটা গোল পাথর ওরা যেখানে বসে আছে তার সামনে এসে পড়ল। চুরমার হয়ে গেল পাথরটা হাজার টুকরোয়।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা করতে যাচ্ছিলে যাও তুমি,' তাড়াতাড়ি বলল সার্ডিন।

পাহাড়ী ছাগল চলার উপযোগী সরু একটা আঁকাবাঁকা পথে সাবধানে সামনে বাড়ল জনসন। জায়গায় জায়গায় পথটা এতই খাড়া যে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা পাথর আর খাঁজ ভাঁজ আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠতে হচ্ছে ওকে। আরও ফুট পঞ্চাশেক ওঠার পর পাথরের গায়ে গজাল দেখতে পেল জনসন। এগুলো বসানো হয়েছে অ্যাপাচিটোর লোকদের ওপরে ওঠার সুবিধার্থে। উঠতে উঠতে সার্ডিনের রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল সে। লোকটা ওকে কাভার দিচ্ছে।

একদম চূড়ায় ওঠার আগে দম নেয়ার জন্যে থামল জনসন। নিচের দিকে একবার তাকাতেই শিরশির করে উঠল পিঠের কাছটা। এখান থেকে হাত ফস্কে পড়ে গেলে সোজা একশো ফুট নিচে। থেঁতলে যাবে ওর শরীর। টিকটিকির মতো ঝুলে আছে ও খাড়া দেয়ালের গায়ে।

ওর থেকে গজ তিরিশেক বাঁয়ে একটু নিচে গোল সেই টিলাটা। দেখে মনে হয় মানুষের তৈরি অবজার্ভেশন পোস্ট। আসলে তা নয়। প্রকৃতির এক বিচিত্র খেয়ালে হয়েছে ওরকম আকৃতি। ওখানে এক পলকের জন্যে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। পাথরের ওপর রাখা একটা রাইফেলের ব্যারেলে ঝিকিয়ে উঠল সূর্যের আলো।

ডান দিকে একই দূরত্বে দেখতে পেল আরও দু'জন লোক একটা বড় পাথর লাঠি দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলার চেষ্টায় নিজেদের ব্যস্ত করে রেখেছে। চূড়ায় উঠে পড়ল জনসন। ছোবল দিল ওর হাত অস্ত্রের খাপে।

গোল টিলার পেছনদিকে রাইফেল তুলল একজন। নিচের দিকে তাক করেছে। লোকটা গুলি করার আগেই নিচ থেকে গর্জন ছাড়ল সার্ডিনের রাইফেল। হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আধপাক ঘুরেই কিনারা থেকে খসে পড়ল লোকটা।

'আরও চারটা বাকি,' বিড়বিড় করে বলল জনসন।

পাথর ফেলতে যারা ব্যস্ত ছিল এবার তারা সিক্সগান বের করার দিকে মনোযোগ দিল। দুবার আগুন ঝরাল জনসনের পিস্তল। প্রায় একই সঙ্গে হলো দুটো গুলির আওয়াজ।

'আরও দু'জন,' নিজেকে শোনাল জনসন। গম্ভীর হয়ে আছে চেহারা।

টিলার ছোট পাথরের দেয়ালে একটু ফাঁক হলো একটা রাইফেল বেরিয়ে আসায়। খুব সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল জনসন। ফাঁক থেকে রাইফেলটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর্তনাদ শোনা গেল একটা।

'আর একজন।' চুড়ায় দাঁড়িয়ে বলল জনসন।

শেষ লোকটার ধৈর্যে কুলাল না; আছেও একই টিলায়; লুকিয়ে বসে থাকার তুলনায় সরাসরি লড়তেই তার উৎসাহ দেখা গেল বেশি। পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে চ্যাচাতে চ্যাচাতে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল লোকটা। একটা গুলিও জনসনের ধারেকাছে এলো না। পাখি মারার মতো তার বুক ফুটো করল জনসন। অপেক্ষা করল আরও কেউ যদি থাকে সেই আশঙ্কায়। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল টানটান উত্তেজনায়। তারপর সিক্সগান রিলোড করে ক্লিফের সামনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ও। নিচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ক্রেযি উয়োম্যান পাস।

চেঁচিয়ে বলল, 'সার্ডিন, এখানে উঠে আসো; দেখতে পাবে কি ফন্দি করে এতোদিন ডাকাতি করেছে অ্যাপাচিটো।'

'তোমার বন্ধু সেই সুযোগ পাবে না, আমি দুঃখিত,' জবাব দিল অ্যাপাচিটোর গলা। তোমার বন্ধু আমার হাতে বন্দী। তবে এটা কোন দুঃসংবাদ না; আসল কথা হলো একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যে পথে উঠেছ নামারও একমাত্র পথ সেটাই। পথটা এখন আমরা পাহারা দিচ্ছি। ভাল চাইলে তাড়াতাড়ি নেমে

আসো। তোমার আর কোন উপায় নেই।'

কথাটা যে সত্যি তা বুঝতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না জনসনের। অনেক উঁচু জমিতে একটা দ্বীপের মতো জায়গায় আটকা পড়ে গেছে সে। কাছের টিলাটাও ছ'সাত গজ দূরে। এটাই সবচেয়ে উঁচু চূড়া এটুকুই যা সান্ত্বনা। ও নিজে না নামলে অ্যাপাচিটোর সাধ্য নেই ওকে খুন করে বা নামায়। কিন্তু খাবার আর পানি ছাড়া টিলার মাথায় ও আটকা পড়েছে এটা অ্যাপাচিটোর বিরাট একটা সুবিধা।

দুটো ক্লিফের মাঝখানের ফাঁকটা দেখে মনে মনে একটু হতাশ হলো জনসন। লাফ দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এটাও ও বুঝতে পারছে দূরত্ব বড় বেশি; শেষ পর্যন্ত ওই ক্লিফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না ও।

নিচ থেকে অ্যাপাচিটো বলল, 'হয় নেমে আসো, নাহলে না খেয়ে মরো।'

'বদমাশটা মিথ্যে বলছে না, জনসন,' জানাল সার্ডিন। ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছে সেও। এখনও টিকে আছে কারণ অ্যাপাচিটো জানে ওপরে জনসন আছে। ওপরে কেউ না থাকলে সবদিকের আক্রমণে মারা পড়ত সে। 'নামতে তোমাকে হবে, জনসন,' আবার বলল সার্ডিন।

নামব না আমি, মনে মনে বলল জনসন। দরকার হলে ওপরে থেকে লড়াই করে মরা ভাল; কিন্তু ফাঁসিতে মৃত্যু ওর জন্যে নয়। টিলার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখে আরেক দফা হতাশা ঘিরে ধরল জনসনকে। দৌড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে ফাঁকটা পার হয়ে যাবে সেই উপায় নেই। টিলার চূড়াটার ব্যাস হবে বড়জোর পনেরো ফুট।

চারপাশ একবার ঘুরে দেখল জনসন। কাঠের দণ্ডটা তখনই চোখে পড়ল। পড়ে আছে কয়েকটা পাথরের তলায়। পাথর ঠেলে ফেলার কাজে আসত ওটা। দণ্ডটা তুলে নিয়ে পরখ করে দেখল

জনসন। আরেকবার চোখ ঘুরে এলো ওর পাশের টিলার ওপর থেকে। মনে মনে দূরত্ব মাপল। না, লাঠিটা ব্রিজ হিসেবে ব্যবহার করার তুলনায় ইঞ্চি আষ্টেক ছোট।

মনস্থির করে নিল সে। তারপর লাঠিটা দেহের সঙ্গে লম্বালম্বি ধরে দৌড় শুরু করল। পোল ভল্ট করে পার হতে চাইল দূরত্বটা। কিনারায় পোল ঠেকিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। অপর টিলার একবারে শেষ প্রান্তে পড়ল ওর শরীর। কয়েকবার গড়িয়ে দেহটা স্থির হতেই এখনও বেঁচে আছে তাই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও। লাঠিটা সরিয়ে ভেতর দিকে টেনে নিয়ে এলো যাতে নিচ থেকে কেউ দেখতে না পায়।

নিচে ভয়ানক এক বিস্ফোরণের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। অজস্র পাথর গড়িয়ে নামল ক্লিফের গা বেয়ে। পাথর গড়ানোর আওয়াজ থামলে পরে অ্যাপাচিটোর গলা শুনতে পেল ও।

'তোমার নিচে নামার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল, জনসন। আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত এই জন্যে যে তোমাকে আমার ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পারলাম না। এখন তোমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় ক্ষুৎপিপাসায় মরো; তা নাহলে সোজা নিচে লাফ দাও। তোমাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' শেষ দিকে অ্যাপাচিটোর গলাটা আফসোসের মতো শোনাল। পছন্দ মতো অত্যাচার করে মারতে না পারায় হতাশ হয়েছে লোকটা। একটু পর হই চই শোনা গেল। আত্মসমর্পণ করেছে ক্রিস্টোফার সার্ডিন।

'একবার নামতে যদি পারি অ্যাপাচিটো,' মনে মনে বলল জনসন, 'তোমার জন্মের সাধ আমি মিটিয়ে দেব।'

এই মুহূর্তে খুব ভাল মেজাজে আছে অ্যাপাচিটো। ঠিক করে ফেলেছে আগামী সপ্তাহে আবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবে। তাছাড়া

মৎস্য শিকারীদের মতো দড়িতে ছোট ছোট ঝাঁকি দিতে ভালবাসে সে। খেলিয়ে তুলতে চায় মৎস্য শিকারীদের মতো। তবে মাছ নেই, সেজায়গায় দড়িতে আটকে আছে ক্রিস্টোফার সার্ডিন। টল্‌মল পায়ে এগোচ্ছে সে অ্যাপাচিটোর ঘোড়ার পেছনে। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। গোড়ার্লি বেঁধে দেয়া হয়েছে চামড়ার ফিতে দিয়ে। গলার দড়িতে টান পড়লেই কখনও দৌড়াতে হচ্ছে কখনও হাঁটলেই চলছে। কোনমতেই পড়ে যাওয়া চলবে না। একবার ভারসাম্য হারালে পুরোটা পথ ছেঁচড়ে নিয়ে যাবে ওকে নিষ্ঠুর লোকটা।

পেছন পেছন আসছে অ্যাপাচিটোর দলবল। নেতা হাসলেই তারাও হেসে উঠছে। লোকোর মৃত্যু বাহ্যিক ভাবে কারও আচরণে কোন ছাপ ফেলেনি। ভাবটা এরকমঃ ভুল করেছিল তাই মরতে হয়েছে তাকে। আমরা ভুল না করলেই হয়।

সার্কাস ওয়্যাগন সিকি মাইল দূরে থাকতেই গলা ছেড়ে ডাক দিল অ্যাপাচিটো। 'ডারউইন! তোমার শো শুরু করো। আগেরটার চেয়ে ভাল না হলে আজকে একজনের বদলে দুজন ঝুলবে। ডারউইন! তোমাকে ঝোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করব না।' দড়িতে টান দিয়ে সার্ডিনকে অপ্রস্তুত করে দিল অ্যাপাচিটো, তারপর বলল, 'শুনেছো কি বলেছি? চেয়েছিলাম তোমার পার্টনাব সহ ঝোলাতে। পারিনি বটে, তবে তাকেও শেষ করেছি । এবার তোমার পালা। যতবার শ্বাস আটকে মরতে বসবে দড়ি কেটে নামিয়ে আনব আমি। তারপর ছটফট করার ক্ষমতা হারালে সত্যিই ঝুলিয়ে রাখব। মানে বুঝতে পারছ? সচেতন থাকতে হবে তোমাকে; কষ্টগুলো সয়ে বেশিক্ষণ বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।'

'হারামজাদা, মানুষের বাচ্চা হলে সামনাসামনি দাঁড়া,' ভাঙা গলায় বলল সার্ডিন। 'একটা হলুদ কেঁচোও আমার এ কথার পর ডুয়েল লড়তে...'

'চালাকি পেয়েছ! যা খুশি বলে আমাকে খেপিয়ে চট করে মরে যাবার খায়েশ হয়েছে, তাই না? ওসব চালাকি চলবে না।' দড়িতে মাঝারি গোছের টান দিল অ্যাপাচিটো।

সামলাতে পারল না সার্ডিন। ক্যানিয়নের মেঝেতে পড়ে গেল। চেহারা কুঁচকে উঠল ওর ব্যথায়। অসমতল মেঝেতে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে গায়ের উন্মুক্ত অংশ। শেষ চেষ্টা হিসেবে যত দূর সম্ভব দুহাত পেছনে নিয়ে এলো সার্ডিন। কোট টেইলের ডেরিঞ্জারটা সেলাই ছিঁড়ে বের করতে মিনিট খানেক লেগে গেল ওর। এই পুরোটা সময় দাঁতে দাঁত চেপে জ্বালা-পোড়া সহ্য করল সে।

ডেরিঞ্জারটা হাতে আসতেই লক্ষ্যস্থির করে পরপর দুটো ব্যারেল খালি করল সার্ডিন। ভয়ানক জোর শব্দ হলো পিচ্চি পিস্তল থেকে। অ্যাপাচিটোর মুখ বেয়ে রক্ত নামল। কানের একটা লতি হারিয়েছে লোকটা। আর কোন ক্ষতিই হয়নি। দ্বিতীয় গুলিতে উড়ে গেছে মাথা থেকে সমব্রেরো হ্যাট।

'আমার যা করার ছিল করেছি,' অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল হতাশ সার্ডিন। 'এবার শেষ করে দাও খেলা।'

জবাবে অকথ্য গাল দিতে দিতে ঘোড়ার গতি বাড়াল অ্যাপাচিটো। সার্কাস ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন সার্ডিনের চেহারা চেনার কোন উপায় নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মুখ। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জখম হয়ে গেছে।

ডারউইন দাঁড়িয়ে আছে দড়ির এরিনার ভেতরে। ব্যাস ড্রামটা বাজাচ্ছে। অর্গান বাজাচ্ছে মায়রা। হাঙ্ক ট্রেইসি ব্যস্ত তার তোবড়ানো ট্রামপেট নিয়ে।

'থামো তোমরা সবাই,' হুঙ্কার ছাড়ল অ্যাপাচিটো। 'বন্ধ করো খেলা। আমি এসব দেখার চাইতে ফাঁসি দেখতেই পছন্দ করব এখন। খেলাও, দেখা হবে,' অনুচরদের হতাশা মিশ্রিত গুঞ্জন শুনে

বলল সে। 'আগে ফাঁসির আয়োজন। ফাঁসির খেলা। তারপর সার্কাস। আর সার্কাস পছন্দ নাহলে আবারও ফাঁসি। আজকের জন্যে এই নিয়ম।' ড্যান্ডির দিকে আঙুল তাক করল সে। 'চিন্তা করে দেখেছি তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি জানি টাকাটা এখন ব্যাঙ্কে। এটাও জানি আগামী সপ্তাহে আসবে রিওয়ার্ড মানি। এটাও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে সেসময় ব্যাঙ্কে ক্যাভালরির গার্ড থাকবে। কাজেই আমি ঠিক করেছি ক্যাভালরি পাহারা উঠিয়ে নেবার পর ব্যাঙ্কটা আবার লুঠ করব।' দলের দিকে ঘোড়া ফেরাল অ্যাপাচিটো। 'এই, কেউ একজন হুইস্কি নিয়ে আসো। সার্ডিনকে চাঙা করে তুলতে হবে না, নাহলে সে আমাদের মনপছন্দ মতো নাচবে কেন!'

গলা থেকে ফাঁস খুলে নেয়া হয়েছে আবছা ভাবে টের পেল সার্ডিন। এতক্ষণে এই প্রথম বড় করে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারল। পরক্ষণে তীব্র ভাবে জ্বলে উঠল গলা। কে যেন ওর মুখ হাঁ করিয়ে গলগল করে হুইস্কি ঢালছে। আবছা ভাবে মানুষের গলা পাচ্ছে ও। চিনতে পারছে কার গলা।

'ওটা ওই ওপরে কী!' জানতে চাইল অ্যাপাচিটো।

'ট্রাপিজ,' জবাবে বলল ড্যান্ডি।

'তুমি ভুল বলছ।' মাথা নেড়ে দ্বিমত প্রকাশ করল অ্যাপাচিটো। 'ওটা ফাঁসির মঞ্চ। এই, কেউ একজন একটা ঘোড়া ধার দাও। সার্ডিনকে ওটায় চড়িয়ে তারপর ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। লোকটা যেই হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করবে অমনি তাকে নামিয়ে এনে হুইস্কি খাইয়ে চাঙা করে তুলব আমরা। কোথায়, জলদি ঘোড়া ছাড়ো কোন একজন।'

ট্রাপিজের স্টীলের ওপর দড়ি পরানোর শব্দ শুনল সার্ডিন। শুনল হুল্লোড় করে উঠল লোকগুলো। ওর গলায় পরিয়ে দেয়া হলো দড়ির ফাঁস। কয়েকজন মিলে ওকে একটা ঘোড়ার পিঠে

চাপিয়ে দেয়া হলো।

কর্কশ একটা স্বর জানতে চাইল, 'এখন, বস্?

'হ্যাঁ,' সম্মতি দিল অ্যাপাচিটো।

ঘোড়ার গায়ে চাবুকের তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ হলো। ঝটকা মেরে টাইট হয়ে গেল দড়ি। ঘোড়াটা ছুটে চলে গেছে। টানের চোটে ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যাবে বলে মনে হলো সার্ডিনের। চোখের সামনে হাজারটা তারার নাচুনি দেখতে পেল।

তেইশ

সব কজনের চোখ সার্ডিনকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখায় ব্যস্ত। কেউ খেয়াল করল না কখন হাঙ্ক ট্রেইসির তৃতীয় ওয়্যাগনটির পাশ ঘুরে উদ্যত অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে জনসন। সার্ডিনকে আবারও চঞ্চল ঘোড়াটার পিঠে চাপানো হচ্ছে। ধরাধরি করে তুলছে কয়েকজন। চাবুক হাতে সার্ডিনের ঘোড়ার পেছনে নিজের ঘোড়ায় বসে আছে অ্যাপাচিটো স্বয়ং।

সার্ডিনের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে ঘোড়ায় তুলে দিতেই চাবুক চালাল সে। ঘোড়াটা ছুটে সামনে বাড়তেই টানটান হয়ে গেল দড়িটা। ওই একই সময়ে গুলি করল জনসন। দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়ার পিঠে পড়ল সার্ডিনের দেহ। হঠাৎ বাড়তি বোঝাটা আবার এসে ঘাড়ে পড়ায় আরও চমকে গেল ঘোড়াটা। সার্ডিনের হাত বাঁধা, কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা করল সে। স্টিরাপে শেষ পর্যন্ত পা ঢুকিয়ে দিতে পারায় টিকে গেল ঘোড়ার পিঠে। যখন সে একটু

নিশ্চিন্ত বোধ করছে তখনই খেয়াল চাপল ঘোড়াটার মাথায়। সামনের দুপা তুলে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ওটা। উড়ে গিয়ে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল সার্ডিন।

গুলির আওয়াজে ঘুরে দাঁড়াল সবকজন আউট-ল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সবার আগে চমক কাটিয়ে উঠল অ্যাপাচিটো। ঘোড়া থেকে অপর পাশে লাফ দিয়ে নামল যাতে করে ঘোড়াটার আড়াল পাওয়া যায়।

দুজন আউট-ল অস্ত্র বের করার মতো ভুল করে জীবন দিয়ে মাসুল গুনল। বিদ্যুদ্বেগে দুবার হ্যামার উঠিয়েছে আর ট্রিগার টিপেছে রে জনসন। এখানে দয়ামায়ার প্রশ্ন অবান্তর । জীবন বাঁচানোর জন্যে লড়ছে সে। বাকিদের দিকে সিক্সগান তাক করতেই অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটে গেল।

ঘোড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এক লাফে সার্কাসের দড়ির ঘের দেয়া আঙিনায় ঢুকে পড়ল অ্যাপাচিটো। মায়রাকে জড়িয়ে ধরে পিছু হটল। পিস্তলের মাযলটা ধরল মায়রার মাথায়। বলে উঠল, 'আমি পাঁচ গুনছি, এর মধ্যে অস্ত্র না ফেলে দিলে চাবুকওয়ালী মেয়েছেলেটা মরবে।'

'মায়রা!' আঁতকে উঠল ড্যান্ডি। জনসনের দিকে কাতর চোখে তাকাল। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে ওর কথা শোনো। লোকটা পাগল। যা বলছে তাই করে বসবে শেষে।'

'তাই করব,' গর্জন ছাড়ল অ্যাপাচিটো। 'এক...দুই...তি...'

'ওর কথা শুনে অস্ত্র নামিয়ো না, চ্যাঁচাল সার্ডিন। বুটের খুপরি থেকে একটা ছুরি বের করে হাতের বাঁধন কাটছে সে। 'আমাদেরকে উন্মাদটা এমনিতেই মারবে। আমরা ওর হাইডআউট চিনে ফেলেছি। একটু অপেক্ষা করো, একবার হাতে অস্ত্র পাই, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।'

বাঁধন কাটা শেষে উঠে দাঁড়াল সার্ডিন।

'চার...' গুনছে অ্যাপাচিটো।

হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল জনসন। হুল্লোড় করে উঠল আউট-লরা। বের করে ফেলল যে যার অস্ত্র।

'ওকে খুন কোরো না,' ধমকে উঠল অ্যাপাচিটো। 'আগে আগেরটার কাজ শেষ করি। ওর জন্যে বিশেষ পরিকল্পনা আছে আমার।'

'বোকা, গাধা,' হতাশায় মুখ কালো করে জনসনকে বলল সার্ডিন। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম আমাদের কাউকে বাঁচতে দেবে না ও।'

মায়রাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল অ্যাপাচিটো। জনসনকে কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। চেহারা দেখে মনে হলো ভূত দেখছে। তারপরই ভয়াবহ এক মেয়েলি চিৎকারে সবাইকে চমকে দিল সে। ঝেড়ে দৌড় দিল জেল কেবিনের দিকে। তার কাছে ওই ঘরটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হয়েছে। নেতার আতঙ্ক সংক্রামিত হলো। তার পিছু নিল আউট-লর দল। কেউ কেউ এতই দিশেহারা যে অস্ত্র ফেলে দৌড়াচ্ছে। সবাই জানে রাইফেল ছাড়া ওই ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে ঠেকানো যাবে না। কে কার আগে গিয়ে ঢুকবে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

ফিরে তাকাল অবাক জনসন। দেখল ঝর্নার টানেল দিয়ে বিরাট লেজ বাতাসে দুলিয়ে ছুটে আসছে ড্যান্ডি ডারউইনের *ভয়ানক* এলমার। নিরাপত্তার খাতিরে কোমরের বেল্টে গোঁজা দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করল জনসন।

সার্ডিন বলল, 'তাহলে আত্মসমর্পনের কথাটা মিথ্যা?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল জনসন। 'আমি চাইছিলাম লোকটা মায়রার কাছ থেকে সরার পর গোলাগুলিতে যেতে।'

'আচ্ছা!'

এদিকে মায়রা আর লিমা ব্যস্ত হয়ে আদুরে এলমারকে

সামলাচ্ছে। ওদের অবস্থা খারাপ। এলমারের জিভের ধার সাঙ্ঘাতিক। চেটে দিচ্ছে ওদের যত্রতত্র।

'চলো, এত টাকার বাউন্টি ফেলে এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না; এবার অ্যাপাচিটোকে বাগে পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু ওর অস্ত্র?'

'ওগুলো কি কাজে আসবে আমরা যদি এখন একবার দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি?'

দৌড় দিল ওরা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অ্যাপাচিটোর দল। ওরা শুধু বাইরে থেকে বল্টু তুলে দিল।

'এবার?' জানতে চাইল সার্ডিন। 'না খাইয়ে দুর্বল করে আত্মসমর্পণ করাব?'

'না। অত সময় নষ্ট করব না আমরা। মনে নেই আজকে অ্যাপাচিটো ডিনামাইট ব্যবহার করেছে? জিনিসটা কোথায় রেখেছে জানতে পারলেই কাজ সারা হয়ে যাবে। উড়িয়ে দেবার ভয় দেখালে অস্ত্র ফেলে নিজেদের বাঁধতে লেগে পড়বে সবাই।'

'খুঁজে পাব তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

হাসল জনসন। 'খুঁজতে যাচ্ছে কে! আমরা ওদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাব।' গলা চড়াল সে। 'অ্যাপাচিটো, শুনছ? ডিনামাইটের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চাইলে এখান থেকে শিকাগো পৌঁছে দিতে পারব এখন আমি তোমাদের। বাঁচার একটা মাত্র উপায় এবার আমিও তোমাকে দিচ্ছি, অ্যাপাচিটো, জানালা দিয়ে অস্ত্রগুলো বাইরে ফেলো; তারপর নিজেরা নিজেদের বাঁধো। আমার নির্দেশের অন্যথা হলে তোমাদের উড়িয়ে দিতে বাধবে না আমার। তোমাদের বাউন্টি ছাড়াও পুরস্কারের টাকা এমনিতেই চাহিদার অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

অপেক্ষা করল জনসন। কোন সাড়া নেই ওপক্ষ থেকে।

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জনসন। গলা

নামাল, কিন্তু খেয়াল রাখল যাতে কেবিন থেকেও আউট-লরা শুনতে পায়। 'ঠিক আছে, সার্ডিন; তোমার কথাই ফলল। লোকগুলোকে যতটা চালাক মনে করেছিলাম···যাকগে, তুমি পেছনের দুই কোনায় আগুন দাও; আমি দিচ্ছি সামনে। সাবধান, জানালা থেকে যাতে ওরা তোমাকে দেখতে না পায়। মরছে জানে ওরা। তোমাকেও সুযোগ পেলে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল সার্ডিন। 'ফিউজটা লম্বা করে কাটো। আমি চাই না নিজের বসানো বোমায় নিজেই উড়ে যেতে।'

একটা কাঠি তুলে নিয়ে কাঠের গুঁড়ির তলায় জমাট কাদায় গুঁতো দিল জনসন। খোঁচাতে লাগল। ওর কাজ শেষ হওয়ার আগেই কেবিনের জানালায় ফিসফিস শোনা গেল।

হঠাৎ অপরিচিত একটা স্বর বলল, 'একটু অপেক্ষা করো বাইরের তোমরা; ইচ্ছে করলে অ্যাপাচিটো এখানে থাকতে পারে, আমি বেরিয়ে আসতে চাই।'

'একজনের জন্যে দরজা খোলার ঝুঁকি নেব না আমরা,' বলল জনসন। 'এরকম কজন আছে?'

'অ্যাপাচিটো ছাড়া বাকি সবাই।'

'বেশ, তাহলে জানালা দিয়ে অস্ত্র ফেলা আরম্ভ করো।'

জানালা গলে একের পর এক সিক্সগান পড়তে লাগল কেবিনের বাইরে। তারপর গানবেল্ট। দড়ি খুঁজে এনে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল সার্ডিন। নিজেদের বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো। হঠাৎ শোনা গেল অ্যাপাচিটোর গলাঃ'আমিও তোমাদের সঙ্গে আসছি। এই যে আমার অস্ত্র। আর এই যে সার্ডিনের কাছ থেকে নেয়া লম্বা নলওয়ালাটা।'

নিজের অস্ত্রটা কোমরে গুঁজল সার্ডিন। বলল, 'এখন আর নিজেকে ততটা অসহায় মনে হচ্ছে না।'

জানালায় গিয়ে ভেতরের অবস্থা দেখে এলো সার্ডিন।

অ্যাপাচিটো ছাড়া সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। শেষ লোকটাকে বাঁধছে অ্যাপাচিটো। মোট নয় জন।

দরজা খুলে দিতেই সবার পেছন পেছন বেরিয়ে এলো অ্যাপাচিটো। সার্ডিন বেঁধে ফেলল তাকেও। বাইরে আসার পর বন্দীদের পাও বাঁধা হলো। ঠিক হলো ড্যান্ডির ওয়্যাগনে করে সবাইকে শহরে নিয়ে যাওয়া হবে।

'দারুণ একটা কাজের কাজ হলো,' ছুটে এসে বলল ড্যান্ডি ডারউইন।

'ডিনামাইট কোথায়?' জানতে চাইল অ্যাপাচিটো।

'কোথায় তা আমরা জানব কি করে,' জবাব দিয়ে হাসল জনসন। ড্যান্ডির দিকে তাকাল। লোকটা খুশিতে ওর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। 'আচ্ছা, ড্যান্ডি, এত পরিশ্রমের পর কি দরকার বলো তো?'

'একগ্লাস হুইস্কি,' নির্দ্বিধায় বলল সার্কাস মালিক।

'সে তো পরে। আগে দরকার চমৎকার একটা গোসল। সেজন্যে মায়রার বাথটাবটা আমার সাঙ্ঘাতিক পছন্দ।'

পিঠ থেকে হাত নামিয়ে নিল ড্যান্ডি। মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাচ্ছে মুখের চেহারা। 'বা··বা···বাথটাব? ওটা···ওটা···

'ওটা কি, ড্যান্ডি? ডলারে ভরা এই তো? মগজটাকে এর বেশি খাটাতে যেয়ো না, গলে বেরিয়ে আসবে।'

মানা করতে গিয়েও জনসনের চোখের দিকে তাকিয়ে পারল না সার্কাস মালিক। মাথা দোলাল।

'ডলারগুলো মানি চেস্টে ভরো,' নির্দেশ দিল জনসন।

এসময় মায়রা এলো। ড্যান্ডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাও ফেরত দিতাম। অন্তত ড্যান্ডি আর আমি···তাই না,ড্যান্ডি?'

'তাই,' বিষ তেতো চেহারায় সম্মতি জানাল লোকটা।

'এবার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।' সার্ডিনের দিকে ফিরল

জনসন।

'সেটা পরে আলাপ করে করা যাবে,' বলল সার্ডিন। 'আমি তোমার সঙ্গে লড়তে চাই না। খামোকা তোমাকে মেরে কি লাভ। তাছাড়া তোমার সঙ্গটা আমি বেশ উপভোগই করছিলাম।'

'বেশ তবে তাই হোক; যদিও মারতে পারতে না, তবুও ঝগড়ার কথা আমরা ভুলে গেলাম।...তবে একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

'কি?'

সার্ডিনের চোখের দিকে তাকাল জনসন। 'তুমি কি আসলেই বাউন্টি হান্টার নাকি সরকারী কোন...'

'তোমার কি মনে হয়?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল সার্ডিল।

'প্রথম প্রশ্নটা আমি করেছি।'

'বেশ, বলছি,' কথা শুরু করল সার্ডিন। থামল ঝাড়া পাঁচ মিনিট বক্তৃতার পর। বুঝিয়ে দিল সমাজের কতখানি অবক্ষয়ের কারণে মানুষ খুন করার এই জঘন্য কাজটা হাতে নিতে বাধ্য হয়েছে সে। 'আর তুমি?' কথা শেষে জানতে চাইল।

'আমিও তোমার মতোই একজন।' হাসল জনসন। 'তুমি আমাকে যে কয়বার ঠকিয়ে বাউন্টি নিয়ে গেছ কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়েছ?'

'টেক্সাস স্টেট ব্যাঙ্ক।' হাসল সার্ডিন, তারপর জানতে চাইল, 'অ্যাকাউন্ট নম্বরটা সম্ভবত তোমারও জানা থাকার কথা; অবশ্য যদি আমার সন্দেহটা ঠিক হয় তবেই। বলো দেখি কত?'

'এ ২২৬৯ নম্বর অ্যাকাউন্ট। আমরা ভুল করে একে অপরকে বাউন্টিহান্টার মনে না করলে আজকে এত বড় একটা কাজ হয়তো শেষ করতে পারতাম না।' হাসল জনসন। লোকটার সন্দেহ দূর করতে পারায় ভালও লাগছে। তার চেয়েও বড় কথা ওকে ঠকিয়ে টাকাগুলো নিজের ভোগে লাগায়নি সার্ডিন। ওই

টাকায় স্কুল-কলেজ-এতিমখানা হবে।

মাথা দোলাল লজ্জিত সার্ডিন। 'ঠিকই বলেছ।'

'তবে একটা কথা,' বলল জনসন। 'তোমাকে আরেকবার ঠকিয়ে সমান হওয়ার আগে আমরা শত্রুতা ভুলব না।'

হেসে ফেলল সার্ডিন। বলল, 'এরইমধ্যে জিতে গেছ তুমি। বারবার তোমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে আমাকে। বারবার আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। সেজন্যে ধন্যবাদ।'

হাত মেলাল দুজন। ওরা দুজনই জানে খাঁটি লোক ওরা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ধরনটা শুধু ভিন্ন। দুজনই ওরা এবার অনেক নিশ্চিন্তে কর্তব্য সম্পাদন করে যাবে যতদিন না পশ্চিম রাহুমুক্ত হয়।

আধঘণ্টা পর ড্যান্ডি ডারউইনের ওয়্যাগনে বন্দীদের তুলে হ্যাঙভিলের দিকে রওয়ানা হলো ওরা। এবার আর তেড়িবেড়ি করতে সাহস পাবে না শেরিফ। প্রয়োজনে সরকারী প্রভাব খাটাবে ওরা। তাছাড়া সঙ্গে রয়েছে হ্যাঙভিলের ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের জমানো টাকা। এবার কিছু করার আগে দশবার ভাববে শেরিফ; তা নাহলে তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলবে রুদ্র জনতা।

হেলেদুলে সরু পথটা ধরে এগোল ওয়্যাগন তিনটে। শিস দিচ্ছে জনসন। তার সঙ্গে তাল ঠুকছে সার্ডিন। সঙ্গত জুড়েছে হাঙ্ক ট্রেইসির ট্রাম্পেট। অর্গান বাজিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল মায়রা। বসে না থেকে ব্যাস ড্রামে টোকা দেয়া শুরু করল ড্যান্ডি। এমুহূর্তে তাকে খুব একটা দুঃখিত বলে মনে হচ্ছে না। লিমা আর লরা হাত-পা বাঁধা আউট-লদের সঙ্গে দ্বিতীয় ওয়্যাগনে রয়েছে। গান ধরল ওরাও।

শেষ

SUVOM CREATION

কাজী মায়মুর হোসেনের আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

সেই পিস্তল

তিন বছর ধরে বাবার খুনীকে খুঁজছে ডিক। কোমরে ঝুলছে হত্যাকারীর ফেলে যাওয়া পিস্তল। প্রতিশোধ নেবে। শেষ পর্যন্ত বাবার খুনীর দেখা সে পেল কি?

উৎখাত

বিনা দোষে আইন খুঁজছে ওকে, পালাচ্ছে বার্ট শ্যাডো। পথে ম্যালপাইস স্প্রিংসের শেরিফের প্রাণ বাঁচাল সে। বুঝতে দেরি হলো না মহা বদমাশ লোক এই শেরিফ। তার অনুরোধে ডেপুটির চাকরি নিল বার্ট। এখন? দুজন মিলে জুলুমের রাজত্ব কায়েম করবে, নাকি ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে বার্ট শ্যাডোর?

লুটেরা

অ্যারিজোনায় গোপন মিশনে এসেছে রবার্ট হিকক। এমন এক জমির মালিক সে যেখানে লুকানো আছে আড়াই লাখ ডলার। ওর পিছু পিছু আসতে শুরু করল আজব একেকটা চরিত্র। ভিড় জমাল আউট-লর দল। এলো একের পর এক আক্রমণ। সবার ধারণা হিকক জানে কোথায় আছে টাকাগুলো। নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। পাশে দাঁড়াল স্কুল মিসট্রেস ডোনা গ্রীন।

প্রত্যাবর্তন

চাচার চিঠি পেয়ে নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরল সিড। বদলে গেছে সব। ওর প্রেমিকা বিয়ে করতে যাচ্ছে প্রভাবশালী এক র‍্যাঞ্চারকে। পৌঁছুনোর পর খবর পেল কারা যেন বার্নে পুড়িয়ে মেরেছে ওর চাচাকে। ওকেও খুন করার চেষ্টা করা হলো। এদিকে চুরি হয়ে যাচ্ছে গরু। নিজের কর্মচারীও হাত মিলিয়েছে শত্রুর সঙ্গে। চারদিকে ঘোলাটে পরিস্থিতি। একা কয়দিক সামলাবে সিড?

শায়েস্তা

বন্ধুর খুনীকে অনুসরণ করে সুদূর কলোরাডোতে এলো রে জনসন। সিডার শহরের সেলুনে অন্যায় ভাবে পেটানো হলো ওকে। একটা শব্দ উচ্চারণ

করার সাহস পেল না শহরবাসী। কারা এরা–ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে? চারিদিকে শত্রু। দমল না জনসন। পাল্টা ছোবল দিল। ধসে গেল পাহাড়। বুঝে ফেলেছে ও কে ওর বন্ধুর খুনী। এবার আসছে ওরা শহর ধ্বংস করে দিতে। রুখে দাঁড়াল জনসন। সাহস করে ওর পাশে দাঁড়াল কয়েকজন। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল অনেকে। শুরু হলো মরণপণ লড়াই।

অদৃশ্য ঘাতক

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কাউন্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর খুনী। সূত্র নেই কোন। ধরতে হবে খুনীকে। সাতজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদের মধ্যেই আছে খুনী, কিন্তু চেনা যাবে কি করে? তদন্ত শুরু করল ডেপুটি শেরিফ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে অস্থায়ী ডেপুটির চাকরি নিল অ্যাডাম বেঞ্চলি। চাচা-চাচীর খুনীকে খুঁজছে আরেকজন। ওরা সবাই কি একই লোককে খুঁজছে, নাকি ভুল হলো কোথাও?

ধাওয়া

দুই চিরশত্রু মার্শাল জো মিলার্ড আর ব্যাংক ডাকাত বিগ জিম ম্যাকেনলি। অবশেষে পরস্পরের দেখা পেল ওরা। শোডাউন হলো, তবে ওদের মধ্যে নয়। হাজির হয়েছে আরও ব্যাংক ডাকাত। ঠেকাবার কেউ নেই। মার্শালের সঙ্গী হলো কে? শেষ মুহূর্তে বোঝা গেল ব্যাংক নয়, ট্রেন ডাকাতি হতে যাচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে গিয়ে উঠল মিলার্ড। আততায়ীর সংখ্যা পনেরোর বেশি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন্ধুর খুনীদের এভাবে ছেড়ে দেবে না। সামনে ব্রিজ ভাঙা। ক্যানিয়নের মাঝে উল্টে পড়ল ট্রেন। উল্টে পড়া ট্রেনের পাশে মুখোমুখি হলো মিলার্ড আর শত্রুপক্ষ।

দুর্গম যাত্রা

পাহাড় থেকে নেমে এলো বিশালদেহী মারকুটে জেমস ফ্ল্যাগ। মাতাল অবস্থায় পেয়ে ওকে লোভনীয় চাকরি দিতে চাইল প্যালেস সেলুনের মালিক। দায়িত্ব–ওয়্যাগন ট্রেনের গাইড হয়ে ওকে যেতে হবে ব্ল্যাক হিলসে। ইন্ডিয়ান আর আউট-লদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে ওয়্যাগন ট্রেন। চাকরি নিল জেমস। প্রথম থেকেই শুরু হয়ে গেল শত্রুতা। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে সবার আসল চেহারা। ইন্ডিয়ান আক্রমণ হলো। জেমস কি পারবে দায়িত্ব পালন করতে?

প্রহসন

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ফ্রেসনো সিটির সেলুনে প্রচণ্ড মার খেল র‍্যাঞ্চার কার্ল বোর্ডার। পরদিন শহরে স্টেজ থেকে নামল সশস্ত্র এক আগন্তুক—ম্যাক্স ব্র্যান্ড। খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হলো ওকে। জড়িয়ে গেল গভীর এক ষড়যন্ত্রে। খরায়-শুকনো উপত্যকার মাটি লাল হয়ে উঠছে একের পর এক হত্যায়। ফাঁসির দড়ি গলায় পরানো হলো ম্যাক্সের। এখন? ওকে কি মরতে হবে বিনা অপরাধে?

দূরের পথ

মিসৌরি থেকে অরিগনে চলেছে চব্বিশশো অভিযাত্রী দু'হাজার মাইল দুর্গম দীর্ঘ পথ। তার ওপর রয়েছে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয়। বাবা-মার সঙ্গে ব্রায়ান ও তার ছোট ছয় ভাই-বোন চলেছে এই দূরের যাত্রায়। পথে হলো বিপর্যয়। পরিবারের সবার দায়িত্ব এসে পড়ল তেরো বছর বয়সী ব্রায়ানের ওপর। কি করবে সে? ফিরে যাবে? নাকি বড়দের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্যে এগিয়ে যাবে ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল অরিগনের পথে?

দুর্বিপাক

প্রাক্তন আউট-ল রক বেনন। ফেডারেল মার্শাল রিচার্ড হাডসন ব্যক্তিগত একটা কাজে জড়িয়ে নিল তাকে। মার্শালের একটা জিনিস ল্যাটিগো বেসিনে পৌঁছে দিতে বন্ধুকে নিয়ে ছুটল বেনন। এক লাখ ডলার নিয়ে শুরু হলো বাঘে-মহিষে লড়াই। বেনন হয়তো কিছু করতে পারত, কিন্তু সে তো তাড়া খেয়ে এখন হাজার হাজার ফুট উঁচুতে আকাশে ভাসছে। কে বাঁচাবে ব্যাংকার-র‍্যাঞ্চার নরম্যান ফক্সকে? এগিয়ে আসছে লিঞ্চিং মব।

এছাড়াও কাজী মায়মুর হোসেনের লেখা আরও আছে

দক্ষিণে বেনন
বধ্যভূমি
স্বর্ণঈগল
প্রবঞ্চক